পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 201 Monday, 22 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২০১ সংখ্যা ❋ ৭ আষাঢ় ১৪৩৩, সোমবার, ২২ জুন ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

১৫০ কোটির রেকর্ড গড়েছে মমতার তৃণমূল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুনঃ দলের পরাজয়ের পর ভিতরে-বাইরে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একসময় যাঁরা ‘সেনাপতি’ বলে সম্বোধন করতেন, আজ তাঁরাও ছাড়ছেন না। আর সেই বিক্ষোভে ঘৃতাহুতি দিয়েছে অভিষেকের বিমান-যাত্রা। যে পথ বিজনেস ক্লাসে যেতে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়, সেই পথ লাখ পাঁচেক টাকা খরচ করে চার্টার্ড বিমানে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই যাত্রা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে ইতিমধ্যেই। তবে, বিগত কয়েক বছরের হিসেব বলছে, শুধু চার্টার্ড বিমানে তৃণমূল যা খরচ করেছে, তা আগে কখনও কোনও আঞ্চলিক দল করেনি। তৃণমূলের অডিট রিপোর্ট বলছে, মাত্র ৪ বছরে চার্টার্ড বিমানে ১৫০ কোটি টাকা খরচ করেছে তৃণমূল। এর মধ্যে বেশিরভাগটাই খরচ হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। ২০২২ সালে খরচ হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা। ২০২৩ সালে খরচ হয়েছে ১৩ কোটি টাকা। ২০২৪ সালে খরচ হয়েছে ৫৬ কোটি টাকা। ২০২৫ সালে খরচ হয়েছে ৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ১৪১ কোটি টাকা খরচ করেছে তৃণমূল। তথ্য বলছে, ভারতের আর কোনও আঞ্চলিক দল এত টাকা খরচ করেনি। অর্থাৎ কার্যত রেকর্ড করেছে তৃণমূল। ২০২১ সালের পর থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এর আগের খরচের হিসেব পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন উঠেছে কোথা থেকে এল এত টাকা। উল্লেখ্য, এই প্রশ্ন তুলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকা নেতারাও। কুণাল ঘোষও বলেছেন, ‘‘দলের টাকা হলে, সমর্থন করি না।’’ বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘যত টাকা চার্টার্ড বিমান ভাড়া নিয়ে খরচ হয়েছে, তত টাকায় আস্ত বিমান কিনে ফেলতে পারত তৃণমূল।’’

সুরাওয়ার্দি অ্যাভিনিউ বদলে হল গোপাল মুখার্জি রোড!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুনঃ এবার গোপাল পাঁঠার নামে রাস্তা হচ্ছে কলকাতায়। পার্ক সার্কাস এলাকার সুরাওয়ার্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম পাল্টে রাখা হচ্ছে গোপাল মুখোপাধ্যায় রোড। কলকাতা পৌরনিগমের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে এই নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। এই সিদ্ধান্তের জন্য কলকাতা পৌরনিগমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, ক্ষমতায় এসেই গোপাল পাঁঠার নামে রাস্তার নাম রেখে তাঁকে সম্মান জানাল বিজেপি সরকার। ১৯৪৬ সালে ‘গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’-র কথা প্রায়ই বলে থাকে বিজেপি। ১৯৪৬ সালে হিন্দু হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন গোপাল মুখোপাধ্যায়। হিন্দুদের মসিহা হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দুদের রক্ষা করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। বউবাজারের মলঙ্গালেন নিবাসী গোপালদের একটি পারবারিক পাঁঠার দোকান ছিল কলেজ স্ট্রিটে। পেশায় তিনি একজন কসাই। সেই জন্য তাঁকে গোপাল পাঁঠা বলা হত। গত বছরের আগস্টে ‘গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’-এ মৃতদের স্মরণে পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হাতে ছিল গোপাল মুখোপাধ্যায়ের ছবি। মিছিল শেষে আলিপুরে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির উন্মোচন করেছিলেন। এদিন কলকাতা পৌরনিগমের সিদ্ধান্ত নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পৌরনিগমের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। একইসঙ্গে তিনি লেখেন, প্রকৃত নায়কদের সম্মান জানানোর এটা সময়। ‘গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’ নিয়ে ছবিও বানিয়েছেন বলিউড পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ নামে ওই সিনেমার ট্রেলার লঞ্চ ঘিরে কলকাতায় শোরগোল পড়েছিল। তৎকালীন শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাইপাসের ধারে একটি পাঁচতারা হোটেলে সিনেমার ট্রেলার লঞ্চে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

রেড রোড থেকে যোগাভ্যাসের সংকল্প বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুনঃ ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রেড রোডের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মতোই তিনি ভোর সাড়ে ৬টা নাগাদ সেখানে পৌঁছে যান। এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ। মঞ্চ থেকে যোগাভ্যাসের উপকারিতা মনে করান প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে যোগ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতার ভূমিকাও তুলে ধরেন নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘বিশ্বের বহু দেশ আজকের দিনটিকে যোগ দিবস হিসেবে পালন করছে। গত কয়েক বছর ২১ জুন বিশ্বের সবচেয়ে বড় একটা পার্বণে পরিণত হয়েছে।’’ কলকাতায় প্রথমবার পালিত হচ্ছে যোগ দিবস, আর এই দিনটি পালনের জন্য তিলোত্তমাকেই কেন বেছে

ভাষণের শুরুতেই নরেন্দ্র মোদির মুখে কলকাতার প্রশংসা

নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর ভাষণে সেই ইঙ্গিতও মিলেছে। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকায় মুগ্ধ মোদি। তিনি বলেন, ‘‘যোগ কর্মসূচি পালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের থেকে সুন্দর জায়গা পেতাম না। কলকাতাবাসী স্বচ্ছতার সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছে। নাগরিক কর্তব্য পালনে কঠোর পরিশ্রম করা হয়েছে কলকাতায়।’’ এছাড়াও, রামকৃষ্ণ পমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দের মতো মনিষীদের প্রসঙ্গ এনে যোগে তাঁদের ভূমিকাও উল্লেখ করেন। মোদি বলেন, ‘‘এই কলকাতা রামকৃষ্ণ পমহংসদেবকে গোটা বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই বাংলা থেকে বেরিয়ে বিদেশের মাটিতে যোগের উপকারিতা তুলে ধরেছেন। ঋষি অরবিন্দ বলতেন, ‘আমার পুরো জীবনটাই যোগ’। গীতায় যোগের কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ।’’ শরীরকে সুস্থ রাখতে যোগের বিকল্প নেই বলেই মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। এবারের থিম বার্ধক্যের সঙ্গে তাঁর কথায়, ‘‘বয়সকালেও যোগ শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। যোগ জীবনশৈলীতে ভারসাম্য আনে। ৪০ বছর বয়সে ২০ বছরের মতো ফিটনেস, ৫০ বছর বয়সে ৩০ বছরের এনার্জি ধরে রাখা, ৭০ বছর বয়সে ৫০ বছরের মতো

● এরপর ৬ পাতায়...

অল্প সময়ের বৃষ্টিতে কলকাতায় ধরা পড়ল ভয়ঙ্কর ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুনঃ দেড় ঘণ্টা ধরে নাগাড়ে বৃষ্টি। ভাসছে গোটা শহর। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে পিলারের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ব্যক্তি! কিন্তু বিপদ তো বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, হঠাৎই জিনজিরা বাজারে দিক থেকে মোল্লার গেটের দিকে আসছিল ১৮ চাকা ডাম্পার গাড়িটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে পিলারের গার্ড

কয়ে আসে না। সেই সময়েই এমন দুর্ঘটনা, কাটা পড়ল সেই ব্যক্তির পা। মহেশতলা বজ বজ ট্রাপিলাঙ্ক রোডে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। জানা যাচ্ছে, মহেশতলা বজ বজ ট্রাঙ্ক রোডের মোল্লার গেট মোড়ে উড়ালপুলের ১০৯ পিলারে নীচে বৃষ্টির সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই ব্যক্তি। ওয়ালে ধাক্কা মেরে ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে কাতরাতে থাকেন তিনি। তড়িঘড়ি এলাকার মানুষজন একটি স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে একটি পা বাদ চলে যায়। অপর পায়ের অবস্থা আশঙ্কা জনক

● এরপর ৬ পাতায়...

দিল্লি বিমানবন্দরে ৪৫ মিনিট আটকে প্রধানমন্ত্রী মোদি!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ জুনঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফেরার পথে দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল পাক্কা ৪৫ মিনিট। দেশের সবথেকে হাই প্রোফাইল ব্যক্তি, তাঁকে অপেক্ষা করতে হল বিমানবন্দরে? তাও আবার ৪৫ মিনিট! এর নেপথ্যে রয়েছে নিট পরীক্ষা। জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে দুপুর ১ টা ১৫ নাগাদ দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছন। কিন্তু সেই সময়ই বিমানবন্দর থেকে বেরোননি তিনি। বরং ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করে, দুপুর ২টো বেজে যাওয়ার পর তিনি বিমানন্দর থেকে বের হন এবং নিজের বাসভবনের দিকে রওনা দেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের কারণ ছিল যাতে নিট পরীক্ষার্থীদের কোনও সমস্যা না হয়। দুপুর দুটো থেকে পরীক্ষা শুরু হচ্ছিল। যাতে প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের জন্য কোনও পরীক্ষার্থীর সমস্যা না হয়, দেরি না হয়ে যায়, তার জন্যই তিনি বিমানবন্দরে অপেক্ষা করে যান। প্রধানমন্ত্রীর কনভয় গেলে সেই রুট সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষদের জন্য। এতে পরীক্ষা হলের দিকে যাওয়া নিট পরীক্ষার্থীদের দেরি হয়ে যেতে পারত। তাদের কথা মাথায় রেখেই দুপুর দুটোয় পরীক্ষা শুরুর পরে তিনি বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বাসভবনের উদ্দেশে রওনা দেন। প্রসঙ্গত, গত মে মাসে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বাতিল হয়ে যায় মেডিক্যালের প্রবেশিকা পরীক্ষা। ফের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আজ সেই পরীক্ষাই চলছে। মোট ২২ লাখের বেশি পরীক্ষার্থী বসেছে এই পরীক্ষায়। দেশ জুড়ে ৫,৪৪০টি সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এনটিএ-র তরফে। কড়া নজরদারি চলছে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে। ১.৩৮ লক্ষ সিসিটিভি বসানো হয়েছে। ৫১ হাজার সিগন্যাল জ্যামার বসানো হয়েছে।

‘আমার শক্তি বিশ্বের খোলা বাজার নয়’

প্রতিরক্ষায় ভারতকে ‘নির্মাতা’ বানানোর লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুনঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসেই কলকাতার গার্ডেনরিচে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তিনটি যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল ভারতকে সমুদ্রপথে শক্তিশালী করার বার্তা। একইসঙ্গে তুলে ধরলেন দেশের প্রতিরক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের অবদান। ব্লু ইকোনমিতে এই রাজ্য যে বিরাট ভূমিকা রাখবে, তা নিয়েও আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শুরুতেই বলেন, ‘‘আজ গোটা বিশ্ব আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করছে। এই মহৎ দিনে পশ্চিমবঙ্গে আসতে পেরে গর্বিত। ভারতের পুনর্জাগরণের গতি দিয়েছে এই রাজ্য। বাংলার মাটি দেশের উন্নয়নকে নতুন দিশা দেখিয়েছে। সমুদ্রপথে পশ্চিমবঙ্গ গোটা বিশ্বকে জুড়েছে। হুগলি নদীর জলধারা বহু ইতিহাসের সাক্ষী।’’ মোদি মনে করেন, ‘‘প্রতিরক্ষায় শক্তিশালী হতে হলে জলপথে আত্মনির্ভর শক্তি বাড়াতে হবে।’’ এই মর্মে আইএনএস দুনাগিরির কার্যক্ষমতা নিয়ে প্রশংসাও করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘ভারত শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই নিজের সামরিক ও কৌশলগত ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, কোনও দেশ যখন কেবল ভোক্তা না থেকে নির্মাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই বিশ্বমঞ্চে তার গুরুত্ব ও প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়। তাঁর কথায়, ‘‘ভারত এখন

সামুদ্রিক শক্তির ক্ষেত্রে নতুন উচ্চতার দিকে এগোচ্ছে এবং আগামী দিনে এই ক্ষমতা আরও বিস্তৃত করা হবে।’’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘‘দেশের প্রকৃত শক্তির ভিত্তি আত্মনির্ভরতা। সেই লক্ষ্যেই সমুদ্রপথে পরিকাঠামো ও প্রতিরক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো হচ্ছে।’’ প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, একসময় ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদেশি অস্ত্রের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে পরিস্থিতি বদলেছে। দেশীয় প্রযুক্তি ও উপাদনকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেই পথেই এগিয়ে চলবে ভারত। ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তি আরও কয়েক ধাপ বাড়াতে একসঙ্গে পরিষেবায় যুক্ত হতে চলেছে তিনটি অত্যাধুনিক নৌযান- আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস অগ্রয় এবং আইএনএস সংশোধক। কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স-এ নির্মিত এই তিন জাহাজ নৌবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হল। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, জলপথে যুদ্ধ পরিচালনা, ডুবোজাহাজ-বিরোধী অভিযান এবং সমুদ্র জরিপের ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে এই তিনটি যুদ্ধজাহাজ।

আরও বিপদে অভিষেকের পিএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুনঃ কোথায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়? সেই নিয়ে প্রশ্নের মধ্যেই এবার আরও চাপে তিনি। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে এবার দায়ের হল নয়া মামলা। পুলিশ সূত্রে খবর, পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানায় এই নয়া মামলা দায়ের হয়েছে। আগেই তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। এর মধ্যেই আবার নয়া মামলা। পুলিশ সূত্রে খবর, সুমিতের বিরুদ্ধে নতুন করে ডেবরা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। একজন জনৈক ব্যক্তি অপর আর একজন ব্যক্তির মাধ্যমে সুমিতকে লক্ষাধিক টাকা দিয়েছিলেন চাকরির জন্য। জানা যাচ্ছে, সেই টাকা দেওয়ার পর নথি পেয়েছিলেন, তারপর তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু এত সবের পরও চাকরি হয়নি। শেষমেশ তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এখানে উল্লেখ্য, প্রতারণা ও জমি দুর্নীতি মামলায় সুমিতের বিরুদ্ধে খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল

● এরপর ৬ পাতায়...

সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করলেই কড়া ব্যবস্থা, আজ বাজেটে আসছে নতুন বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুনঃ সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের জন্য বিল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর এবং সরকার সঠিকভাবেই নিজের কাজ করবে। প্রসঙ্গত, অশান্তির জেরে সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর এবং পুলিশ বা সরকারি কর্মীদের উপরে হামলার ঘটনায় যে কড়া আইন আনতে চলেছে রাজ্য-

পুলিশ বা সরকারি কর্মীদের উপরে হামলার ঘটনায় দুটি বিল অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। তারপরে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে তা পেশ করা হবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে পাবলিক সেফটি কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যান্টিসোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি বিল। এই প্রসঙ্গে অভিমিত্রা পাল বলেন, যারা ভাঙচুর করবে তাদের কাছ থেকে সেই ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। এতদিন ধরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নতুন সেটা আগেই জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবারই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই সংক্রান্ত দু’টি বিল অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। তারপরে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে তা পেশ করা হবে। এই দু’টি বিলের মধ্যে একটি ১৯৭২-এ তৈরি ‘পশ্চিমবঙ্গ মেনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট’ সংশোধন করার প্রস্তাব সংক্রান্ত। অন্যটি নতুন বিল- এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘পাবলিক সেফটি কন্ট্রোল অ্যান্ড

● এরপর ৬ পাতায়...

তামিলনাড়ুতে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় অ্যামোনিয়া লিক!

মৃত ৭, আশঙ্কাজনক ৬০ জনেরও বেশি

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২১ জনঃ তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুর জেলার চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটেছে। সর্বভারতীয় এক সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭। মৃতদের সাতজনের প্রত্যেকেই মহিলা শ্রমিক। বহু মানুষ এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং উদ্ধারকাজ চালাতে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ময়দানে নামাতে হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা এনডিআরএফ-কে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই কারখানায় কাজ করা শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশই উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক। মৃত ও চিকিৎসাধীনদের মধ্যে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের বহু বাসিন্দা রয়েছেন। রবিবার দুপুরের দিকে তিরুভাল্লুর জেলার পেরিয়াপালাযমের কাছে কানিগাইপেয়ার গ্রামে ‘সেন্ট পিটার্স পল সি-ফুডস এক্সপোর্টস’ নামের ওই চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ও রফতানি কারখানায় গ্যাস লিকের ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওই কারখানার প্রক্রিয়াকরণে মাছ ও নানা সি-ফুড ঠান্ডা রাখার জন্য (কুল্যান্ট হিসেবে) এই অ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যবহার করা

কারখানায় উপস্থিত জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আধিকারিকরা। ছবিঃ এনডিআরএফ।

হচ্ছিল, যা আচমকাই লিক করে। ঘটনার ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে তিরুভাল্লুর জেলা শাসকের দফতর থেকে তড়িঘড় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়। জেলা প্রশাসনের বার্তা পাওয়া মাত্রই তামিলনাড়ুর আরাকোনামে অবস্থিত এনডিআরএফ-এর চতুর্থ ব্যাটালিয়নের সদর দফতর থেকে উদ্ধারকারী দলকে প্রস্তুত করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চেন্নাই থেকে এনডিআরএফ-এর ৩০ সদস্যের একটি বিশেষ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। রাসায়নিক গ্যাস লিকের মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এই দলটিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সাজানো হয়েছে। এনডিআরএফ জওয়ানরা পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট কিট পরে, গ্যাস ডিটেকশন ডিভাইস (গ্যাস মাপার যন্ত্র) এবং বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল অ্যান্ড নিউক্লিয়ার রেসকিউ গিয়ার নিয়ে কারখানার ভেতরে প্রবেশ করেন। বাতাস থেকে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব মুক্ত করতে এবং আটকে পড়াদের উদ্ধার করতে এনডিআরএফ-এর এই বিশেষ কেমিক্যাল টিম বর্তমানে সেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালায়। সরকারি আধিকারিকরা নিশ্চিত করেছেন যে, কারখানার ভেতরে উদ্ধারকাজ এবং গ্যাস নিয়ন্ত্রণের মরিয়া চেষ্টার মাঝেই এখনও পর্যন্ত সাতজন মহিলা শ্রমিকের মৃত্যুর খবর মিলেছে। কারখানার ভেতরে আর কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি কোণ খতিয়ে দেখছেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাকি শ্রমিকদের ওপর কড়া নজর রাখছেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী সি

● এরপর ৬ পাতায়...

বসছে মেশিন, এবার বাজার করতে গেলেও মানতে হবে এই নিয়ম! নির্দেশিকা জারি নবান্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুনঃ থলে হাতে বাজারে যাওয়ার আগে মানতে হবে এই নিয়ম। নবান্নের তরফ থেকে জারি করা হল নির্দেশিকা, বাজারে আর কোনওভাবেই প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে যাওয়া যাবে না। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘বাজারে প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে যাবেন না। বাজারে ভেন্ডিং মেশিন বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারও কথাবার্তা চলছে।’’ তিনি জানিয়েছেন, যদি বাড়ি থেকে কোনওভাবে বাজারের ব্যাগ আনতে কেউ ভুলে যান, তার জন্য বাজারে

বিশেষ ভেন্ডিং মেশিন বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাজারের প্রবেশদ্বারে থাকা এই ভেন্ডিং মেশিন থেকে সহজেই ব্যাগ সংগ্রহ করতে পারবেন। ব্যাগের আকার ও গুণমান অনুযায়ী ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত মূল্য নির্ধারিত হতে পারে। এই ব্যাগগুলির নকশা বা ডিজাইন এমনভাবে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তা পরিবেশের কোনও ক্ষতি না করে। প্লাস্টিকের বদলে সম্পূর্ণ ‘রিসাইকেলযোগ্য’ কটন বা সুতির কাপড়ের মাল্টি-পারপাস ব্যাগ তৈরির চেষ্টা চলছে। এই টেকসই ব্যাগগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে, যা ক্রেতারা ফেলে না দিয়ে বারবার ব্যবহার করতে পারবেন। এই প্রকল্পের অন্যতম বিশেষত্ব, ব্যাগের আধুনিক প্রযুক্তি।

● এরপর ৬ পাতায়...

ইরান ইস্যুতে ট্রাম্প-মেলোনি প্রকাশ্য বাকযুদ্ধ, কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন টানাপোড়েন

রোম,আঙ্কারা, ২১ জুন ঃ জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের পর ইরান ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যেই মুখোমুখি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিযা মেলোনি। একে অপরকে লক্ষ্য করে করা মন্তব্যে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।জানা গেছে ট্রাম্প দাবি করেছেন, জি-৭ সম্মেলনে মেলোনি একাধিকবার তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ইতালিতে জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ায় মেলোনি রাজনৈতিকভাবে সেই ঘনিষ্ঠতার বার্তা দিতে চাইছেন।ট্রাম্প আরও বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক অভিযানে ইতালি তাদের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেয়নি। কিন্তু অভিযানের পর পরিস্থিতি বদলাতেই রোম আবার ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত

করার চেষ্টা করছে।এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মেলোনি বলেন, ট্রাম্পের বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। তাঁর কথায়, ইতালির জনগণের সমর্থন তিনি অর্জন করেছেন দেশের স্বার্থ রক্ষা করে, কোনও বিদেশি নেতার সঙ্গে ছবি তুলে নয়।তিনি স্পষ্ট করে দেন, ইতালিতে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলির ব্যবহার কেবল দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় সম্ভব। জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে আপস করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।ট্রাম্প পরে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারেও একই দাবি পুনরাবৃত্তি করেন।জবাবে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বলেন, মিত্র দেশের নেতাদের নিয়ে এ ধরনের মন্তব্য দায়িত্বশীল নেতৃত্বের পরিচয় দেয় না।এরই মধ্যে ইতালির উপ-প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি তাঁর নির্ধারিত মার্কিন সফর স্থগিত করেছেন। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্ত দুই দেশের সম্পর্কে তৈরি হওয়া অস্বস্তিরই ইঙ্গিত।উল্লেখ্য, বেশ কিছু সময় আগেও ট্রাম্প ও মেলোনিকে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক মিত্র হিসেবেই দেখা হতো। কিন্তু ইরান নীতি, সামরিক সহযোগিতা এবং সাম্প্রতিক প্রকাশ্য মন্তব্য-এই তিন ইস্যুকে কেন্দ্র করে সেই সম্পর্কেই এখন স্পষ্ট ফাটল দেখা দিয়েছে।

সংঘ-প্রতিষ্ঠাতা ডা. হেডগেওয়ারের মৃত্যুবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

গুয়াহাটি, ২১ জুন ঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রতিষ্ঠাতা তথা সংঘের প্রথম সরসংঘচালক ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা১৯৪০ সালের ২১ জুন ৫১ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছিলেন ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওযার। প্রতি বছরের মতো এ বছরও সংঘের প্রথম সরসংঘচালক পরম পূজনীয় ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওযারকে স্বয়ংসেবকগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।এদিক নিজের সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা লিখেছেন, ' মা ভারতীর একনিষ্ঠ ভক্ত, জাতীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানাই।'তিনি লিখেছেন, ' দেশ গঠনের মহান আদর্শে উৎসর্গীকৃত তাঁর সম্পূর্ণ জীবন এবং 'রাষ্ট্র সর্বোপরি', এই চিন্তাধারা আমাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও অনুপ্রেরণা জোগাবে।''

ঝড়-বৃষ্টিতে চাঁদনি চকে ভেঙে পড়ল গাছ, যান চলাচলে বিঘ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ জুন ঃ ঝড়-বৃষ্টিতে স্বস্তি পেল মহানগরী কলকাতা। সেইসঙ্গে আবার গাছ ভেঙে মধ্য কলকাতার চাঁদনি চকে বিঘ্নিত হয় যানবাহন চলাচল। চাঁদনি চক এলাকায় রাস্তায় একটি গাছ ভেঙে পড়ায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল যান চলাচল। গাছটি একটি বিদ্যুতের তারের উপরে ভেঙে পড়ে। সেই কারণে উদ্বেগ তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান পুরসভা, সিইএসই-র কর্মীরা। বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় সরানো হয় গাছটি। প্রথমে গাছের ছড়িয়ে থাকা ডালপালা কেটে সরানো হয়। পরে যন্ত্রের সাহায্যে গাছের বিশাল গুঁড়িটিকে একাধিক অংশে কেটে রাস্তার ধারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সমন্বিত তৎপরতায় প্রায় এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ রাস্তা পরিষ্কার করে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় । ফলে বড় ধরনের ভোগান্তি এড়ানো সম্ভব হয়।অন্যদিকে, টানা বৃষ্টির ফলে শহরের বিভিন্ন অলিগলি ও নিচু এলাকায় জল জমার ঘটনাও সামনে আসে। তবে পুরসভার নিকাশি বিভাগের কর্মীরা দ্রুত কাজে নামেন। শহরের একাধিক পাম্পিং স্টেশন চালু করে জল নিষ্কাশনের কাজ শুরু হয়। প্রশাসনের দাবি, অধিকাংশ এলাকাতেই দ্রুত জল নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।রবিবাসরীয় সকালে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গুমোট গরম ছিল। দুপুর হতেই আকাশ কালো করে এসে তুমুল বৃষ্টি হয়, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে। চাঁদনি চকে গাছ ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি অনেক জায়গায় জল জমে যায়। পাটুলি, যাদবপুর, কসবা, শিয়ালদহের কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তবে, দ্রুত সেই জল নেমেও যায়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দ্রুততম লিস্ট এ ফিফটির রেকর্ড ভাঙলেন বৈভব সূর্যবংশী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ জুন ঃ রবিবার ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিপক্ষে ত্রি-সিরিজের ফাইনালে ভারত 'এ' দলের হয়ে বৈভব সূর্যবংশী ১১ বলে অর্ধশতক করলেন।লিস্ট 'এ' ক্রিকেটের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এটি দ্রুততম অর্ধশতক, যা ২০০৫ সালে শ্রীলঙ্কার কৌশল্যা বীরারত্নের ১২ বলে করা অর্ধশতকের রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছে।ভারত ' এ দলের হয়ে ব্যাটিং ওপেন করতে নেমে সূর্যবংশী পাঁচটি চার ও পাঁচটি ছক্কা মেরে অর্ধশতকে পৌঁছান।বাঁ-হাতি পেসার দুলাজ সামুদিথার বলে মাঠের বাইরে ছক্কা মেরে এই মাইলফলকে পৌঁছান ১৫ বছর বয়সী সূর্যবংশী। ভারত 'এ দলের হয়ে এটি তাঁর প্রথম অর্ধশতক।ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় সিনিয়র দলে ডাক পাওয়ার পর থেকেই এই তরুণ সবার নজরে ছিলেন। কিন্তু, এই ফাইনালে তার ঝোড়ো আক্রমণের আগে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ত্রি-সিরিজে তিনি আশানুরূপ ফল করতে পারেননি।

বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে সাইকেলে রাজস্থানের পথে দুর্গাপুরের ঘুগনি বিক্রেতা

দুর্গাপুর, ২১ জুনঃ বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, সংঘাত ও অশান্তির আবহে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে সাইকেল নিযে. দীর্ঘ সফরে বেরিয়ে পড়লেন দুর্গাপুরের এক ঘুগনি বিক্রেতা। শিল্পশহরের বাসিন্দা শ্যামাপদ শর্মা রবিবার দুর্গাপুর থেকে রাজস্থানের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। এদিন এডিডিএ ভবনের সামনে তাঁর এই যাত্রার সূচনা করেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণচন্দ্র ঘড়ুই।দুর্গাপুর ইস্পাত কলোনির সেকেন্ডারি রোডের বাসিন্দা শ্যামাপদ শর্মা পেশায় একজন ঘুগনি বিক্রেতা। সীমিত আয়ের মধ্যেও উপার্জনের বড় অংশ সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় করেন তিনি। কোনও সরকারি সহায়তা বা কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই শুধুমাত্র নিজের উপার্জনের টাকায় এই দীর্ঘ সাইকেল সফরে বেরিয়েছেন।শ্যামাপদবাবু জানান, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ ও অশান্তির আবহে মানুষের কাছে সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতেই তাঁর এই উদ্যোগ। যাত্রাপথে কলকাতায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা করারও ইচ্ছা রয়েছে তাঁর।এর আগেও একাধিক সামাজিক বার্তা নিয়ে দীর্ঘ সাইকেল সফর করেছেন শ্যামাপদ শর্মা। ২০১৯ সালে ' সন্ত্রাসমুক্ত ভারত, জঙ্গিমুক্ত দেশ'-এর বার্তা নিয়ে তিনি সাইকেলে মহারাষ্ট্রের শিরডি পৌঁছেছিলেন। পুলওয়ামায় শহিদ ৪৪ জওয়ানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে সাঁইবাবার মন্দিরে প্রার্থনাও করেন। এছাড়া পোলিওমুক্ত ভারতের সচেতনতার বার্তা নিয়ে তিনি লাদাখ ও কন্যাকুমারী পর্যন্ত সাইকেল সফর করেছেন।বিশ্ব শান্তির বার্তা বহনকারী এই নতুন অভিযানে দুর্গাপুরের বাসিন্দারা তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, সীমিত সামর্থ্য নিয়েও সমাজের উদ্দেশে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ নিঃ সন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক।

সমাজের সকল স্তরের মানুষকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহার

আগরতলা, ২১ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের সফল ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে রবিবার মেগা স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মানবসেবামূলক এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক রক্তদাতা অংশগ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা ৭-রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার, সদর শহর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অলক রায়, মণ্ডল সভাপতি শ্যামল দে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে রক্তদান শিবিরের শুভ সূচনা করেন। পরে তাঁরা শিবির পরিদর্শন করে রক্তদাতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের এই মহ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানান।শিবির পরিদর্শন শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফল ১২ বছরের শাসনকাল উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি জানান, ৩৯ নম্বর পুর ওয়ার্ডের উদ্যোগে এটি পঞ্চম রক্তদান শিবির, যা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।তিনি বলেন, রক্তদান একটি মহ দান। একজন মানুষের দেওয়া রক্ত অন্য একজন মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। তাই সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এই মানবিক কাজে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, রক্ত কোনও কারখানায় উৎপাদিত হয় না কিংবা বাজারে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র মানুষের শরীর থেকেই রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই জরুরি সময়ে রক্তের

চাহিদা পূরণে স্বেচ্ছায় রক্তদানের কোনও বিকল্প নেই।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টানা তিনবার সরকার গঠন করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশ উন্নয়ন, সুশাসন এবং জনকল্যাণের পথে এগিয়ে চলেছে। সেই উন্নয়নযাত্রার অংশ হিসেবেই সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবসেবার মতো উদ্যোগগুলিকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।তিনি রাজ্যের মানুষের মানবিক মানসিকতার প্রশংসা করে বলেন, ত্রিপুরাবাসী বরাবরই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। রক্তদানের মতো কর্মসূচি সেই মানবিক চেতনাকে আরও সুসংহত করে। যারা এখনও রক্তদান সম্পর্কে সচেতন নন বা অনীহা প্রকাশ করেন, তাঁদেরও এগিয়ে এসে এই মহ উদ্যোগে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা দিতে মুখ্যমন্ত্রীসহ উপস্থিত অতিথিরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। রক্তদান ও বৃক্ষরোপণের মতো জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে মানবসেবা এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা তুলে ধরাই ছিল এদিনের কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।দিনভর উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পা।ার মতো। আয়োজকদের মতে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবকল্যাণমূলক কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত এক দশকের শাসনকালে দেশজ প্রযুক্তি উন্নয়নে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি এবং আধুনিক যুদ্ধে তার প্রভাবের উপর।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, পৃথ্বী বিজ্ঞানের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, পারমাণবিক শক্তি দপ্তর, মহাকাশ দপ্তর এবং কর্মীবর্গ, গণঅভিযোগ ও অবসরভাতা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জোর দিয়ে বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তি নির্ভর এবং গত চার দিন আবার প্রমাণ করেছে ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তিকে। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত সাফল্যের সঙ্গে দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রযগে ঘটিয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন বর্তমানে প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্রযুক্তিই দেশে তৈরি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীই সেই ব্যক্তি যিনি আত্মনির্ভর ভারত হওয়ার আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন আমাদের মধ্যে।জাতীয় প্রযুক্তি দিবসের সূত্র স্মরণ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই দিনটি প্রথম পালিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে তকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভাবনা অনুযায়ী সফল পোখরান পরমাণু পরীক্ষার উদযাপনের লক্ষ্যে। তিনি আরও বলেন, ১৯৯৮ সালে যে ভাবনা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আরও পরিণত হযেছে, ভারতকে পরিণত করেছে বিশ্বপ্রযুক্তি নেতাতে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন যে ২০১৪ থেকে অভ্যন্তরীণ নির্মাণের উপর সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিরন্তর আত্মনির্ভরতা অর্জনে জোর দেওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত আর বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের আধুনিক যুদ্ধের সাফল্য Viksit Bharat ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রতিফলন।বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন টেকনোলজি ডেভলপমেন্ট বোর্ড (টিডিবি)-এর প্রশংসা করেন বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানে ১০০০ ড্রোন প্রদর্শনী সহ প্রথম শ্রেণীর উদ্যোগকে সাহায্য করার জন্য। তিনি বলেন ড্রোন, যা একদা ছিল প্রতীকী, তা এখন ভারতের বিবর্তিত প্রতিরক্ষা পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে।টিডিবি-র প্রতি বছর নতুন থিম স্থির করার ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং তুলে ধরেন এ বছরের থিম ' যা অত্যাধুনিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে।তিনি গর্বের সঙ্গে জানান, ভারত গত এক দশকে তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বৃদ্ধির উপযোগী পরিমণ্ডলের জন্য কৃতিত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। তিনি বলেন, ভারতে কখনও প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু এখন আমাদের নেতৃত্ব আছে, যা উদ্ভাবনের পৃষ্ঠপোষকতা করে।বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে ভারতের চমকপ্রদ অগ্রগতিকে তুলে ধরে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রতিফলন বেশ কয়েকটি সাফল্য। এই সূত্রে তিনি আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারতে ৮১তম স্থান থেকে ৩৯তম স্থানে উঠে আসার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, পেটেন্টের ৫৬ শতাংশই নথিভুক্ত করছে এদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রাই - এটি দেশজ উদ্ভাবনের অগ্রগতির লক্ষণ। ভারত বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল হয়ে উঠেছে, উদ্যোগ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতিকে উসাহ দিয়ে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, ২,০০০ কোটি থেকে পৌঁছেছে ১৬,০০০ কোটি টাকাতে, দেশজ সক্ষমতার শক্তিকে তুলে ধরেছে। তিনি আরও বলেন, যে গ্রস এক্সপেনডিচার অন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (জিইআরডি)-র জন্য বাজেট বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, ৬০,০০০ কোটি থেকে ১,২৭,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। পাশাপাশি ডিএসটি এবং ডিবিটি-র বাজেট ১০০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য মহাকাশ ক্ষেত্রের বাজেট প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এই ক্ষেত্রটিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ায় যা ভারতকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং 'ওয়ান নেশন, ওয়ান সাবস্ক্রিপশন'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেরও উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে ফেলোশিপের জন্য একটিমাত্র পোর্টালেরও উল্লেখ করেন তিনি, যাতে ভারতে গবেষণা করা সহজ হয়ে উঠেছে।অনুষ্ঠানে গত পাঁচ বছর টিডিবি-র সাহায্যপ্রাপ্ত সুপার ৩০ স্টার্টআপস-এর কমপেনডিয়াম প্রকাশ করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশনের অধীনে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দুটি নতুন উদ্যোগের সূচনা করেন। কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ (সিসিইউএস)-এর জন্য পাইলট প্রকল্প নিয়ে কাজ করা, শিল্প-শিক্ষা সংগঠনকে প্রকল্প অনুদান তুলে দেন তিনি।ভাষণের শেষে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, ২৭তম জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি উদযাপন করা হচ্ছে, যা India ২০৪৭-এর জন্য সুর বেঁধে দিয়েছে।অনুষ্ঠানে যোগ দেন পদ্মভূষণ অজয. চৌধুরী, যিনি বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমাতে দেশজুড়ে উদ্যোগের উপর জোর দেন এবং প্রকৃত আত্মনির্ভরতা অর্জনে অনুসন্ধান এনআরএফ-এর মতো উদ্যোগের পক্ষে সরব হন।অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএসটি-র সচিব ডঃ অভয. কারান্ডিকর, ডিবিটি-র সচিব ডঃ রাজেশ গোখলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের বৈজ্ঞানিক ও বিশিষ্ট জন ছাড়াও শীর্ষ আধিকারিকেরা।

বোটানিক্যাল গার্ডেন-সহ হাওড়ার একাধিক সংস্থায় যোগ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২১ জুন ঃ রবিবার ১২-তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হলো হাওড়ার আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বোটানিক্যাল গার্ডেনে। এদিন সকাল ৭টায় যোগ দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে চলে প্রায় ঘন্টা দেড়েক। এদিনের গণযোগাভ্যাস কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক ও কর্মীরা ছাড়াও বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসা প্রাতঃভ্রমণকারীরা এবং স্থানীয় মানুষজন। প্রায় আড়াইশো জন এদিন এখানে গণযোগাভ্যাস কর্মসূচিতে অংশ নেন।আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বোটানিক্যাল গার্ডেন ছাড়াও এদিন হাওড়ার মৌড়িগ্রামের ইরিম যোগ-ন্যাচারোপ্যাথি হাসপাতালেও আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয়। ইরিমের চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী, যোগ প্রশিক্ষার্থী এবং এখানে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিজনরাও গণযোগাভ্যাস কর্মসূচিতে অংশ নেন। উল্লেখ্য, প্রথম বছরের যোগ দিবস থেকেই এখানে প্রতিবছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে যোগ দিবস পালন করা হয়ে থাকে।পাশাপাশি, মৌড়িগ্রামে ইন্ডিয়ান অয়েল (পাইপ লাইন বিভাগ)-এ যোগ দিবস পালন করা হয়। তাতে এই সংস্থার আধিকারিক কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এখানে এদিন যোগ তালিমের দায়িত্বে ছিলেন ইরিম যোগ-ন্যাচারোপ্যাথি হাসপাতালের যোগ প্রশিক্ষক।

যে কোনও ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাই সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যমঃরাষ্ট্রপতি

জব্বলপুর(সংবাদ সংস্থা), ২১ জুন ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে রানি দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানকে অলঙ্কৃত করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এবং উদ্যোক্তা মনোভাব গড়ে তোলা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।তিনি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন, যেন তারা তাদের চারপাশের সুবিধাবঞ্চিত ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো অনুধাবন করে, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সমাধান তৈরি করে, তাদের ক্ষমতায়ন করে এবং উন্নয়নের মূলধারায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে অবদান রাখে।রাষ্ট্রপতি বলেন, যে কোনও ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা হলো সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাই, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি বলেন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি উদ্ভাবন ও গবেষণারও প্রধান কেন্দ্র। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্যোক্তা মনোভাব গড়ে তোলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ভাষার প্রতি গর্ববোধ জাগিয়ে তুলবে বলেও আশা করা হয়।'

বিকানের-আহমেদাবাদ নতুন ট্রেন পরিষেবার সূচনায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

বিকানের, ২১ জুন ঃ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল রবিবার রাজস্থানে বিকানের-আহমেদাবাদ ট্রেন পরিষেবার সূচনা করেন। এদিন বিকানের রেল স্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এই অঞ্চলে উন্নত রেল যোগাযোগের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এবং নতুন ট্রেন পরিষেবাটি বিকানের ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর যাত্রীদের জন্য উপকারী হবে। তিনি বলেন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বাণিজ্য, পর্যটন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সহায়তা

করার পাশাপাশি শহরগুলোর মধ্যে যাতায়াতকে আরও সহজ ও সুবিধাজনক করে তুলবে মনে হয়।

বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২ তম বিশ্ব যোগ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়াঃপশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক ২১ শে জুন রবিবার। বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব যোগ দিবস পালন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা স্লোগান তুলে- করো সবে যোগ, দূর হবে রোগ।এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ফিরে আসে। বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রী ও শিক্ষক - শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা সুন্দরভাবে যোগ ব্যায়াম প্রদর্শন করে। এতে অভিভাবকরাও খুব খুশি হয়।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় বিশ্ব যোগ দিবস পালন সম্পর্কে জানান যে, ২০১৪ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ

দেওয়ার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একুশে জুন তারিখটি কে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেন। সেই ঘোষণা অনুসারে ২০১৫ সালের ২১ শে জুন সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।২০২৬ সালের বিশ্ব যোগ দিবসের থিম হল-সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ ব্যায়াম। বয়স্কদের সুস্থ , সক্রিয় ও মানসিকভাবে শক্তিশালী জীবন যাপনে যোগের গুরুত্ব তুলে ধরতে জাতিসংঘ এবং আয়ুষ মন্ত্রণালয় এই থিমটি নির্ধারণ করেছে।এই অনুষ্ঠানে যোগ ব্যায়াম অনুশীলনের উপকারিতা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বিশ্ব যোগ দিবসে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাইল্ড ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের কন্ঠে শোনা গেল-ঙআমরা করবো যোগ আমরা রুখবো কঠিন রোগ।।

রাশিফল

মেষঃআপনি তাদের প্রশংসা করবেন যারা আপনার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সাবধান হন। একটু সতর্কতা আর ব্যায়াম করলে আপনি ফ্রেশ থাকবেন। বিহের যোগ হতে পারে।

বৃষঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে নিজেকে অ্যাকটিভ রাখার চেষ্টা করুন। যোগা বা মেডিটেশন করলে মানসিক শান্তি পাবেন। আজ নতুন কিছু শুরু করার দিন। প্রেম আসতে পারে।

মিথুনঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। শুভদিন হবে

কর্কট রাশি ঃ আজ, আপনাকে শিক্ষাগত এবং বুদ্ধিগত ক্রিয়াকলাপগুলিতে প্রচুর মনোযোগ দিতে হতে পারে । আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগ প্রায়শই আপনার জন্য খুব উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়, যে কোনও পুরানো বিনিযগে আপনার দ্বারা প্রস্তাবিত লাভজনক রিটার্ন হিসাবে। অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা স্কুল প্রকল্পের জন্য কিছু পরামর্শ চাইতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

সিংহঃ এটি সময়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগিতা এবং হারার সুযোগ আপনার নেই । এই কর্মব্যস্ত দিনে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে । আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃ আপনার সঞ্চয় থেকে ব্যয় বেশি হবে । আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক আরও উন্নত হবে ।

তুলাঃ একটি বাহ্যিক আভা জীবনের দিকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচকতা আনতে পারে । এটি আপনার জীবনযাত্রাকে নতুন করে সাজাতে সহায়তা করতে পারে । দিনের প্রথম দিকটি আর্থিক লাভ নিয়ে আসবে । শুভদিন হবে

বৃশ্চিকঃ প্রেমের জীবন কম গুরুত্ব পাবে । ধৈর্য ধারণ করা এবং কোনওকিছুতে তাড়াহুড়ো না করা প্রয়োজন। ভালো রেজাল্ট হবে।

ধনুঃ ধনুদের জন্য আজকের দিনটা চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আজকে কিছু মানসিক চাপ আর বিভ্রান্তি আসতে পারে, যা আপনার মানসিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলবে।

মকরঃ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে আপনার মানসিক শান্তি হবে। যদি কোনও পুরনো রাগ থাকে, তাহলে এটা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য সঠিক সময়। কথাবার্তার মাধ্যমেই সমাধান পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে একটু সতর্ক থাকুন। যোগাসন বা যোগব্যায়াম শক্তি বা।াতে সাহায্য করবে।

কুম্ভঃস আপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু খরচ বৃদ্ধির ফলে আপনার সঞ্চয় করা কঠিন হবে। শুভ দিন হবে।

মীনঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। আত্মীয়দের কাছে ছোট সফর আপনার ক্লান্তিকর দৈনিক কাজের সূচীর থেকে আরাম এবং হালকা মূহুর্ত আনবে। আজ আপনার হৃদস্প ন্দন আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ছন্দদ মিলিয়ে প্রেমের সঙ্গীতে মেতে উঠবে। সংসারে সান্তি হতে পারে আজকে। প্রেম ব্যয় হবে

আবহাওয়া

বৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই, তবে ভ্যাপসা গরম থেকে রেহাই মিলছে না। বৃষ্টি থামতেই বাড়ছে অস্বস্তি। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী কয়েকদিন, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। অন্যদিকে, ভারী বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ওঠানামা করবে তাপমাত্রার পারদ। অন্যদিকে, অতি প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০ সেন্টি মিটার ছাড়িয়ে যেতে পারে। সোমবার পর্যন্ত এই তিন জেলায় রয়েছে লাল সতর্কতা। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬৩ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি পাত হয়েছে আজকে আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫০মনিট এবং রাত ০১টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০১মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

জমি বিবাদে ভাইয়ের হাতে নৃশংসভাবে দাদা খুনে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বহড়ু, ২১ জুন ঃ জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে দাদা খুনের ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত ভাই ও তার স্ত্রী। জয়নগর থানার বহড়ু এলাকার ঘটনা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে সম্প্রতি কুপিয়ে খুন করা হয় দুধকুমার বৈদ্যকে। অভিযোগ খুড়তোতো ভাই নিমাই বৈদ্যর বিরুদ্ধে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, দীর্ঘদিন ধরে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল দুই পরিবারের মধ্যে, পেশায় মাছ ব্যাবসায়ী দুধ কুমার বৈদ্য সম্প্রতি বহড়ু বাজার থেকে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে অন্ধকার রাস্তায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। দুধ কুমার বৈদ্যের পরিবারের অভিযোগ খুড়তুতো ভাই নিমাই বৈদ্যর সঙ্গে জমি জায়গা ও পুকুর নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই নিমাই বৈদ্য তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংস ভাবে খুন করেছে। ওদিন রাতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে পাঠায় জয়নগর থানার পুলিশ। আর এই ঘটনার পর থেকে নিমাই বৈদ্য ও তার পরিবারের লোকজন পলাতক ছিলো। এর পরে ঘটনার তদন্তে নেমে জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে এস আই রাজীব সাউ ১৩ই জুনের রাতে জয়নগর থানার বহড়ুর দক্ষিন মিঠানির বাড়ি থেকে পলাতক নিমাই বৈদ্যের বাবা পাঁচু বৈদ্যকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজত নেয় পুলিশ। আর ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সূত্র মারফত ও মোবাইলের সূত্র ধরে শনিবার সন্ধ্যায় এস আই রাজীব সাউ সোনারপুর থানার কামরাবাদ এলাকা থেকে এই খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় মূল অভিযুক্ত মৃতের দাদা নিমাই বৈদ্য (৪০) ও তার স্ত্রী ঝুমা বৈদ্যকে (৩৭) ।ধৃতদের বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বহড়ুর উওর মিঠানি এলাকায়। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে তদন্তকারি পুলিশ আধিকারিক। আর ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে রেখে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতিতে অনিয়ম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট, ২১ জুন ঃ ২১ জুন ঃ এবার আটক করা হল তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে। তার সঙ্গে আরও তিন জনকে আটক করেছে বীরভূমের মাড়গ্রাম বাসিন্দা। রেশম শিল্পীদের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ তছরুপের অভিযোগ রয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় চোর চোর চিৎকার শুরু করেন গ্রামবাসীরা। তবে পুলিশ দ্রুত তাদের গাড়িতে তুলে এলাকা ছাড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে রামপুরহাট ২নং ব্লকের রেশম শিল্পী তন্তুবায় সমবায় সমিতিতে। সমিতির মাধ্যমে সিল্ক থান, তসর থান বিক্রয় এবং তৈরি করা হয়। হ্যান্ডলুমের উন্নয়নে এবং শিল্পীদের পাশে থাকার জন্য এই সমিতির কাজ করার কথা। শিল্পীদের সাহায্যে এই সমিতিতে লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠায় সরকার। কিন্তু রেশম শিল্পীদের অন্ধকারে রেখে সরকারি তহবিল তছরুপ করা হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি নন্দ দুলাল দাসের নেতৃত্বে মনগড়া কমিটি তৈরি করে টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছিল বলে রেশম শিল্পীদের অভিযোগ। দিন দুয়েক আগে এনিয়ে বিষ্ণুপুর গ্রামের ষষ্ঠীতলা পাড়ার ওই সমবায় সমিতিতে জমায়েত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিল্পীরা। রবিবার ওই সমিতির হিসাব দেওয়ার কথা ছিল। সেই মতো সকাল থেকে সমবায় সমিতিতে হিসাব করতে বসেন কমিটির সদস্যরা। বিকেল পর্যন্ত সঠিক হিসেব দিতে না পারায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন রেশম শিল্পীরা। শিল্পীরা কমিটির সদস্যদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভের ঝাঁজ বাড়াতে থাকেন। ওঠে চোর চোর স্লোগান। অবস্থা বেগতিক দেখে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ তৃণমূলের বিষ্ণুপুর অঞ্চল সভাপতি নন্দ দুলাল দাস, সদাই চরণ মণ্ডল, কৃষ্ণ নন্দ দালাল ও অশোক মণ্ডলকে আটক করে নিয়ে যায়। মাড়গ্রাম খেদা পাড়ার বাসিন্দা রেশম শিল্পী নিতাই পদ মাল বলেন, তআমার কাছ থেকে বাড়ি দেওয়ার নামে তিন হাজার টাকা নিয়েছিল সাধন দালাল। কিন্তু ঘর দেওয়া হয়নি।ত বিজেপির মণ্ডল সভাপতি প্রান্তিক দাস বলেন, তএই সমবায় সমিতিতে একজন নিরীহ মানুষকে সম্পাদকের চেয়ারে বসিয়ে তৃণমূলের কিছু নেতা লক্ষ লক্ষ টাকা লুটেপুটে খেয়েছে। আমরা সমবায়ের আয় ব্যয়ের হিসাব চেয়েছিলাম।

ঋণের পাহাড় বনাম শিল্পায়নের প্রতিশ্রুতি

শুভেন্দু সরকারের প্রথম বাজেটে কী কী বড় ঘোষণা থাকতে পারে ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ রাজ্যে ঐতিহাসিক পালাবদলের পর সবার নজর এখন ২২ জুনের দিকে। সোমবার বিধানসভায় ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের জন্য রাজ্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বিধানসভা ভোটে বাংলায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পর এটিই হতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারী সরকারের প্রথম অর্থনৈতিক দর্শনের দলিল। নবান্নের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল রাজ্যের বাস্তব আর্থিক পরিস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে এই মুহূর্তে প্রায় ৭.১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণের বোঝা রয়েছে। রাজ্যের 'ঋণ ও জিএসডিপি'-র অনুপাত প্রায় ৩৮% থেকে ৩৯%, যা দেশের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ (যেখানে গুজরাত বা মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই অনুপাত মাত্র ১৫%)। বছরে প্রায় ৪৯ হাজার কোটি টাকা শুধুমাত্র পুরনো ঋণের সুদ মেটাতেই চলে যায়। বিপুল ঋণ এবং সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে একদিকে শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন, অন্যদিকে বিপুল সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প; এই দুইয়ের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে নতুন সরকার, সেটাই এখন বড় পরীক্ষা। সরকারি সূত্র এবং বিশেষজ্ঞদের ইঙ্গিত মেলালে, বাজেটে যে সমস্ত ঘোষণা ও চমক আসতে পারে, তা নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল; ১। 'ডেট ট্র্যাপ' বা ঋণের বোঝা থেকে মুক্তির রোডম্যাপ অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য আর্থিক ঘাটতি কমানোর একটি মধ্যবর্তী 'রোডম্যাপ' ঘোষণা করতে পারেন। অর্থ দফতরের অধীনে একটি বিশেষ 'ডেট ম্যানেজমেন্ট সেল' তৈরি করা হতে পারে, যার কাজ হবে পুরনো চড়া সুদের ঋণ পুনর্গঠন করা। তা ছাড়া সরকারি স্তরে অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক খরচ এবং অপচয় কমানোর একগুচ্ছ কঠোর নির্দেশিকা ঘোষণা করা হতে পারে বাজেটে। ২। কর না চাপিয়ে রোজগার বাড়ানোর কৌশল নতুন কর না চাপিয়ে রোজগার বাড়ানোর কৌশল নিতে পারে সরকার। সাধারণ মানুষের উপর নতুন করে করের বোঝা না চাপিয়ে রাজ্যের নিজস্ব আয় বাড়ানোর দিকেই সরকার ঝুঁকবে বলে মনে করা হচ্ছে। এতদিন বালি এবং অন্যান্য ছোট খনিজ সম্পদ থেকে বেআইনি সিন্ডিকেটের পকেটে যাওয়া রাজস্ব রুখতে এবার কঠোর নজরদারিতে স্বচ্ছ ই-নিলাম ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা হতে পারে। বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন সরকারি কলকারখানার অব্যবহৃত জমি এবং সরকারি ল্যান্ড ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত জমি দীর্ঘমেয়াদি লিজে দিয়ে এককালীন বড় মূলধন সংগ্রহের নীতিও ঘোষিত হতে পারে বাজেটে। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ডিজিটাল নজরদারি এবং ই-ইনভয়েসিং প্রযুক্তির মাধ্যমে জিএসটি ফাঁকি রোখার কঠোর প্রশাসনিক সংস্কারের কথা বলা হতে পারে বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট ঘোষণায়। ৩। ভারী শিল্প, 'সিঙ্গেল উইন্ডো' ও নতুন শিল্প করিডোর নতুন সরকারের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বার্তা হতে চলেছে – অনুদান নয়, কর্মসংস্থান'। বাংলাকে 'ইজ অব ডুইং বিজনেস'-এ প্রথম সারিতে আনতে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক ও লাইসেন্স রাজের আমূল পরিবর্তন করা হতে পারে। শিল্পে বিনিয়োগ টানতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটানোর স্পষ্ট দিশা থাকতে পারে বাজেটে। সে ক্ষেত্রে 'সিঙ্গেল উইন্ডো' ব্যবস্থা চালু হতে পারে। এরই পাশাপাশি শিল্প বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে ৪টি অঞ্চলকে ঘিরে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হতে পারে; কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চল লজিস্টিকস, আইটি এবং ফিন্যান্স হাব। দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চল ধাতু, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভারী শিল্প। হলদিয়া শিল্পাঞ্চল পেট্রোকেমিক্যাল ও বন্দর-ভিত্তিক শিল্প। শিলিগুড়ি অর্থনৈতিক অঞ্চল উত্তর-পূর্ব ভারত ও প্রতিবেশী দেশগুলির প্রবেশদ্বার হিসেবে গুদামজাতকরণ এবং রফতানি কেন্দ্র গড়ে তোলা। ৪। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কৃষি। বাংলার কর্মসংস্থানের বড় অংশই আসে এমএসএমই ক্ষেত্র থেকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য সুদে ভর্তুকি, সহজ ঋণ এবং সরকারি ক্রয়ে স্থানীয় শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো ঘোষণা থাকতে পারে। বিষ্ণুপুরের রেশম, মুর্শিদাবাদের কারুশিল্প, হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, মালদহের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নদিয়ার তাঁত শিল্পের জন্য বিশেষ 'ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট' এবং সুদমুক্ত ঋণের জন্য 'বেঙ্গল এমএসএমই গ্রোথ ফান্ড' গড়া হতে পারে। কৃষকদের ফড়েদের হাত থেকে বাঁচাতে এবং ফলন নষ্ট হওয়া রুখতে কোল্ড স্টোরেজ চেইনে বড় ভর্তুকি ঘোষণা করা হতে পারে। ৫। থমকে থাকা কেন্দ্রের প্রকল্পে রেকর্ড বরাদ্দ নতুন সরকার দিল্লির সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়ে কেন্দ্রের অর্থ টানার কৌশল নিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জল জীবন মিশন এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মতো যে প্রকল্পগুলি এতদিন থমকে বা নাম-বিতর্কে আটকে ছিল, সেগুলির জন্য রাজ্য-অংশের কোটি কোটি টাকা একলপ্তে বরাদ্দ করা হতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের কাঁটাতারের বেড়ার জন্য দ্রুত জমি অধিগ্রহণ এবং জেলা সংযোগকারী সড়ক ও সেতু মেরামতের জন্য বিশেষ তহবিল গড়া হতে পারে। কলকাতা মহানগর এলাকাতেও নিকাশি ও গণপরিবহণ উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্যাকেজের সম্ভাবনা রয়েছে। ৬। কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন পিপিপি মডেলে আইটিআই আধুনিকীকরণের কথা ঘোষণা করা হতে পারে বাজেটে। টাটা, মারুতি বা এলঅ্যান্ডটি-র মতো বড় কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের আইটিআই ও পলিটেকনিক কলেজগুলির খোলনলচে বদলে দেওয়ার পথে হাঁটতে পারে সরকার। যে সমস্ত স্থানীয় মাঝারি বা ছোট শিল্পসংস্থা বাংলার যুবকদের কাজে নিয়ে ট্রেনিং দেবে, তাদের স্টাইপেন্ড বা শিক্ষানবিশ নিয়োগের একটা অংশ রাজ্য সরকার সরাসরি আর্থিক ভর্তুকি হিসেবে বহন করতে পারে। ৭। উত্তরবঙ্গের জন্য 'বিশেষ প্যাকেজ' নতুন সরকার উত্তরবঙ্গকে আলাদা অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিতে পারে। উত্তরবঙ্গের শহর ও গ্রামীণ এলাকায় ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে তিস্তা নদীর জলকে কাজে লাগিয়ে মেগা প্রোজেক্টের ঘোষণা হতে পারে। দার্জিলিং-কালিম্পং-ডুয়ার্সকে মিলিয়ে ইকো-ট্যুরিজম ও হোম-স্টের জন্য একগুচ্ছ কর ছাড় ও পর্যটন করিডোরের ঘোষণা সম্ভব। ৮। 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' ও সমাজকল্যাণ সংস্কার জনমানসে সবচেয়ে বড় কৌতূহল ছিল আগের জমানার 'লক্ষীর ভাণ্ডার' প্রকল্পটির কী হবে। সরকার ইতিমধ্যেই তা স্পষ্ট করেছে। পুরনো প্রকল্পটির পরিবর্তে নতুন রূপ পাচ্ছে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'। যেখানে ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী সমস্ত যোগ্য মহিলার জন্য সরাসরি আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে মাসিক ৩,০০০ টাকা করা হয়েছে। শুধু অন্নপূর্ণা যোজনা নয়, সামাজিক প্রকল্প খাতে বছরে বিপুল আর্থিক দায় সামলাতে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী কিছু কঠোর ফিল্টারিং বা ছাঁটাইয়ের কথা ঘোষণা করতে পারেন। আধার সংবলিত যাচাইকরণ ও স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন ডেটার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রায় ২২ লক্ষ ভুয়ো বা অযোগ্য উপভোক্তাকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর্থিক অপচয় রুখতে আয়কর দাতা, সরকারি চাকুরিজীবী এবং পরিবারের কেউ প্রাতিষ্ঠানিক পেনশন পেলে তাঁদের এই প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা ও আয়ের ঊর্ধ্বসীমা এই বাজেটে বেঁধে দেওয়া হতে পারে। বিজেপি সরকারের এই প্রথম বাজেটের মূল সুর বা থিম হতে চলেছে; 'ভাতা-নির্ভরতা থেকে সম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি'। অর্থাৎ গরিবের কল্যাণ ও সামাজিক পরিকাঠামো যেমন চালু থাকবে, তেমনই রাজ্যকে স্বাবলম্বী করতে জোর দেওয়া হবে কলকারখানা ও পরিকাঠামোয়। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বাংলার অর্থনীতির জন্য এটি কেবল একটি বাজেট নয়, বরং নতুন সরকারের অর্থনৈতিক রোডম্যাপের প্রথম বড় পরীক্ষা।

শরীর সুস্থ সবল রাখতে প্রতিদিন আধঘন্টা যোগ করতেই হবে, মন্তব্য প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার লক্ষীরতন শুক্লার

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ২১ জুন ঃ শুধু একদিন নয়, শরীর সুস্থ সবল রাখতে গেলে প্রতিদিন অন্তত আধঘন্টা যোগ করতেই হবে, মন্তব্য প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার লক্ষীরতন শুক্লার। রবিবার হাওড়াতেও জেলা জুড়ে পালিত হলো আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। রবিবার ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন উপলক্ষে হাওড়ার এলআরএস অ্যাকাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে ওই মন্তব্য করেন লক্ষীরতন। লক্ষীরতন শুক্লার ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রবিবার ২১ জুন সকাল থেকেই যোগাভ্যাসে সামিল হন প্রায় আড়াইশো মানুষ। ছোট থেকে বড় সকল বয়সের মানুষের যোগ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। আজকের এই বিশেষ দিনে যোগ দিবসকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান লক্ষীরতন। পাশাপাশি তিনি আরও জানান যে যোগ শুধুমাত্র একদিনের কাজ নয়, এর অভ্যাস নিত্যদিন করা উচিত। যা আমাদের দেহ এবং মনকে সতেজ রাখে। এদিন লক্ষীরতন শুক্লা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আমাদের সকলের জন্যই যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর সঙ্গে শরীরের সংযোগ রয়েছে যা আমাদের সুস্থ এবং সবল রাখে। অসুখবিসুখ এবং হসপিটালিটি থেকে আমাদের দূরে রাখে। আজকে স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকলের উপস্থিতিতেই এই যোগ দিবস পালন হচ্ছে। আমি সকলকেই বলব প্রতিদিন শরীর সুস্থ রাখতে যোগ অভ্যাস করুন। কেবল একদিনের জন্য নয়। প্রতিদিন আধঘন্টা নিজের শরীরের জন্য বের করে যোগ করুন। যোগ প্রত্যেকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' প্রসঙ্গত রবিবার সারা বাংলা জুড়েই অত্যন্ত সাড়ম্বরে ও উৎসাহের সাথে ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে মূল মেগা-ইভেন্টের আয়োজন করা হয় কলকাতার রেড রোডে। এর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং যোগ সেন্টারেও মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দিবসটি পালন করেন। হাওড়াতেও হয় বিভিন্ন কর্মসূচি। এদিন সকালে দক্ষিণ হাওড়া ৪নং মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ সাহা'র উদ্যোগে বেলেপোল মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশে এক যোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মৃত্যুর সাত বছর পরেও উপেক্ষিত 'জঙ্গলমহলের ঝুমুর সম্রাট' বিজয় মাহাত

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২১ জুন ঃ মৃত্যুর সাত বছর পরেও যথাযথ সম্মান পাননি জঙ্গলমহলের কিংবদন্তি ঝুমুর শিল্পী বিজয় মাহাত। জঙ্গলমহল, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 'ঝুমুর সম্রাট' নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। সোমবার, ২২ জুন তাঁর সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী। ২০১৯ সালের ২২ জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু সাত বছর পেরিয়েও ঝাড়গ্রাম শহরে তাঁর নামে কোনও রাস্তা নেই, নেই সরকারি উদ্যোগে কোনও মূর্তি বা স্মৃতিসৌধ। পরিবারের সদস্য, অনুরাগী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রশ্ন; জঙ্গলমহলের লোকসংস্কৃতিকে বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছে দেওয়া এই শিল্পীর স্মৃতি সংরক্ষণে প্রশাসন কবে উদ্যোগী হবে? ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের কাদোপিন্দা গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্ম বিজয় মাহাতের। ছাটবেলায় গরু চরাতে গিয়ে বাঁশি বাজানো শেখেন। গ্রামের আখড়ায় ঝুমুর গান শুনতে শুনতেই গড়ে ওঠে তাঁর সঙ্গীতবোধ। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ থেকে দর্শনে স্নাতক হওয়ার পর জীবিকার তাগিদে কখনও শিক্ষকতা, কখনও কলকাতায় শ্রমিকের কাজও করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে ওঠেন ঝুমুর গানের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর। সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম, জল-জঙ্গল-জমির প্রশ্ন এবং জঙ্গলমহলের লোকঐতিহ্যই ছিল তাঁর গানের মূল বিষয়। তাঁর কণ্ঠে জনপ্রিয়তা পায় সুনীল মাহাতোর 'পিঁদাড়ে পলাশের বন', ভবতোষ শতপথীর 'একটা ধামসা বনাই দে, একটা মাদল কিনে দে' এবং 'হামি গাইব বাজাব, মইচা পড়া জীবনটাকে বেদম পাজাব'। লদণ রায়ের 'শুঙ্গো বাবু বহুবিটি' ও 'জল-জঙ্গল হামদের মাটি' গানও তাঁর কণ্ঠে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। সংস্কৃতিমহলের মতে, গ্রামবাংলার আখড়া থেকে শহুরে মঞ্চে ঝুমুরকে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। জন্মভিটে কাদোপিন্দা হলেও পরবর্তী জীবনে ঝাড়গ্রাম শহরের মধুবন এলাকায় বসবাস করতেন তিনি। মৃত্যুর পর থেকেই ঝাড়গ্রামে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন এবং একটি রাস্তার নামকরণের দাবি উঠেছে। যদিও সেই দাবি এখনও পূরণ হয়নি। তবে জামবনির গিধনিতে একটি কুর্মি সংগঠনের উদ্যোগে তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। বিজয় মাহাতের কন্যা তথা ঝুমুর শিল্পী পম্পা মাহাত জানান, বাবার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ২০২১ সালে কাদোপিন্দায় 'বিজয় মেলা' শুরু করেছিলেন তিনি। টানা তিন বছর সেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৩ সালে মেলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ঝাড়গ্রাম জেলা বিজয় মেলা'। কিন্তু আর্থিক সংকট ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে পরে সেই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বিজয় মাহাত। তবে পরিবারের দাবি, তিনি মূলত একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বই ছিলেন। পম্পা মাহাত জানান, বর্তমান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলে থাকাকালীন পারিবারিক এক কঠিন সময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। শিল্পীর মৃত্যুর পরও পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন তিনি। জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার সভাপতি অশোক মাহাত বলেন, 'বিজয় মাহাতের নামে মূর্তি, রাস্তার নামকরণ এবং একটি ঝুমুর সঙ্গীত অ্যাকাডেমি গঠনের প্রস্তাব একাধিকবার প্রশাসনের কাছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি। জঙ্গলমহলের সংস্কৃতিকে যিনি দেশজুড়ে পরিচিত করেছেন, তাঁর স্মৃতি অনেক আগেই সংরক্ষিত হওয়া উচিত ছিল।' ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ বলেন, 'জঙ্গলমহলের লোকসংস্কৃতিতে বিজয় মাহাতের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।' গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী রাজেশ মাহাত বলেন, 'পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বিজয় মাহাত চরম অবহেলার শিকার হয়েছিলেন। আমাদের সরকার এই কিংবদন্তি শিল্পীকে প্রাপ্য সম্মান দেবে এবং তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণে উদ্যোগী হবে।' সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকীর প্রাক্কালে বিজয় মাহাতের পরিবার ও অসংখ্য অনুরাগীর একটাই প্রত্যাশা ; জঙ্গলমহলের এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর স্মৃতিকে সম্মান জানাতে এবার যেন বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

নৈহাটিতেও পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস

দুরন্তবার্তা, মহন্ত দাশগুপ্ত, নৈহাটি, ২১ জুন ঃ সারা রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হলো সেই সঙ্গে নৈহাটি বিধানসভার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন স্থানে পশ্চিমবঙ্গ দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি নৈহাটির বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হয়েছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের কমলাকান্ত সভা ঘরে। কয়েকশো মানুষের উপস্থিতিতে বিধায়ককে সম্মানিত করা হয় এবং তার সাথে সাথে কলেজের অধ্যাপক ও আধিকারিকদেরও সম্মানিত করা হয়। উক্ত সভায় সকলেই ভাবগম্ভীর বক্তব্য রাখেন,পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসূরী বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন আগামী দিনে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় মন দিতে হবে ১৮ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর রাজনীতি করার অধিকার সকলের আছে কিন্তু তার সাথে সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতায় নিজেকে মানুষের মত মানুষ হতে হবে। রাজনীতির আগে নিজেকে মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে পরিচিতি বহন করতে হবে। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্ত স্কুল কলেজের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এবং তাদের শিক্ষিত করে তুলতে সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

বেতাইয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন, ডঙ্কা-কাঁসরের সুরে মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়াকে মতুয়া সংবর্ধনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বেতাই, ২১ জুন ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশনায় নদীয়ার বেতাইয়ে মহাসমারোহে উদযাপিত হলো পশ্চিমবঙ্গ দিবস। একই সঙ্গে নদিয়া উত্তর সমগ্র মতুয়া ভক্তগণের পক্ষ থেকে এবং দার্শনিক ও পণ্ডিত সজল ঘরামি গোসাই ও সৌমেন গোঁসাইয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যের খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী তথা মতুয়া সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য মুখ অশোক কীর্তনিয়াকে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা, মতুয়া দার্শনিক সজল গোঁসাই তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আজকের দিনটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষমতার ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে না থাকলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা পেত না। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বাবুর অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের সম্প্রদায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার হাত ধরে মতুয়া সমাজ আজ নিজস্ব অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পাচ্ছে। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা এই রাজ্য তথা দেশের উন্নয়নে শামিল হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' এদিনের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেহট্টের বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ, বিজেপির উত্তর নদীয়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস, ডক্টর অনিল কৃষ্ণ মাহাতো এবং নেতা তাপস বিশ্বাস, সহ মতুয়া আন্দোলনের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। নদীয়া সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রায় ১৪০টি মতুয়া দলের ডঙ্কা, কাঁসর ও হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা চত্বর। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার মতুয়া ভক্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক মহাসমাবেশে পরিণত হয়।

১২ তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন জয়নগর ১ নম্বর ব্লকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২১ জুন ঃ শরীর, মন ও স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত যোগ অভ্যাস। আর তাই ২১শে জুন রবিবার ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা হলো সারাদেশ জুড়ে। এদিন ভোরে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কলকাতার রেড রোডে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে যোগা দিবস ৩৬৫ পালন করলেন। আর সারা রাজ্যের সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ব্লকে, পৌরসভায় এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়ভাবে যোগা দিবস পালন করা হয় এ দিন। এদিন জয়নগর এক নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ইতিহাস প্রসিদ্ধ জয়নগর মজিলপুরের মিত্র জমিদারদের হেরিটেজ দ্বাদশ মন্দিরের সামনে যোগা দিবস পালন করা হয়। এদিন এই যোগা দিবসে অংশ নেন বারুইপুর মহকুমাশাসক মুদ্রা গাইরোলা, জয়নগর এক নং বিডিও শুভদীপ দাস, জয়েন্ট বিডিও বিদ্যুৎ খাঁ সহ আরো অনেকে। এদিন যোগার বিভিন্ন অংশ তুলে ধরা হয়।এদিন এ ব্যাপারে জয়নগর এক নং বিডিও শুভদীপ দাস বলেন, যোগার মধ্যে দিয়ে শরীর স্বাস্থ্য মন সব ভালো থাকে। আগামী দিনেও এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে আশা রাখছি।এদিনের এই কর্মসূচিতে জয়নগর এলাকার বহু পুরুষ ও মহিলারা অংশ নেন।

বিশ্ব 'যোগ' ও 'সঙ্গীত' দিবসে ব্যাপক সাড়া ওঙ্কার নাথ মিশনে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ বিশ্ব জুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ এবং সঙ্গীত দিবস কে কেন্দ্রকরে সারা দেশের সঙ্গে ধর্মের আদর্শের আলোকে পালিত হল ওঙ্কার নাথ মিশন । ডানলপ মোর সংলগ্ন মহা মিলন মঠে আয়োজিত হল সংস্থার পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক সৌরভ চক্রবর্তী জানালেন ভারতীয় সংস্কৃতি মেনে মহা মিলন মঠ সহ সারা রাজ্য জুড়ে তিরিশ হাজার কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এদিন তরুণ প্রজন্মের অংশ গ্রহণ যোগ দিবসের তাৎপর্যর মাত্রা বৃদ্ধি করে। এদিন উপস্থিত ছিলেন ওঙ্কার নাথ মিশনের স্বামীজি মহারাজ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ,পদ্মশ্রী শিল্পী তরুণ ভট্টাচার্য শিক্ষাবিদ লক্ষীনারায়ণ শতপতি, দেবাশীষ ভট্টাচার্য,সুব্রত রায় চৌধুরী, তিলোত্তমা মজুমদার সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রিয় নাথ চট্টোপাধ্যায়, আহবায়ক সৌরভ চক্রবর্তি ও সৌরভ হালদার সহ বহু বিশিষ্ট গুণীজন। তরুণ ভট্টাচার্যর অনবদ্য সন্তুর বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রা যোগ করে।

৪৪০ কোটি টাকা নিয়ে মমতার মাথায় হাত - আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ তৃণমূলের একটি ব্যাংকের তিনটি একাউন্টে ৪৪০ কোটি টাকা ছিল। সেই টাকা বিতর্কিত টাকা মনে করে তৃণমূলের কষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস সেই তিনটি একাউন্ট আপাতত বন্ধ করার অনুরোধ করে ব্যাংককে চিঠি দিয়েছেন আর ব্যাংকও তা বন্ধ করে দিয়েছে। গত ১২ জুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছিলেন অরূপ বিশ্বাস। যদিও অরূপের হাবভাব বুঝে তার আগেই ৫ জুন তাঁকে সরিয়ে শুভাশিস চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ করেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই তাঁকে সে কারণে শোকজ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, শোকজের উত্তর দিয়ে অরূপ বিশ্বাস যে চিঠি পাঠিয়েছেন, সেই চিঠির ভাষাও অত্যন্ত কড়া। তাতে রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, অরূপ 'বিদ্রোহী' হয়ে উঠেছেন। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের ফান্ডের টাকার উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গত শুক্রবারই। তারপরই দেখা যায়, জয়নগরের বিধায়কের করা অভিযোগের ভিত্তিতে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। কালীঘাটের তৃণমূল এখন ফান্ড বাঁচাতে মরিয়া। সূত্রের খবর, ফান্ড বাঁচাতে তারা আইনের দ্বারস্থ হবে। বিষয়টি নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের যা নিয়মাবলি রয়েছে, সেই কারণে সিজ করা হয়েছে। এটা তো আমরা সবাই বুঝতে পারছি, আন 'অ্যাকাউন্টেড মানি', অনৈতিকভাবে সংগৃহীত অর্থ। তা দিয়েই তৃণমূল এতদিন পরিচালিত হত। ফলে এই ধরনের অ্যাকাউন্টকে নিয়ে যা যা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া, সেগুলিই নেওয়া হবে।' আপাতত এই টাকার উৎস খুঁজতে মরিয়া তদন্তকারীরা। অনেকেই মনে করছে এই টাকার মধ্যে একটা বড়ো অংশ কাটমানির টাকা। শেষ দেখার জন্য বসে আছে বঙ্গবাসী।

'কালো টাকা হলে কেন তৃণমূলের ফান্ডে ভোটে লড়েছিলেন ?'

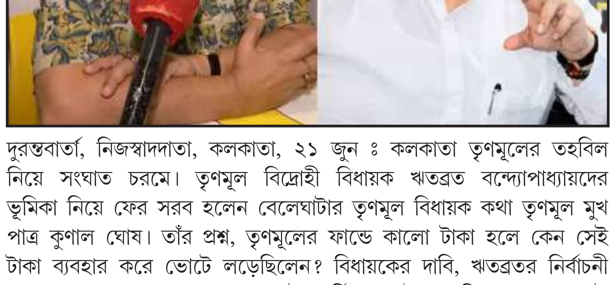

দুরন্তবার্তা, নিজস্বাদদাতা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ কলকাতা তৃণমূলের তহবিল নিয়ে সংঘাত চরমে। তৃণমূল বিদ্রোহী বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের ভূমিকা নিয়ে ফের সরব হলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কথা তৃণমূল মুখ পাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, তৃণমূলের ফান্ডে কালো টাকা হলে কেন সেই টাকা ব্যবহার করে ভোটে লড়েছিলেন? বিধায়কের দাবি, ঋতব্রতর নির্বাচনী খরচের ২৬ লক্ষের মধ্যে ২৫ লক্ষই পার্টি দেয়। টাকা যদি খারাপ হয় সেই টাকা নিলেন কেন? এই প্রশ্ন তুলে সরব কুণাল। এরপরই টাকা ফেরতের দাবি জানিয়েছেন তিনি। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'ঋতব্রত পার্টির অ্যাকাউন্ট, পার্টির টাকা নিয়ে প্রশ্ন করছে। যে ঋতব্রত ২৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা নির্বাচনে খরচা করেছে। তার মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা দলের সেই অ্যাকাউন্ট থেকে এসেছে। যা নিয়ে সেই লোকটা প্রশ্ন করছে।' তাঁর আরও সংযোজন, 'আর এই সইটা যেন আবার না বলে আমি করিনি। তুমি আজ বাজার গরম করছ এম.এল.এ. হওয়ার পর? তাহলে টাকা নিলে কেন যদি খারাপ থাকে? তুমি টাকা ফেরত দাও। দেশের আইন অনুযায়ী যদি নির্বাচনে কালো টাকা ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে নির্বাচনটাই বেআইনি। তাই টাকা ফেরত দিয়ে তবে তো সাধু সাজবে ভাই। চূড়ান্ত চক্রান্তের জালে দাঁড়িয়ে। আসলে তৃণমূলকে চাপে ফেলতে বিশ্বাসঘাতকরা এই কাজ করছে।দ এখানে উল্লেখ্য, সম্প্রতি তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' করতে চেয়ে আবেদন করেছিল ঋতব্রতরা। দলেরই তহবিলের লেনদেন বন্ধ করতে চেয়ে পুলিশেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। সেই নিয়েই একহাত নিলেন কুণাল।

'নট সো পুওর' বলে খোঁচা মহুয়ার, উত্তর দিতে 'রুচিতে বাধছে' কাকলির

দুরন্তবার্তা, নিজস্বাদদাতা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ কলকাতা একসময় লোকসভায় অনেক ইস্যুতেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। একসময়ের সহযোদ্ধা কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাংসদদের এখন কথায় কথায় খোঁচা দিতে ছাড়ছেন না মহুয়া মৈত্র। ২০ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদ যে দলে মিশে গিয়েছেন, সেই এনসিপিআই-এর ফেসবুক পেজ শেয়ার করে ওই সাংসদদের কটাক্ষ করলেন মহুয়া। জবাব দিতে পিছপা হচ্ছেন না বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারও। এনসিপিআই-এর ফেসবুক পেজের 'বায়ো'তে লেখা আছে- 'এনসিপিআই সমাজের দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করে'। সেই অংশের ছবি পোস্ট করে মহুয়া লিখেছেন, তখুব বেশি দরিদ্র নয়, এমন ২০ জন সাংসদকেও নিশ্চয় এরা সাহায্য করবে।দ এর আগে ৪ কোটি টাকা নিয়ে শিবির বদলেছেন বলে ওই সাংসদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন মহুয়া। আর এবার দলের ফেসবুক পেজ তুলে খোঁচা দেওয়ায় তিলোত্তমা ইস্যু মনে করিয়ে দিয়েছেন কাকলি। এদিন মহুয়াকে জবাব দিয়ে কাকলি লিখেছেন, তারিবের ওষুধ কেনার টাকা কীভাবে অপব্যবহার করা হয়, সেই প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিলোত্তমা যখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, তখন কি তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলে?দ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, তঅপমান করা, অসম্মান করা, দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত করাটাই যার কাজ, তাকে নিয়ে কিছু বলতে রুচিতে বাধে। টাকা দেওয়া হয়েছে, উনি কী করে জানলেন, উনি কি যোগাযোগে আছেন?দ তরজা যে এখানেই থামার নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২০১ সংখ্যা, সোমবার, ৭ আষাঢ়, ১৪৩৩

বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদার

জন্মদিনে বিপ্লবী অভিনন্দন পূর্ণেন্দু দস্তিদার। চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহে মাস্টারদা সূর্যসেনের অন্যতম সহযোগী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পূর্ণেন্দু দস্তিদার আজীবন কাটিয়েছেন বিপ্লব আর মানব মুক্তির সংগ্রামে। পূর্ণেন্দু দস্তিদার ছিলেন একজন বাঙালি সশস্ত্র বিপ্লববাদী, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক। পূর্ণেন্দু দস্তিদার জন্ম গ্রহণ করেন ২০শে জুন, ১৯০৯ সালে। তাঁর জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামের ঐতিহাসিক দস্তিদার পরিবারে। পটিয়ার বিখ্যাত এ রাজনৈতিক পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, শহীদ বিপ্লবী অর্ধেন্দু দস্তিদার, প্রখ্যাত পিকিংপন্থী দুই কমিউনিস্ট নেতা সুখেন্দু দস্তিদার ও শরদিন্দু দস্তিদার, কবি ত্রিদিব দস্তিদার প্রমুখ। পিতার নাম চন্দ্রকুমার দস্তিদার এবং মাতার নাম কুমুদিনী দস্তিদার। পূর্ণেন্দু চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯২৫ সালে এন্ট্রান্স ও ১৯২৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলেও সূর্যসেন এর সহযোগী হিসেবে কলকাতায় গ্রেফতার হন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ত্যাগ করেন। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে প্রবেশ করে বিপিএস -এর নেতৃস্থানীয় কর্মী হয়েছিলেন এবং সমগ্র চট্টগ্রাম জুড়ে চলা তীব্র স্বাধীনতা আন্দোলন এর সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পরিবারের সাথে আত্মীয়তা ছিল। ১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কলকাতায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ দশ বছর বন্দি থাকার ফলে মেধাবী পূর্ণেন্দুর প্রকৌশল বিদ্যা পড়ায় ছেদ পড়ে। জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় ১৯৩৪ সালে তিনি ডিস্টিংশনসহ বি.এ পাস করেন এবং পরে বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪০ সালে জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি চট্টগ্রাম আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন আইনজীবী। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহে যোগদান করেন বিপ্লবী পূর্ণেন্দু। ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে সক্রিয় অংশ নেন এবং ধরা পড়ে দীর্ঘকাল কারান্তরালে থাকতে হয় তাঁকে। তাঁর এক ভাই অর্ধেন্দু দস্তিদার জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে শহিদ হন। অপর ভাই সুখেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি তথা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নেতা ছিলেন। পূর্ণেন্দু জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ নেন ও পূর্ববঙ্গ বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলে, তাঁকে আবার জেলে যেতে হয়। মুক্তি পেলেও তাঁকে অন্তরীণ অবস্থায় রাখে আইয়ুব খান শাসিত সরকার। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে ন্যাপের (ওয়ালি) প্রতিনিধি ছিলেন। চট্টগ্রাম এলাকায় ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন। দেশভাগের পরে পাকিস্তানি শাসনামলে দীর্ঘ সময় জেল খেটেছেন তিনি। জেলে থাকাকালীন বি.এ. ও আইন পাশ করেন। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন বাংলাদেশে। প্রীতিলতা ও ভাই অর্ধেন্দুর পুণ্য স্মৃতিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শহিদ মিনার ও স্মারকটি আজও বাংলাদেশে বিরাজমান। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, কবিয়াল রমেশ শীল, বীরকন্যা প্রীতিলতা ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থ। এছাড়া অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে শেখভের গল্প ও মোপাসাঁর গল্প। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে ভারত অভিমুখে রওনা দেন। ৯ মে, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চট্টগ্রামের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং জালালাবাদের যুদ্ধও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

অরবিন্দ ঘোষ

‘‘দেবতার দ্বীপ হস্তে যে আসিল ভবে সেই ক্ষুদ্র দূতে, বলো, কোন রাজা কবে পারে শাস্তি দিতে, বন্ধন শৃঙ্খল তার-চরণ বন্দনা করি, করে অভ্যর্থনা-।’ কবি গুরু রবীন্দ্রাথ যার উদ্দ্যেশে এই প্রশস্তি রচনা করেছিলেন, তিনি হলেন ঋষি-কবি অগ্নিযুগের মহানায়ক, দার্শনিক এবং সিদ্ধযোগী শ্রী অরবিন্দ। এ এক আশ্চর্য দিনের কথা। প্রথম জীবনে যিনি সশস্ত্র সংগ্রামের স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন, একের পর এক দুঃসাহসিক অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন, পরবর্তী কালে যিনি অধ্যাত্মা সাধনার প্রতীক হয়ে যান, লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন, পন্ডিচেরীতে স্থাপন করেন বিশ্বজনীন মানব ধর্মের এক মহান কেন্দ্র। তিনি হলেন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন ১৫ই আগস্ট ১৮৭২ সালে কলকাতায়। পিতার নাম ছিল কৃষ্ণধন ঘোষ ও মাতার নাম ছিল স্বর্ণলতা দেবী। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন তৎকালীন বাংলার রংপুর জেলার জেলা সার্জন। মাতা স্বর্ণলতা দেবী, ব্রাহ্ম ধর্ম অনুসারী ও সমাজ সংস্কারক রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। রংপুরে তার পিতা ১৮৭১ সাল এর অক্টোবর থেকে কর্মরত ছিলেন, অরবিন্দ রংপুরে জীবনের প্রথম পাঁচ বছর পার করেন। ডা. ঘোষ এর আগে বিলেতের কিংস কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্রে লেখাপড়া করেন। তিনি সন্তানদের ইংরেজি পন্থায় এবং ভারতীয় প্রভাবমুক্ত শিক্ষাদানের মনোভাব পোষণ করতেন। তাই ১৮৭৭ সালে দুই অগ্রজ সহোদর মনমোহন ঘোষ এবং বিনয়ভূষণ ঘোষ সহ অরবিন্দকে দার্জিলিংয়ের লোরেটো কনভেন্টে পাঠান হয়। উপরলোরেট কনভেন্টে দুই বছর লেখাপড়ার পর ১৮৭৯ সালে দুই সহোদর সহ অরবিন্দকে বিলেতের ম্যাঞ্চেস্টার শহরে পাঠান হয় ইউরোপীয় শিক্ষালাভের জন্য। জনৈক রেভারেন্ড এবং শ্রীমতি ড্রিয়ুইটের তত্ত্বাবধানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। রেভারেন্ড ড্রিয়ুইট ছিলেন অরবিন্দের অভিভাবক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

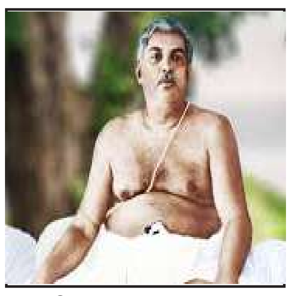

মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখা যায়।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

রামায়ণ যুগের আগে থেকেই ভারতে যোগ চর্চা ছিল

পি. শাস্বতী

যোগব্যায়াম, যোগ ও যোগ বিভূতি। ইতিহাস বলছে বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষ যোগ সাধনার দেশ। কে কবে শুরু করল তার সঠিক উত্তর অজানা। সুস্থ শরীরের জন্য যোগ ব্যায়ামও অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। সুস্থ মন তথা ঐশ্বরিক সাধনা বা প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়া এবং আত্মিক শক্তি বাড়ানোর জন্য যোগ-অভ্যাস বা যোগ সাধনা করতেন ভারতীয়রা। বৈদিক যুগ থেকেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বর্তমানে অনেকের কাছেই যোগ-সাধনা ও যোগ ব্যায়ামের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। যোগ একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া, যা শরীর, মন এবং আত্মাকে একীভূত করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, যোগ ব্যায়াম হল এক ধরণের শারীরিক কার্যকলাপ যা শরীরকে শক্তিশালী ও নমনীয় করতে সাহায্য করে। যোগ ব্যায়াম নিঃসন্দেহে সকলের জন্য উপযোগী, কিন্তু যোগ সবার আয়ত্তাধীন নয়। কারণ, সব যোগে সবার অধিকার নেই। কে কোন যোগের অধিকারী, এটা শুধু সঠিক গুরুই ঠিক করতে পারেন। এপ্রসঙ্গে সত্যজিত রায়ের জয় বাবা ফেলুনাথের অংশ স্মরণ করিয়ে দিই যে বিখ্যাত যোগব্যায়াম বিদ বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ এবং বিশ্বশ্রীর শিষ্যর কথা। অপরদিকে, কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ বা উর্ধ্বগতির তিনটি পর্যায় যোগশাস্ত্রে উল্লেখ আছে-১. ঘর্ম,২.কম্পন ও ৩. ভূমিত্যাগ ১.ঘর্ম ঃ প্রথমে যখন মন কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে চায় না;দেহ ও মন আন্দোলিত হয়, উচ-নীচ করতে থাকে ;এই অবস্থার নাম ঘর্ম। কম্পন ঃ বায়ুতাড়িত শক্তি মেরুদণ্ডের সুষুম্নার মধ্যে প্রবেশ করলে যে অনুভূতি হয় তাকেই ‘কম্পন’ বলে। মেরুদণ্ডের ভেতরে গাঁটে গাঁটে যে বাধা বা আবর্জনা জমা থাকে ;কুণ্ডলিনী শক্তি উপরে ওঠার সময় এই বাধা বা আবর্জনাগুলিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে’ তার ফলে দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে। সেইজন্য যোগাভ্যাস কালে পদ্মা সনে বসেই অভ্যাস করা উচিত। কারণ কুণ্ডলিনী শক্তি উর্ধমুখী হওয়ার সময় এই কম্পনের ফলে দেহ ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এইসময় সাধককে নির্ভয়ে ধৈর্য্য ও ধারণ শক্তির পরিচয় দিতে হয়। যতক্ষণ না মেরুদণ্ডের গাঁটের সব আবর্জনা দূর হয়ে যায়,ততক্ষন পর্যন্ত দেহ মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠবে। আবর্জনা দূর হয়ে গেলে বায়ুবাহিত শক্তির ঊর্ধায়নের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তখন কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বমুখী হবে। যতক্ষণ না দেহস্থ বায়ুপ্রবাহের পথ সম্পূর্ণ আবর্জনা মুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ এই অবস্থাকে কম্পন বলা হয়। ভূমিত্যাগ ঃ সুষুম্নার পথ পরিষ্কার হওয়া মাত্রই বায়ু অতি সহজে ওপরের দিকে উঠে সরাসরি মস্তিস্ক মন্ডলে চলে যায়। বায়ুর চাপে মস্তিষ্ককে তখন একটা ফুটবলের ব্লাডারের মতো মনে হয়। এই ব্লাডার বা বেলুন যেন উপরে উঠে যেতে চায়। এমনকি মনে হয় সমগ্র দেহটাকে নিয়ে সেই হাল্কা বলটি উপরে উঠে যাচ্ছে। সাধনার একটি পর্যায়ে উত্তীর্ণ হলে ‘অনেকসময় দেহ সত্যি সত্যিই উপরে শূন্যে উঠে যায় এবং শূন্যে ভাসতে থাকে। যোগের এই অবস্থাকে বলে ভূমিত্যাগ। ভূমি ত্যাগই যোগের পরম প্রাপ্তি।

ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করলে ‘সাধকের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি একদম কমে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সূক্ষ্ম হলেই প্রাণ বায়ুর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ অবস্থায় আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি তা পেট পর্যন্ত যায় তার নীচে যেতে পারে না। উত্তম প্রাণায়াম অভ্যাস করলে প্রাণ বায়ুর গতি ধীর হয় এবং তা মূলা ধারে গিয়ে ধাক্কা মারে তখন আপানবায়ু উর্ধ্বমুখী হয় এবং নিজে থেকেই ‘কুম্ভক’ হয় একেই ‘কেবলি কুম্ভক’ বলে। ‘কেবলি কুম্ভকের’ ফলে আপান বায়ু যখন প্রাণবায়ুতে মিলিত হয় তখন কুণ্ডলিনী শক্তি ঊর্ধমুখী হয়ে সাধকের শরীর উপরের দিকে চুম্বকের মতো আকর্ষন করতে থাকে। এই অবস্থায় সাধকের মধ্যে এক গভীর তন্ময়তার সৃষ্টি করে ; বাহ্য জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ না পেলেও সাধকের শরীর অত্যন্ত হালকা হয়ে যায় এবং শরীরটি গ্যাস বেলুনের মতো উপরের দিকে উঠে যায়। ইংরেজীতে একে "Levitation" বলে। এই অবস্থায় সাধকের হৃদয়ে এক অনাবিল আনন্দের হিল্লোল ওঠে যা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটি রাজযোগে বর্ণিত সবিকল্প সমাধির অবস্থা। এই অবস্থাকে অতিক্রম করলেই সাধকের নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়।

--যোগের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালে সাধকের মধ্যে অনেক যোগ বিভূতির প্রকাশ ঘটে। এই ভূমি ত্যাগও একপ্রকারের যোগবিভূতি। গুরুর নির্দেশে সিদ্ধ সাধকরা কখনও জনসমক্ষে যোগবিভূতির পরিচয় দেননা ; সময় এবং পাত্র বিচার করে কখনও কখনও তাঁরা এই বিদ্যার প্রদর্শন করেন। কারণ এর ফলে সাধকের মনে অহংকার তৈরী হয় যা ঈশ্বর প্রাপ্তিতে প্রধান বাধা হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য অনেক সময় সাধক যখন গভীর ধ্যানে ডুবে যান তখন তাঁর অজান্তেই এই ধরনের বিভূতি প্রকাশ পেয়ে যায়।

মহাভারত রচয়িতা মহামুনি ব্যাস দেবের পুত্র শুকদেব মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে শূন্যে ভেসে থেকে ধ্যানস্থ হয়ে শিষ্যদের শাস্ত্রের জ্ঞান প্রদান করতেন।

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ি বাবাজীর কাছ থেকে ক্রিয়াদীক্ষা লাভ করে যোগসাধনায় প্রভূত উন্নতি করলেও এই বিষয়ে তাঁর সহধর্মিনী কাশীমনি দেবী সম্পূর্ণ অনঅবহিত। বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে যোগীরাজ গভীর রাতে নীরবে ও নিভৃতে গভীর যোগসাধনায় ডুবে যেতেন। একদিন রাত্রিবেলায় কাশীমনি দেবীর ঘুম ভেঙে গেল; স্বামীকে দেখতে না পেয়ে আলো জ্বালিয়ে তন্ন তন্ন করে সারা ঘর খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন ঘরের এক কোনে যোগীরাজ শূন্যে পদ্মাসনে বসে ভাসছেন ,তাঁর মাথা ঘরের সিলিং ছুঁয়ে আছে। স্বামীর এই অলৌকিক যোগৈশ্বর্য দর্শন করে কাশীমনি দেবীর দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। করজোড়ে তাঁর পাশে বসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। স্বামীকে চিনতে না পেরে তাঁকে কত গালমন্দ করে ছেন, কত অন্যায় করেছেন। কিছুক্ষণ পর স্বামী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে কাশীমনি দেবী স্বামীর কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে তাঁর কাছে যোগদীক্ষা প্রার্থনা করলেন। পরদিন কাশীমনি দেবী যোগীরাজের কাছে থেকে যোগ দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তারপর থেকে আমৃত্যু পতিদেবকেই তিনি ভগবান রূপে পূজা করে গেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বারাণসীর চৌষট্টি ঘাটের কাছে অবস্থিত একটি সরু গলি, যেটার নাম হলশ্যামাচরণ লাহিড়ী মার্গ। মসজিদ, বেনারসি শাড়ি বোনার কারখানা অধ্যুষিত মুসলিম পল্লির এই রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই রয়েছে শ্যামাচরণ লাহিড়ীর তিন তলা বাড়ি, এখানে একটা শিব মন্দিরও রয়েছে। আসলে বারাণসী শহরের মজা হল এখানেই। এখানকার মুসলিম পল্লিতে ক্রিয়াযোগের উদ্গাতা লাহিড়ী মশাইয়ের বাড়ি। তাঁর অন্যতম শিষ্য আব্দুল গফুর খাঁ জাতিতে মুসলমান ছিলেন। লাহিড়ীমশাই বলতেন;‘হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান কেউ ম্লেচ্ছ নয়। মনই ম্লেচ্ছ।’ বর্তমানে শ্যাম্যাচরণ লাহিড়ী বিস্মৃতির পথে। তিনি সন্ন্যাসী হতে চাইলেও, হতে পারেননি। কারণ, তাঁর গুরু তাঁকে সন্ন্যাসী হতে দেননি। শ্যামাচরণ লাহিড়ীকে তাঁর গুরু বাবাজি মহারাজ সংসারে ফেরত না পাঠালে এখন কিন্তু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গৃহস্থ মানুষ যোগ অভ্যাসের অধিকার পেতেন না, আর মন্ত্রী থেকে পেয়াদা সকলে যোগদিবস উপলক্ষে দিল্লি থেকে ডালাস সর্বত্র যোগাসন করতে নেমে পড়তেন না। রামদেব, শ্রীরবি শঙ্করদের যোগা প্রদর্শনেরএই যুগেও বাড়িটায় আজও কোনও যোগ-স্টুডিও নেই। শ্যামাচরণের এ নিয়ে কঠোর নিষেধ ছিল; তাঁর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল যে, যোগ করতে হবে গোপনে, কাউকে না জানিয়ে। তাই এই বাড়ির দরজা আজও বন্ধ থাকে, শুধু গুরুপূর্ণিমা ও মহাষ্টমীর রাতে খোলা হয়। এই বাড়িতেই একসময়ে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শ্যামাচরণ গো-ভক্ষণ করতেন! মুখের ভিতরের তালু হচ্ছে সব যোগীর চাবিকাঠি। জিভটাকে লম্বা করে তালুমূলে নিয়ে আসাই যোগীদের ভাষায় খেচরীমুদ্রা। এটাই হল তাঁদের কাছে গোমাংস। হঠযোগ-প্রদীপিকাও জানাচ্ছে যে, গো মানে জিভ। ‘গো শব্দে নোদিতা জিহ্বা তৎপ্রবেশো হি তালুনি।’একারণেই লাহিড়ীমশাই হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে নিজের শিষ্যদের বলেন;‘জিহ্বা উঠনে সে ইন্দ্রিয় দমন হোতা হ্যায়।’ বর্তমানের বহু যোগ প্রচারক যোগদর্শনের এই বহুচিহ্নক সমন্বিত, বহু সংস্কৃতির মিশ্রণে যোগ চর্চা। **(ছবি ঃ সৌরভ দত্ত)**

ভারতীয় যোগ সাধনার পরিবেশ সৃষ্টি হল ত্যাগরাজ প্রেক্ষাগৃহে

বুদ্ধদেব মিশ্র

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনে একটি সংস্থা কলকাতার ত্যাগরাজ হলে বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষ্যে একটি যোগ শিবিরের আয়োজন করে। এই যোগানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি - জয় বিশ্বাস (আইপিএস) আইজি, ডব্লুবি, সমাজ সেবিকা শ্রামতি জালান, গৌরভ স্বরূপ, ঈশ্বর বিশ্বম্ভর প্রভু এবং কে কে বনসাল। প্রায় দুই শতজন যোগানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। মেডিটেশন- সুস্থ স্বাস্থ্যের জন্য একটি সামগ্রিক

পদ্ধতিকে অবলম্বন করে গড়ে ওটা একটি সংস্থা।

আন্তর্জাতিক যোগ ২০২৬ সালের প্রতিপাদ্যঃ সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ এই বছর সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ। এই প্রতিপাদ্য নিয়ে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হচ্ছে , যা সকল বয়সের মানুষের জন্য যোগের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ একটি মূল্যবান অনুশীলন হতে পারে, কারণ এটি এমন অনেক সক্ষমতাকে সমর্থন করে যা মানুষকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সক্রিয়, স্বাধীন এবং কর্মোদ্যমী থাকতে সাহায্য করে। মৃদু নড়াচড়া, স্ট্রেচিং, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম এবং মননশীলতার সমন্বয়ে যোগ ভার সাম্য, নমনীয়তা, শক্তি এবং গতিশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে, পাশাপাশি মানসিক সুস্থতা এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে। যেহেতু যোগকে বিভিন্ন শারীরিক সক্ষমতার স্তর এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, তাই এটি অনেক বয়স্ক মানুষের জন্য তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার একটি সহজলভ্য উপায় প্রদান করে। এই সুবিধাগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুস্থ বার্ধক্যের দশক (২০২১-২০৩০)-এর বিভিন্ন লক্ষ্যকে সমর্থন করে, যার মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা বৃদ্ধি, পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস, জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা। জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতীয় স্থায়ী মিশন এবং জাতিসংঘ সচিবালয়ের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি জাতিসংঘ সদর দপ্তরের উত্তর লন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। যোগ কী এবং আমরা কেন এটি উদযাপন করি? যোগ হলো ভারতে উদ্ভূত একটি প্রাচীন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন। ‘যোগ’ শব্দটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থ হলো যুক্ত হওয়া বা একত্রিত হওয়া, যা দেহ ও চেতনার মিলনের প্রতীক। বর্তমানে এটি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন রূপে প্রচলিত এবং এর জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বাড়ছে। এর সর্বজনীন আবেদনকে স্বীকৃতি দিয়ে, জাতি সংঘ ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর ৬৯/১৩১ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে । আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের লক্ষ্য হলো যোগচর্চার বহুবিধ উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস প্রতিষ্ঠার খসড়া প্রস্তাবটি ভারত উত্থাপন করেছিল এবং রেকর্ড সংখ্যক ১৭৫টি সদস্য রাষ্ট্র তা অনুমোদন করে। এই প্রস্তাবটি সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে পেশ করেন, যেখানে তিনি বলেন, যোগ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের এক অমূল্য উপহার। যোগ মন ও দেহের, চিন্তা ও কর্মের একতাকে মূর্ত করে... এটি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা আমাদের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য মূল্যবান। যোগ শুধু ব্যায়াম নয়; একাত্মতা করার উপায়।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

বৌদ্ধ ধর্ম পুনর্জাগরণের অগ্রদূত কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির

অমলেন্দু চৌধুরী

বৌদ্ধ ধর্ম পুনর্জাগরণে কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির। বাঙালি বৌদ্ধদের কাছে একটি অত্যন্ত গৌরবের দিন। আজ থেকে ১৬১ বৎসর আগে অবিভক্ত ভারতের চট্টগ্রামের উনাইনপুরা গ্রামে প্রাতঃস্মরণীয় কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় জন্মগ্রহণ করেন। যিনি পরবর্তীতে বাঙালি বৌদ্ধদের এপার বাংলা প্রথম বৌদ্ধ বিহার এই কলকাতায় নির্মাণ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আজ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া ৫ অক্টোবর ১৮৯২ সালে পবিত্র প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরবর্তীতে প্রায় সমগ্র ভারতে এর শাখা বিহার নির্মাণ করে যেমন বৌদ্ধ ধর্মের নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন সেইসঙ্গে শিক্ষা,স্বাস্থ্য, সামাজিক নারী বিকাশ প্রভৃতি কাজেও তাঁর অবদান অপরিসীম। তথাকথিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও, একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু আজ থেকে ১৪০ বছর অধিক কাল আগে আধুনিক শিক্ষা প্রচার-প্রসারে কতখানি দূরদর্শিতার পরিচয় রাখতে পারেন, ভাবতেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কৃপাশরণ মহাস্থবির বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার উনাইনপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মঙ্গলবার ৭ই আষাঢ় ১২৭২ বঙ্গাব্দ (২২শে জুন ১৮৬৫)। কলকাতা প্রবাসী কর্ত্তালা গ্রামের লক্ষক্ষ্মীচরণ তালুকদারের আনুকূল্যে কৃপাশরণ প্রথম কলকাতায় আসেন। সেদিনের তারিখ ছিল মঙ্গলবার ১৫ই জুন ১৮৮৬, তারপর থেকে তাঁর মৃত্যুদিন শুক্রবার ৩০শে এপ্রিল ১৯২৬ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর কর্মধারা অব্যহত ছিল। কলকাতা আসার পর প্রথমেই তিনি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা প্রতিষ্ঠার তারিখ হল প্রবারণা পূর্ণিমা তিথি, বুধবার ৫ই অক্টোবর, ১৮৯২, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি এই সভাব শাখা স্থাপন করেন যথা দার্জিলিং,লক্ষ্মৌ ও শিলং ইত্যাদি। তারপর ৬ই ডিসেম্বর,১৯১৫, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা পঞ্জীকৃত হয় -২৬৬৫. ১৯১৫, সংশোধন ও অনলাইন আপডেটের পর বর্তমানে

(৯৬৩৭৫৭ ১৯১৫-১৬) তাতে সাতাশটি ধারায় সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছিল। শিক্ষার প্রসারে ইতিপূর্বে গৃহীত কর্মধারাগুলির সঙ্গে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার যুক্ত হয়। সতেরটি ধারার মধ্যে ৪. ৮ এবং ১০ সংখ্যক ধারায় সভা কর্তৃক ধর্মশালা, শাখা সমিতি ও বিহার স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। ১৪ থেকে ১৭ সংখ্যক ধারাতে সাধারণ বিষয় সমূহের উল্লেখ ছিল, অবশিষ্ট দশটি ধারাতেই শিক্ষা বিস্তার, পালি সাহিত্যের অনুবাদ, জগজ্জ্যোতি মাসিক পত্রিকার পরিচালনা, গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কথা ব্যক্ত করা হয়েছিল।

কৃপাশরণের শিক্ষা চিন্তা ছিল বাস্তবমুখী। তিনি মনে করতেন সমাজচেতনা ও ধর্ম চেতনার দৃঢ় ভূমির উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার প্রসার হওয়া উচিত। এই দুই বিষয়কে অস্বীকার করে যে শিক্ষা লাভ করা হয় তা নিছক ব্যক্তিগত উন্নতিতে পর্যবসিত হয়। সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাই নয়। এই প্রসঙ্গে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার অধিবেশনে কৃপাশরণ বলেন, এই বারের অধিবেশন সমূহে শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে সে শিক্ষার প্রতি আমার টান নাই। সমাজে যে কয় জন শিক্ষিত আছেন তাঁহাদের দ্বারা যে সমাজের উপকার হইবে এই আশা আমি করিতে পারিনা। আমাদের বর্তমান শিক্ষিত বন্ধুরা জানেন মাত্র দুইটা জিনিষ, নিজের উদরটা ও নিজের পরিবারটা। আমাদের সমাজে অনেক শিক্ষিত আছেন যাঁহারা আজ একুশ বৎসর হইল ধর্মাঙ্কুর সভার কার্য চলিয়া আসিতেছে। অর্থ সাহায্যের কথা বলি না, কোন দিন সামান্য একখানি পত্র দিয়া পর্যান্ত খবর নেন নাই যে, সভা কিরূপ চলিতেছে। তবে কি আমি বাস্তবিকই শিক্ষর বিরোধী? আমি শিক্ষার বিরোধী নই। যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে লোকে মাতাপিতা চিনে,ধর্ম চিনে, সমাজ চিনে আমি সেইরূপ শিক্ষারই পক্ষপাতী। কেবল বি এ, এম এ পাশ করিলেই যে শিক্ষিত হইল একথা আমি বলিতে চাহি না।’

১৯শে অক্টোবর, ১৯১৩ তারিখে আয়োজিত মহিলা সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে কৃপাশরণ তাঁর ভাষণে বলেন, এযাবৎ আমার সকল কার্যে যাঁহারা আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ , সেই কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী সদাশয় দায়কবৃন্দের সন্তান সন্ততির শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। কলিকাতাস্থ যে সকল বৌদ্ধ জননীর প্রদত্ত ভিক্ষান্ন আমাকে ও ধর্মাঙ্কুরের অপরাপর আয়ুষ্মান স্থবিরগণকে জীবিত রাখিয়াছে, সে সকল বৌদ্ধ জননীর জন্যও কোন সদুপায় করিতে পারি নাই। যাহা হউক আর পরিতাপে কাজ নাই। এখন আমি তাহাদের জন্য চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছি। যাহাতে স্থানীয় দায়কবৃন্দের সন্তান সন্ততিগণ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তৎকল্পে একটি ফ্রি ইনস্টিটিউসন খোলা যাচ্ছে; এবং যাহাতে স্থানীয় যৌদ্ধ জননীরা শিল্পকাণ্ড শিক্ষা করতঃ ঘরে বসিয়া স্বীয় জীবনোপায় করিতে পারে, তদভিপ্রায়ে একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইবে, যাহাতে স্থানীয় বৌদ্ধগণের অর্থাগমের পথ সুপ্রশস্ত হয় ও শাস্ত্রগ্রন্থাদিও সুলভমূল্যে বিতরিত হয়, তৎকল্পে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা হইবে। ত্রিরত্নের আশীর্বাদ থাকিলে সহস্য কার্যে হস্তক্ষেপ করা যাইবে।

তাঁর এই ভাষণ থেকে এটিই পরিলক্ষিত হয় যে, নিছক পরোপকার করার জন্য বৌদ্ধ পরিবারের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। এ যেন ভিক্ষু হয়ে সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা স্বীকার করা এবং এই দায়বদ্ধতা অনেকটাই যেন তাঁর একান্ত নিজের।

শুরু হল নতুন সংকল্প যাত্রা, কৃপাশরণ ফ্রি ইনস্টিটিউশন,১৫ই নভেম্বর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার অধীনে ক্ষকৃপাশরণ ফ্রিইনস্টিটিউশনক্ষ নামে একটি অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈশাখের প্রথম দিন থেকে শিক্ষায়তনের শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ হত। এই শিক্ষায়তনটির পরিচালনার জন্য যে নিয়মাবলী ছিল তার প্রথম ধারায় দেখা যায় যে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের থেকে কোন প্রকার বেতন নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজী ও বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রথম থেকেই বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করত।

এরপর কৃপাশরণ নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। ১৬ই জানুয়ারী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিক্ষায়তনে দিনে কর্মরত শ্রমজীবীদের ইংরেজী ও বাংলা মাধ্যমে রাত আটটা থেকে এগারটা পর্যন্ত শিক্ষাদান চলত। ২২শে ডিসেম্বর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর W. C. Wordsworth ধর্মাঙ্কুর বিহার পরিদর্শনে এলে সভার পক্ষ থেকে তাঁকে সরকারী আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়, এই আবেদনের ফলে উল্লিখিত দুটি শিক্ষায়তন সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দেও কৃপাশরণ ফ্রি ইনস্টিটিউসান ৬৪ টাকা ও নৈশ বিদ্যালয় ২১০ টাকা সরকারী সাহায্যলাভ করে। তৎকালীন বেঙ্গল গভর্মেন্ট বিদ্যালয়গুলির উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশেষ করে চট্টগ্রাম জেলার গ্রামগুলিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। পাহাড়তলী মহামুনি গ্রামের মহামুনি অ্যাঙ্গলো পালি ইনস্টিটিউসান তার মধ্যে অন্যতম। কৃপাশরণ তথা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামের অনেক বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করতে সমর্থ হয়। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সর্ব প্রকার সহায়তা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কৃপাশরণ অত্যাধিক স্নেহধন্য ও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে পালি শিক্ষার প্রসার ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ গ্রামগুলিতে অবস্থিত অনেক বিদ্যালয়ের সহজে অনুমোদন প্রদান সহ অনেক শুভকর্মের জন্য বাঙালী বৌদ্ধ জনসাধারণের নিকট তিনি চিরকৃতজ্ঞ ভাজন হয়ে থাকবেন। তাঁর সময়েই নোয়াপড়া শাকপুরা রাঙ্গুনীয়া প্রভৃতি গ্রামগুলির উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সন্তান ড.শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ঙ্খ ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী, যিনি মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া’র সভাপতি ছিলেন, আর এক সন্তান বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ঙ্খ কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট বিচার পতি এবং বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা’র সভাপতি ছিলেন।

মহিলাদের কারিগরি শিক্ষাদানে কৃপাশরণ অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। মহিলাদের বারা প্রস্তুত বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থ্যা করে দিয়ে তাদের স্বনির্ভর করে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃপাশরণ কলিকাতার বেথুন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষা এ. এল. জেনো এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অধ্যক্ষা জেনো স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে কৃপাশরণকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি ১৯১৮ খৃস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী ধর্মাঙ্কুর বিহারে অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মিলনীর এক বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি এই সম্মিলনীর কয়েকজন মহিলাকে সেবিকার কাজে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। মহিলাদের সূচীশিল্প এবং ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও তিনি সাহায্য করেন।

কলকাতায় পাঠরত চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ছাত্রদের থাকার সুবিধার জন্য ১৯২২ খৃষ্টাব্দে একটি বৌদ্ধ ছাত্রাবাস স্যার আশুতোষের অনুকূল্যে গড়ে উঠে ছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে লন্ডন যাত্রা করেন এবং ১৯১৭ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম এশিয়াবাসী হিসাবে ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কৃপাশরণ মহাস্থবির একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। কৃপাশরণ মহাস্থবির জগজ্জ্যোতি নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কৃপাশরণ মহাস্থবিরের ১৬১ তম জন্মবার্ষিকী আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। **(লেখকঃ সাধারণ সম্পাদক, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া)**

ময়নাগুড়িতে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৪, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২১ জুনঃ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি উল্লাডাবরিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রবিবার সকালে ময়নাগুড়ি উল্লাডাবরি তিস্তা সেতুর কাছে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুই যাত্রীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। একাধিক বাসযাত্রী আহত হয়েছেন বলে খবর। দুর্ঘটনার পরে আহতদের জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি ট্রাকের সামনের চাকা নষ্ট হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। সেই সময় শিলিগুড়ি থেকেকোচবিহার গামী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাড়িয়ে থাকা ট্রেলারটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধার কাজ শুরু করে। খবর দেওয়া হয় পুলিশ এবং দমকলে তারা এসে উদ্ধার কাজ শুরু করে আহতদের চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। কিছু আহতদের ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে

একজনের এবং জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে একজনের মৃত্যু হয়। চিকিৎসা চলাকালীন বাকি দু'জনের মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মোট ৩৩ জনকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ জন আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৩ বছরের শিশুর আশঙ্কাজনক অবস্থা। ১৫ জন পুরুষ যাত্রী, দুই জন শিশু ও ১২ জন মহিলা যাত্রী আহত হয়েছেন। ময়নাগুড়ির আইসি সুবল ঘোষ বলেন, ''দুর্ঘটনার খবর পেয়েই স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধারকার্য শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা রাস্তার অন্যান্য গাড়ি দাঁড় করিয়ে আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পরে অ্যাম্বুল্যান্স আসে।'' এই ঘটনায় তৎপর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও পরিবহন দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মণকে ঘটনা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী এক্স মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা, গুরুতর আহত যাত্রীদের ১ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য আহত যাত্রীদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। ময়নাগুড়ির পথ দুর্ঘটনায় হেল্প লাইন খোলা হয়েছে। নম্বরটি হল- ৮৫৯৭৯৬৫০১৬।

কখনও সর্বাঙ্গাসন, কখনও ময়ুরাসন, বুড়ো যোগা করছেন ১০০ বছরের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২১ জুনঃ বিশ্ব যোগা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে বাংলায়। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত ছিলেন কলকাতায়। রেড রোডে মহা সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে যোগা দিবস। তবে, শুধু কলকাতা নয় গোটা রাজ্যে এবার যোগা দিবস পালন হয়েছে। আর পুরুলিয়ায় এবার একশো বছরের এক বৃদ্ধ বলরাম প্রামাণিক। পরিবারের দাবি, তাঁর বয়স একশো বছরের বেশি। প্রশাসনের তরফে আয়োজিত যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর নাতির হাত ধরে। অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ ব্যায়াম করার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি প্রশাসনের কর্তাদের সামনে বেশ কয়েকটি আসন করে দেখালেন। জানালেন, দিনে ২০ কিলোমিটার সাইকেল

যোগা করে তাক লাগিয়ে দিলেন। এবার রাজ্য জুড়ে প্রায় সকলেই যোগ ব্যায়াম করেছেন। রাস্তাঘাট থেকে মাঠে ময়দানে সব জায়গায় এই যোগা করতে দেখা গিয়েছে। সব থেকে নজরকাড়া ঘটনা ঘটেছে পুরুলিয়ার এক বৃদ্ধকে নিয়ে। এই বয়সেও যোগাসন করেছেন তিনি। কখনও ময়ুরাসন কখনও বা সর্বাঙ্গাসন করছেন তিনি। পুরুলিয়ার জয়পুর ব্লকের শিরামপুরের বাসিন্দা করে ঘুরে বেড়ান। বাড়িতে সকালে প্রত্যেকদিন আসন করেন নিজের মতো করে। তাঁর নাতি বলেন, ''এলাকার লোক দাদুর শরীর নিয়ে কৌতুহল রয়েছে।'' জ্যোতির্ময় সিং মাহাত বলেন, ''উনি একশো বছরের যুবক। যোগা করে তাক লাগিয়েছেন। যত যোগাসন আছে সব জানেন তিনি। গর্ব অনুভব হচ্ছে পুরুলিয়ার ১০০ বছরের তরতাজা যুবক আছে।''

প্রশাসনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া, কোচবিহারে পর্যটনকে তুলে ধরতে হাতিয়ার যোগা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২১ জুনঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে অভিনব উদ্যোগ নিল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। জেলার পর্যটনের প্রসারে যোগাকে হাতিয়ার করা হলো। জেলা প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কোচবিহার জেলার বিভিন্ন হেরিটেজ এবং টুরিস্ট স্পটগুলোর সামনে যোগা করে এবং সেই ভিডিও বা রিল তৈরি করতে হবে। ৩০ থেকে ৯০ সেকেন্ডের সেই ভিডিও জেলাশাসকের সরকারি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ট্যাগ করতে হবে। যাঁদের ভিডিও বা রিল সুন্দর হবে তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে ব্যাপক সাড়া পড়ল। কোচবিহার জেলায় হেরিটেজ তত্ত্বাবধানে শহরের ওই সব ঐতিহ্যবাহী স্থানে যোগব্যায়াম সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রচুর সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাও অংশগ্রহণ করে। জেলায় এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে যোগা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই সর্বত্র উদ্দীপনা ছিল প্রচুর। গত কয়েকদিন ধরেই এর প্রস্তুতি চলেছে। শনিবারের মধ্যে ভিডিও বা রিল করে সরকারি জেলাশাসকের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল। সরকারি সূত্রে খবর, ৫৫টি ভিডিও জমা পড়েছে। ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কোচবিহার রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে জেলা প্রশাসন সরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নিদর্শনের কোনও শেষ নেই। এখানে পর্যটনের ব্যাপক সম্ভার রয়েছে। রাজার জেলার পর্যটনস্থলগুলোকে রাজ্য এবং দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতে যোগ দিবসকে সামনে রেখে এই উদ্যোগ নিয়েছিল জেলা প্রশাসন। জেলার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান-যেমন বৈরাগী দিঘি, বাণেশ্বর মন্দির, বেনফিশ মহল, ভিক্টর প্যালেস, সাগর দিঘি (কল্যাণ ভবন) ইত্যাদি জায়গায় যোগার আয়োজন করা হয়। ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনে গোটা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও যে বিশাল কর্মসুচি হাতে নেওয়া হয়েছে, তারই অংশ হিসেবে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও সেখানেই ভিডিয়ো বা রিল তৈরিকারী প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পাঁচ হাজার তিন হাজার এবং দু'হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়া দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, ''সরকারি কর্মচারীরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ ব্যাপক ভাবে যোগার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। প্রত্যেকেই ভিডিয়ো বা রিল করে যোগার অনুষ্ঠান পাঠিয়েছেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সাফল্য লাভ করেছে।'' এর পাশাপাশি জেলার দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর সামনে যোগা করার ফলে এই স্থানগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল প্রান্তিকা ঘোষ, স্বামী-অচিন্ত ঘোষ, এবং সুপর্ণা ঘোষ, স্বামী- গোপাল ঘোষ, ২০২৬ সালে ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে ১২৯৭ এবং ১২৯৬ নং দলিল দ্বারা কেশব পাল-এর নিকট হইতে মৌজা- বেগড়ী, জে.এল. নং.-২৫। সাবেক ও হাল ১২১৩ নং দাগে দুজনে পৃথক পৃথকভাবে ৪.১২ শতক করে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন, যাহা কেশব পাল, পিতা- নিমাই চন্দ্র পাল ২০১৮ সালে ২৭.০৩.২০১৮ তারিখে ডোমজুড় এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ১৫৬ নং দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার অলোক কুমার দাস-এর নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত বিষয়ে দাতগ্ণ বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও-এর নিকট আপিত করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

কাঠগড়ায় মাস্টারমশাই, তাঁর বিরুদ্ধে মামলার প্রেক্ষাপট শুনেই এজলাসে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন খোদ বিচারক

কোচবিহার, ২১ জুনঃ স্কুলের প্রথম পিরিয়ড শুরু হয়ে গিয়েছিল। রোল কলও প্রায় শেষের মুখে। সে সময়ে ক্লাসে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্র। মাথাভাঙা হাইস্কুলের শিক্ষক তন্ময় চক্রবর্তী তখন সেই ছাত্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, তার কেন এত দেরি? এই হল সূত্রপাত। ছাত্র তার সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন, মুখে-মুখে তর্কও করতে থাকে, যে দেরি একটু আধটু হতেই পারে, তার জন্য কেন ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না? স্যর, ক্লাসে ঢুকতে দেন। রোল কলের পর তিনি দেখতে পান, ওই ছাত্র আগে পরপর তিন দিন আসেনি, অথচ নোটবুকে অভিভাবকের সই করিয়ে আনেনি। সে প্রশ্ন করাতে ছাত্র আরও উশৃঙ্খলতার পরিচয় দেয়। শিক্ষকের সঙ্গে অভব্য আচরণ করতে থাকে। তাতে শাসন করেছিলেন শিক্ষক। সে শাসন ছিল কেবলই মৌখিক। ছাত্র বাড়িতে যায়, অভিভাবককে জানায়। এরপরই অনাকাঙ্খিত ঘটনা। ওই ছাত্রের বাবা মা চলে

আসেন স্কুলে। প্রথমে টিচার ইনচার্জের সঙ্গে কথা, পরে স্যর তন্ময় চক্রবর্তীর সঙ্গে! তবুও মেটে না সমস্যা। বাকি শিক্ষকরা বোঝান, স্কুলে স্যররা ছাত্রদের শাসন করবেনই। কিন্তু স্কুল থেকে বেরিয়ে অভিভাবকরা চলে যান থানায়। সরাসরি প্রভাব খাটিয়ে শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ। অভিযোগ পেয়ে প্রথমে স্কুলে, তারপর শিক্ষকের বাড়িতেই পৌঁছে যায় পুলিশ। শিক্ষককে গ্রেফতার। এই হল গোটা ঘটনার প্রেক্ষাপট। মাথাভাঙা হাইস্কুলের স্যর তন্ময় চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৬(২), ১১৫(২) এবং ১১৭(২) ধারায় মামলা রুজু হয়। জেলা আদালতে মামলাটি ওঠে। আদালতের প্রায় সব আইনজীবী ও সরকারি আইনজীবীও শিক্ষকের পাশে দাঁড়ান। আদালত চত্বরের বাইরে অপেক্ষায় ছিল তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা। ভরা এজলাসে এই মামলার প্রেক্ষাপট যখন শোনে বিচারক, তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। বিচারক বলেন, ''এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা। এই ধরনের ঘটনা কাঙ্খিত নয়।'' শিক্ষকের আইনজীবী কৌশিক ভদ্র বলেন, ''যিনি এই মামলাটা করেছেন, হয়তো না বুঝেই করেছেন, যে এতে সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে। যে দলের নাম ভাঙিয়ে থানায় জোর খাটিয়েছেন, আমি খবর পেয়েছি, সেই দলও তাঁকে স্বীকৃতি দেয়নি।'' শুনানিতে গোটা বিষয়টি শোনার পর এজলাসের মধ্যেই প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করেন। বিচারক প্রশ্ন করেন, ''এই ধরনের মামলা কেন আদালতে আসবে? পুলিশই বা কেন এত সক্রিয়তা দেখাতে গেল?'' সংশ্লিষ্ট অফিসারকে কারণ দর্শনেরও নোটিস দিয়েছে আদালত। বিচারকের মন্তব্য, ''শিক্ষকেরা শাসন করেন বলেই আমরা আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি।'' তিনি শিক্ষককে পিআর বন্ডে মুক্তি দেন এবং তদন্তকারী অফিসারকে এই ধরনের মামলা শুরু করার কারণ ব্যাখ্যা করতে নির্দেশ দেন। মাস্টারমশাইদের উদ্দেশেও বিচারক বলেছেন, ''আপনারা শাসন করবেন আপনাদের মতন করেই, নাহলে ভবিষ্যৎ সমাজ কীভাবে তৈরি হবে?'' তিনি এজলাসে দুঃখপ্রকাশও করেন, এজলাসে বসেই ক্ষমা চান বিচারক। মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা চিদকণা সাহা বলেন, ''এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক সমাজ যে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিয়েছে, তাতে ভবিষ্যতে কেউ কোনও শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন বা মিথ্যা অভিযোগ আনার আগে দ্বিতীয়বার ভাবতে বাধ্য হবেন। শিক্ষকরা সমাজ গঠনের কারিগর। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব।'' জামিনে মুক্তি পেয়ে আদালতের বাইরে যখন শিক্ষক আসেন, তখন তাঁর জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল বাকি পড়ুয়ারা, তাঁর সহকর্মীরা, অন্যান্য আইনজীবীরাও। তিনি বেরোতেই শুরু হয় পুষ্পবৃষ্টি। তাঁকে ফুলের মালায় বরণ করা হয়। আর আবেগে স্যর তন্ময় চক্রবর্তী কেঁদে ফেলেন। সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''আমি জানি না এই ফুলের মালা আমার প্রাপ্য কিনা। শুধু এটুকু বুঝেছি, এত বছরের শিক্ষকতার জীবনে যাদের মানুষ করতে চেয়েছি, তারা মানুষ হয়েছে।'' ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে হাত উঁচিয়ে বলেন, 'তোরা অনেক বড় হ্'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum Notice of
e-NIT No.: KMDA/HOUSING/SE/CIR-II (KIT Wing)/NIQ-01/2026-2027
With reference to above NIT the following change has been made. Please read end date & time of Online Bid submission is 29.06.2026, Time: 15.00 hrs. in place of 16.06.2026 Time: 14-00 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-156)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T10782(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V,
Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27/000051, Dated : 16-06-2026
Name of work : Toilets (03 nos) repairing works at Ground Floor of SDF Building
Value of work : Rs 7,33,888.78 (Approx.)
Due date of Submission : 07 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details contact : 9432137382
ICA-T10785(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/DIV-III/Circle III(BSUP)/NIT-04/2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-III, Circle III(BSUP), Housing Sector, KMDA, 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Emergency day to day cleaning of chowked underground sewer line, gully pit, manhole, master pit etc. in KIT Housing Scheme Nos. BRS-X, SIH-IV & IV (S) under Housing Sector, KMDA., Rs.2,97,511/-, Rs.5,960/-, 10 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 30.06.2026, Time: 12.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-139)**
www.wbtenders.gov.in ICA-T10772(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 09/HDA/EC/2026-27
Online (e-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"PROVIDING SPEED BREAKER AND PAINTING OF EXISTING SPEED BREAKER ON THE ROAD FROM BC ROY HOSPITAL TO CITY CENTRE UNDER HALDIA MUNICIPALITY." Estimated Cost :** Rs. 301187/- **Document downloading :** 23.06.2026 to 29.06.2026. **Bid submission dates :** 25.06.2026 to 29.06.2026. Information in details is available in the office and in the website of HDA : www.hda.gov.in E-Tender can be submitted through: www.wbtenders.gov.in Sd/- Chief Executive Officer, HDA. ICA-T10769(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-502/2026, Dated - 15/06 /2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for"Supply and Installation of water purifier at Onda Super Speciality Hospital for the "Rattier Sathi" during the year 2024-2025." Last date of submission of bid (online) - 07/07/2026, 12:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on or after 23/06/2026, 11:00 AM. Clarification requests, if any may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no: 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal
ICA-T10754(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/DIV-VI/Circle II (KIT)/NIT-03/2026-2027
e-Tender is invited by the Executive Engineer, DIV-VI, Circle II (KIT), Housing Sector, KMDA (Erstwhile KIT), 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Deployment of semiskilled labour as pump operator for operation of pump at Jadavpur KIT Market under Housing Sector, KMDA., Rs.2,10,065/- (including GST), Rs.4,210/-, 01 year, **Last date & time of Online Bid submission:** 29.06.2026, Time: 12.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-144)**
www.wbtenders.gov.in ICA-T10775(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Notice Inviting Tender
Executive Engineer, Kaliaghai-Kapaleswari-Baghai Project Division invites following tenders from outside Bonafide contractors for works at Sabang. NIT No.: WBIW/EE/KKBPD/e-NIT-02 of 2026-27 for 04 Nos. work at Sabang of value from Rs. 5.60 Lakh up to Rs. 7.02 Lakh under KKB Project Division. Tender forms and other details can be obtained from the Departmental website https://iwd.wb.gov.in/etenders_and_notices or https://wbtenders.gov.in (Direct Site). Last dates of bid submission is on 06.07.2026 up to 10.00 Hrs. Sd/- D. K. Singh, Executive Engineer, K.K.B. Project Division, Irrigation and Waterways Directorate, Temathani, Paschim Medinipur. ICA-T10747(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & waterways Directorate
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-NIT NO. WBIW/SDO/AISD/e-NIT-02/26-27
Encrypted electronic bids are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible Bonafide contractors for 4 (Four) nos. Work amounting to rupees ranging from 1.00 lakh to 4.90 lakh. Last date & time of Bid submission is 29.06.2026 till 16:00 Hours IST. Other details may be seen in the website www.wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in and in the office of the undersigned. Further corrigendum and addendum, if issued, will be published in website. Sd/-Sub-Divisional Officer, Arambagh Irrigation Sub-Division ICA-T10746(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Notice Inviting Tender
Sub-Divisional Officer, Kaliaghai-Kapaleswari-Baghai Project Sub-Division No-II invites following tenders from outside Bonafide contractors for works at Sabang. NIT No. WBIW/SDO/KKBPSD-II/e-NIT-01 of 2026-27 for 04 Nos. Civil Works. Tender forms and other details can be obtained from the Departmental website https://iwd.wb.gov.in/etenders_and_notices or https://wbtenders.gov.in (Direct Site). Last dates of bid submission is on 29.06.2026 up to 17.30 Hrs. Sd/- N.Dey Sub-Divisional Officer, K.K.B. Project Sub-Division No-II, Irrigation and Waterways Directorate, Sabang, Paschim Medinipur. ICA-T10744(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
No. 1/WBFOR/KSD/2026-27
The undersigned invites e-Tender for Installation of Tube Well under WB-FBCCCR Project during 2026-27 at Kenda Mouza, Kenda Beat of Manbazar-I Range under Kangsabati South Division. The last date for bid submission is 03.07.2026. For viewing and participating in e-tender visit www.wbtenders.gov.in And for details contact the office of the Divisional Forest Officer, Kangsabati (South) Division, Raghabpur Forest Complex, Raghabpur More, PO & Dist. Purulia, PIN-723101. The details may also be obtained from www.westbengalforest.gov.in Sd/- Divisional Forest Officer, Kangsabati South Division, Purulia. ICA-T10739(1)/2026

NOTICE INVITING TENDER
SNIT No WBIW/SE/SWMEC/SNIT-01/2026-27
SNIT invited by the Superintending Engineer, South West Mechanical & Electrical Circle, Durgapur-02 for "Emergent replacement work of draw shutter (4 nos) & flap shutter (4 nos) along with embedded parts and hoisting arrangement etc under block: Nandigram-I, P.S.-Nandigram in the district of Purba Medinipur." Last date of application 24.06.2026 up to 17:00 Hrs & Dropping 25.06.2026 up to 11:00 Hrs. The other details may be seen from the web site https://www.iwd.wb.gov.in' or https://www.wbiwd.gov.in/ and also from office of the undersigned on any working days.
Sd./- Superintending Engineer, South West Mechanical & Electrical Circle Durgapur-02, Paschim Bardhaman

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মন্টু কুমার পাত্র, পিতা- স্বর্গীয় গোপীনাথ পাত্র এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রি অফিস ডোমজুড়ে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৪০৩৮৮২/২০২৩ নং ও ০৫০৮০৩৭৫৩/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রি অফিস ডোমজুড় হইতে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৪০২৯৮১/২০২৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা ০৫.৭৮ শতক জমি ক্রয় করেন। আমমোক্তার সুজিত পাল, পিতা- স্বর্গীয় বলাই চন্দ্র পাল ও সুপ্রিয়া দাস, স্বামী- সঞ্জয় দাস, মৌজা - উত্তর ঝাঁপড়দহ (০৯), হাল- ৪১২ ও ১৪৭৯ নং খতিয়ানে হাল - ৮৫১ ও ৮৫৩ নং দাগের সম্পত্তি খরিদ করিয়া উক্ত জমির মিউটেশান করানোর জন্য ডোমজুড় B.L. & L.R.O. অফিসে আবেদন করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

SOURAV GHOSH, ADVOCATE
HOWRAH JUDGE'S COURT

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ শিবু বর্মন
আমোক্তারনামা দাতাঃ অরুন কুমার রায়
ঠিকানাঃ রায়কত পাড়া, থানা ও জেলা- জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ শিবু বর্মন
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ IV-93 নং বহি 17.09.2009 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 1763-23/04/2010
নামজারি কেস নংঃ MN/2026/0702/4046

উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।

দলিলে বর্ণিত তলশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ মৌজা- খড়িয়া সিট নং-১২, আর.এস. দাগ-২৯, এল.আর দাগ-১৮৪, আর.এস খতিয়ান-৬৫৭৭, এল.আর খতিয়ান-১১০৮, জমির পরিমান ৪.১৩ ডেসিমেল (আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ শিবু বর্মন
পিতাঃ কালিচরণ বর্মন
ঠিকানাঃ ১০৪ ফুলকাডাবরী, পোঃ- বাগডোগরা, থানা- কুচলিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিশ নং.
N-235-62 TELE TENDER-07-2026
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর হয়ে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরক্ষপুর সদর দপ্তরের উপ-প্রধান সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (টেলি) এমন ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যাদের টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা অনুযায়ী পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। (১) টেন্ডার নংঃ N-235-62 Tele Tender-07-2026, (২) কাজের নামঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরক্ষপুরের ২-বিএন আরপিএসএফ রাজহি ক্যাম্পের ব্যাটালিয়ন চত্বরে নতুন প্রস্তাবিত বিশ্রামাগার সংক্রান্ত টেলিকম কাজ এবং সিসিটিভি স্থাপন। (৩) টেন্ডারের মূল্যঃ ₹৩৬,৫৯,৪২০.২৮ (ছত্রিশ লক্ষ উনষাট হাজার চারশ কুড়ি টাকা আটাশ পয়সা মাত্র)। (৪) বিড সিকিউরিটি (জামানত)ঃ ₹৭৩,২০০/- (৫) প্রস্তাবের বৈধতাঃ ৬০ দিন। (৬) টেন্ডার বন্ধ ও খোলার তারিখ ও সময়ঃ ২০-০৭-২০২৬ তারিখ, সময় ১৫:৩০ ঘণ্টা। (৭) কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমাঃ ০৪ (চার) মাস। (৮) টেন্ডার সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তনের জন্য, অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী দেখতে ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটটি দেখুন। (৯) বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নথিপত্র, যোগ্যতার মাপকাঠি এবং শর্তাবলী **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারকারী/বিডদাতাদের অবশ্যই তাদের বিডের সাথে সমস্ত প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি/ফরম্যাট/অ্যানেক্সচার আপলোড করতে হবে।
উপ-প্রধান সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/(টেলি)/সিপিআরও/সিগন্যাল-৫৮ সদর দপ্তর, গোরক্ষপুর
কখনও ট্রেনের ছাদ বা ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following work:
NIT No. : KCM/WS/PG_66/T-11/26-27
Name of work : **Repairing of leaks of 100 MM, 150 MM & 200 MM dia filtered water mains at different spots (143/15 P.G. Rd, 18 Kustia Rd, 20 Tiljala Ln. etc.) in Ward No. 66.** Estimated Amount : **Rs. 2,98,708.00**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **14 Days**. Last date of receipt/opening of tender (online) : **10.07.2026** at **1 p.m. / 13.07.2026** at **1 p.m**. The bid forms and other details are from the website **https://etender.wb.nic.in / http://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply/ GRWW), KMC** invites e-tender for the following work:
NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/26-27/PH-II/09
Name of work : **Modification of chlorine dosing line with replacement of worn out spare parts, testing and commissioning of chlorination system for chlorinator (20KG/Hr.) No. 3 at WTP-III, GRWW**. Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs. 5,600.00**. Period of Completion : **07 Days**. Last date and time of receipt/opening of tender (online) : **01.07.2026** at **2 p.m. / 03.07.2026** at **2 p.m**. The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (C) (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/66 (1st Call) Name of the work : **Repairing of Mahatma Gandhi Road near Badamtala and other surrounding area under Br-XVI and XIII**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,82,160.23** (Excl. Contingency Amt). Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
2. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/65 (1st Call) Name of the work : **Repairing of Mahatma Gandhi Road (in patches) from D. H Road Junction to James Long Crossing and surrounding area in Ward No-143 under Br-XVI**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,83,912.47** (Excl. Contingency Amt). Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **150 Days**. Last date and time of submission of all bids : **07.07.2026** at **12 noon**. (for Sl. No. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/940 (1st Call) Name of the work : **Construction of drainage adjunct at New Anny Sarani in Ward No-144, under Br-XVI**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,94,316.22** (Excl. Contingency Amt). Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of all bids : **03.07.2026** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **27.06.2026** at **12 noon** (for Sl. No. 1) / **25.06.2026** at **12 noon** (for Sl. No. 2) and **22.06.2026** at **12 noon** (for Sl. No. 3). The website : **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer/IGWTP (WS), KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):
1. NIET. Ref. No. : KMC/IGWTP/006/26-27 Dated:17.06.2026 Name of work : **Maintenance of the surrounding area of the labour sheds and security duty points within SSFB areas at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST 18% & LWC @1%): **Rs. 2,43,549.00**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Time of Completion : **180 Days.**
2. NIET. Ref. No. : KMC/IGWTP/007/26-27 Dated:17.06.2026 Name of work : **Maintenance of the areas along the high tension power corridor from Gate No.-3 to Gate No.-7 along final settling tank at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST 18% & LWC @1%): **Rs. 3,97,676.00**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Time of Completion : **180 Days.**
3. NIET. Ref. No. : KMC/IGWTP/008/26-27 Dated:17.06.2026 Name of work : **Upliftment of the northern alignment premises of the clarifier no.-1,2 & 3 by removal of slushy earth, jungles etc. at 100MGD Clarifier Plant, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST 18% & LWC @1%): **Rs. 2,38,398.00**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Time of Completion : **180 Days.**
4. NIET. Ref. No. : KMC/IGWTP/009/26-27 Dated:17.06.2026 Name of work : **Procurement and refilling of fire extinguisher at intake station 2, pressure station 2, 60 MGD WTP & quarter premises, under IGWTP.** Estimated Amount (Including GST 18% & LWC @1%): **Rs. 2,99,088.00**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Time of Completion : **30 Days.**
5. NIET. Ref. No. : KMC/IGWTP/010/26-27 Dated:17.06.2026 Name of work : **Maintenance of the premises of HT Pump-Motor No.-4 and its valve chamber, switch gear floors, transformer rooms etc by sweeping, cleaning at Pressure Station-2, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST 18% & LWC @1%): **Rs. 4,88,436.00**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Time of Completion : **300 Days.** Cost of tender & tender documents (Rs.): **NIL** (for Sl. No. 1 to 5). For full and further details with last time and date of submission of tender online please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5). Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (C), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/01/2026-2027 Name of work : **Restoration of I.P.S passages and footpath at B.B. Ganguly Street, etc in Ward No.-50**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,87,102.95**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/02/2026-2027 Name of work : **Repairing & restoration of road surface & ancillary work at Serpentine Ln etc in Ward No.-50**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,95,398.12**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **03.07.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of tender : **06.07.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from **23.06.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).
140/26-27

টোলকর্মীকে গাড়িতে ঝুলিয়ে ১২ কিমি টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ, যুবকের তৎপরতায় প্রাণরক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইসলামপুরঃ সিনেমার দৃশ্যকেও হার মানাবে এই ঘটনা। এক টোলকর্মীকে ধরে গাড়ির বাইরে ঝুলিয়ে বেপরোয়া ভাবে ১২ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গেলেন চালক! শেষমেষ এক যুবকের তৎপরতায় প্রাণে রক্ষা পেলেন ওই টোলকর্মী। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি মহকুমার ঘোষপুকুর টোলপ্লাজায়। অসম নম্বরের একটি গাড়ির সঙ্গে প্রথমে ওই টোলকর্মী রাকেশ সিংয়ের বচসা বাধে। অভিযোগ, কথা কাটাকাটি চলাকালীন আচমকা গাড়ির ভিতর থেকে তাঁর হাত ধরে ফেলেন এক ব্যক্তি। সেই অবস্থাতেই চালক গাড়ি চালানো শুরু করে দেন। গাড়িটি শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে ইসলামপুরের বাসিন্দা মহম্মদ বাবলু এক রোগীকে নিয়ে শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের দিকে যাচ্ছিলেন। ঘোষপুকুর টোলপ্লাজা পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে বাবলু ওই গাড়িতে টোলকর্মীকে ঝুলতে দেখেন। দূর থেকে দেখে ইসলামপুরের বাসিন্দা আন্দাজ করেন, কিছু একটা ঘটেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে ওই গাড়ির পিছু নেন বাবলু। পাশাপাশি

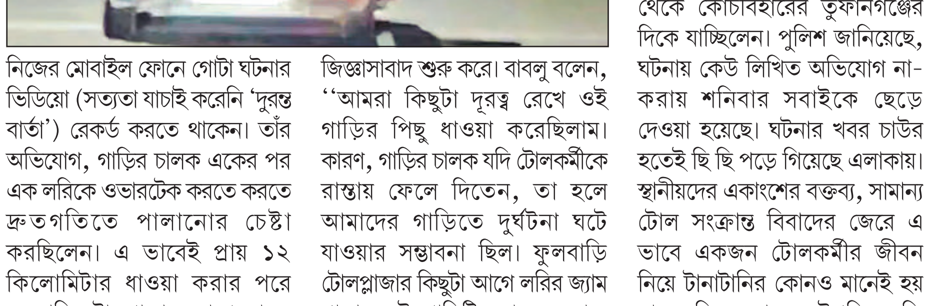

নিজের মোবাইল ফোনে গোটা ঘটনার ভিডিয়ো (সত্যতা যাচাই করেনি 'দুরন্ত বার্তা') রেকর্ড করতে থাকেন। তাঁর অভিযোগ, গাড়ির চালক একের পর এক লরিকে ওভারটেক করতে করতে দ্রুতগতিতে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। এ ভাবেই প্রায় ১২ কিলোমিটার ধাওয়া করার পরে ফুলবাড়ি টোলপ্লাজার আগে বাবলু এবং অন্য গাড়ির চালকরা ওই গাড়িটিকে থামাতে সক্ষম হন। ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা রাকেশকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। পুলিশ এসে ওই গাড়ির চালক-সহ গাড়িতে থাকা অন্য যাত্রীদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। বাবলু বলেন, ''আমরা কিছুটা দূরত্ব রেখে ওই গাড়ির পিছু ধাওয়া করেছিলাম। কারণ, গাড়ির চালক যদি টোলকর্মীকে রাস্তায় ফেলে দিতেন, তা হলে আমাদের গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ফুলবাড়ি টোলপ্লাজার কিছুটা আগে লরির জ্যাম থাকায় ওই গাড়িটি স্লো হয়ে যায়। তখনই আমরা গাড়িটিকে আটকে দিই। আমি পুলিশকে গোটা ঘটনাটা জানিয়েছি। ভিডিয়ো ফুটেজও দিয়েছি পুলিশকে।'' আক্রান্ত টোলকর্মী বলেন, ''কথাবার্তা চলাকালীন ওরা আচমকা আমার হাত ধরে ভিতরে টেনে নেন। তার পরে গাড়ি চালানো শুরু করে দেন।'' পুলিশ সূত্রে খবর, ওই গাড়িতে চালক ছাড়াও একজন মাঝবয়সী, একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেন একজন মহিলা এবং দুই শিশুও। তাঁরা প্রত্যেকে শিলিগুড়ির বাসিন্দা। তাঁরা রায়গঞ্জ থেকে কোচবিহারের তুফানগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় কেউ লিখিত অভিযোগ না-করায় শনিবার সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর চাউর হতেই ছি ছি পড়ে গিয়েছে এলাকায়। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, সামান্য টোল সংক্রান্ত বিবাদের জেরে এ ভাবে একজন টোলকর্মীর জীবন নিয়ে টানাটানির কোনও মানেই হয় না। এ দিকে, বাবলুর উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন বহু মানুষ।

কতকথা

রবিন হুডের শেষ আশ্রয়ের অবসান! ১২০০ বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে ঝরে পড়ল শেরউডের 'মেজর ওক'

ইংল্যান্ডের শেরউড অরণ্যের ইতিহাস, কিংবদন্তি ও লোককথার এক জীবন্ত সাক্ষী ছিল ' মেজর ওক'। প্রায় ১২০০ বছর ধরে মাথা উঁচু করে দাঁ।য়ে থাকা এই বিশাল ওক গাছটি এখন আর জীবিত নেই বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বহু শতাব্দীর স্মৃতি ধারণ করে রাখা গাছটির সম্ভাব্য মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ইতিহাসপ্রেমী, পরিবেশবিদ এবং পর্যটকদের মধ্যে নেমে এসেছে গভীর হতাশা। শেরউড অরণ্যের এই বিখ্যাত বৃক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি নায়ক রবিন হুডের নাম। লোককথা অনুযায়ী, অত্যাচারী নটিংহ্যাম শেরিফের হাত থেকে বাঁচতে রবিন হুড এবং তাঁর সঙ্গীরা এই বিশাল গাছের ফাঁপা কাণ্ড ও বিস্তৃত ডালপালার আ।।লে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই থেকেই গাছটি ' হুড ট্রি' নামে পরিচিতি লাভ করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি শুধু একটি গাছ নয়, বরং সাহস, প্রতিরোধ এবং ন্যায়বিচারের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।'মেজর ওক'-এর আকারও ছিল বিস্ময়কর। এর কাণ্ডের প্রস্থ প্রায় ১১ মিটার এবং ডালপালার বিস্তার প্রায় ২৮ মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এত বিশাল

আকৃতির কারণে এটি শেরউড অরণ্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পর্যটক এই ঐতিহাসিক বৃক্ষটি দেখতে আসতেন। গাছটির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্থানীয় প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। ডালপালা ভেঙে পড়া রোধ করতে বিশেষ কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল। তবে চলতি বছর থেকেই উদ্বেগের লক্ষণ দেখা দেয়। সাধারণত বসন্ত এলেই গাছটি নতুন পাতায় ভরে উঠত। কিন্তু এ বছর বসন্ত পেরিয়ে গেলেও 'মেজর ওক'-এ কোনো নতুন পাতা গজায়নি। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর তাঁদের ধারণা, গাছটি আর জীবিত নেই।বিজ্ঞানীদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং দীর্ঘস্থায়ী খরার প্রভাব এই প্রাচীন বৃক্ষের মৃত্যুর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইংল্যান্ডে অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহ ও আবহাওয়ার পরিবর্তন বহু পুরনো বৃক্ষের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। 'মেজর ওক'-এর সম্ভাব্য মৃত্যু সেই সংকটেরই এক প্রতীকী উদাহরণ। একটি গাছের মৃত্যু হয়তো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের অংশ। কিন্তু 'মেজর ওক'-এর বিদায় যেন তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এটি একটি যুগের অবসান, একটি কিংবদন্তির স্মারক হারিয়ে যাওয়ার বেদনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ বাস্তবতার আরেকটি সতর্কবার্তা। শেরউড অরণ্যের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রাচীন বৃক্ষ হয়তো আর নেই, কিন্তু রবিন হুডের গল্প এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাস মানুষের স্মৃতিতে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

পথদুর্ঘটনার বলি হাওড়া

অভিজিৎ হাজরা,আমতা,২১ জুন ঃ পরিবেশকর্মী , বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী ও ডট ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার দীপঙ্কর পোড়েল আমতা - রানীহাটি রোডে যেতে গিয়ে দেখেন গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা - রাণিহাটি সড়ক পথের দশ নম্বরের পোলের কাছে হরিদাদপুরে স।কের ওপরে একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ গন্ধগোকুল বা Small Indian Civet এর মৃতদেহ পড়ে আছে। দেখে ওনার মনে হয় পথ দূর্ঘটনায় মারা গিয়েছে প্রাণীটি। স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে দীপঙ্কর কথা বলে জানেন , রাত ৯টা নাগাদ রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে বাইকের আঘাতে মাথায় চোট লেগে মারা যায় গন্ধগোকুলটি। দীপঙ্কর বলেন, এই এলাকার আশেপাশেই ঘন ঝোপঝাড়। এই ঝোপঝাড়েই ওরা নিভৃতে থাকতে ভালোবাসে এবং রাতের বেলা খাদ্য সংগ্রহে বের হয়।

NAME CHANGE

I, Shailen Sarkar (Old Name) S/O–Nirmal Sarkar resident of Vill- Sahapur , Po- Chhatina, Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Shailen Sarkar to Saillen Sarkar and henceforth I shall be known as Saillen Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/06/2026. My name Saillen Sarkar & Shailen Sarkar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tufaj Sardar (Old Name) S/O–Yarali. Sardar resident of Mrigi, Guptapara, Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741165 do hereby declared that I have changed my name from Tufaj Sardar to Tufazel Sardar and henceforth I shall be known as Tufazel Sardar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/06/2026. My name Tufazel Sardar & Tufaj Sardar both are same and one identical person.

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Sahenur Rahaman (Old Name) S/O–Eanus Mandal resident of Vill-Chanderpara , Po-Sahebrampur , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Sahenur Rahaman to Sahinur Rahaman and henceforth I shall be known as Sahinur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/06/2026. My name Sahinur Rahaman & Sahenur Rahaman both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Golam Martuja (Old name) S/o-Abdul Salam Shaikh, Resident at, Vill-Sripur Namopara Po- Sripur, Ps-Hariharpara Dist-Murshidabad, 742166 West Bengal. I have changed my name Md Golam Martuja to Golam Mortuja Shaikh (New name) I shall be known as Golam Mortuja Shaikh vide affidavit no.12AC 810441 before the Judicial Magistrate 1St class 2nd Court at Berhampore on 25/09/2025 Golam Mortuja Shaikh & Md Golam Martuja same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Md Shamsul Alam, SO Golam Rasul Saiekh, গ্রামঃ বারা কসবাপাড়া, পোঃ বারা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। Najmin Khatun আমার মেয়ে। আমার আসল নাম Md Shamsul Alam, SO Golam Rasul Saiekh, যা আধার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মেয়ের স্কুল শংসাপত্রে আমার নাম Samsul Alam লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৮.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২১৮০৮ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Najmin Khatun, DO Md Shamsul Alam and Najmin Khatun, DO Samsul Alam এক এবং অভিন্ন। এখন থেকে আমার মেয়ে সর্বত্র Najmin Khatun, DO Md Shamsul Alam নামে পরিচিত হল।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে সচেতনতামূলক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে সচেতনতামূলক কর্মশালা কলকাতা, ২১ জুন ঃ বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুরের যোগ ক্লাব , কলকাতার বিবেকানন্দ যোগ অভ্যাস সংস্থা এবং ক্রীড়া ভারতীর যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি কলেজের বিবেকানন্দ সভাঘরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার সফল আয়োজন করা হয়। এবারের কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য ছিল সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ ।এই কর্মশালার আয়োজক ও আহ্বায়ক ছিলেন বিবেকানন্দ কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা প্রফেসর টুসি মিস্ত্রী এবং প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্মীদের মধ্যে যোগব্যায়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শারীরিক স্বাস্থ্য , মানসিক সুস্থতা ও সক্রিয় বার্ধক্য অর্জনে যোগচর্চার ভূমিকা তুলে ধরা। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ব্যঞ্জক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাত, কলকাতা, ২১ জুনঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ২১ জুন, ২০২৬ তারিখে অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-২০২৬ উদযাপন করেছে। এ বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল বিষয়বস্তু বা থিম হলো সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগব্যায়াম।দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং গার্ডেন রিচ-এ অবস্থিত এসইআর সদর দপ্তরের বিএনআর ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে যোগব্যায়াম পর্বের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। এসইআর সদর দপ্তরে আয়োজিত এই যোগব্যায়াম পর্বে দ্য আর্ট অফ লিভিং, কলকাতা সেন্টার-এর বিশেষজ্ঞ যোগ প্রশিক্ষকদের পরিচালনায় আধিকারিক ও কর্মীরা 'কমন যোগ প্রোটোকল' অনুযায়ী যোগব্যায়াম অনুশীলন করেন।সচেতনভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ এবং ধ্যানের মাধ্যমে যোগব্যায়াম মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমায়। এটি শরীরের নমনীয়তা ও শক্তি বৃদ্ধি করে এবং শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে।আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারের (লাইভ স্ট্রিমিং) ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এছাড়া দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চারটি বিভাগ-খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর এবং রাঁচিতেও আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয়েছে।

রুশ তেলবাহী জাহাজে অভিযানের জেরে ব্রিটেনের হাতে বন্দি ভারতীয় ক্যাপ্টেন!

ব্রিটেন, ২১জুন ঃ আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে উত্তেজনার আবহের মধ্যেই নতুন করে আলোচনায় উঠে এলেন এক ভারতীয় নাবিক। কয়েকদিন আগেই পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে মার্কিন হামলায় তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর ঘটনা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ব্রিটেনে আটক হলেন ভারতীয় জাহাজ-অধিনায়ক অজয় পন্থ। রুশ তেলবাহী একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। ঘটনার পর থেকেই তাঁর মুক্তি নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা, আর উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে তাঁর পরিবার। সূত্রের খবর, রাশিয়া থেকে ভারতে আসার পথে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করছিল একটি তেলবাহী জাহাজ। সেই সময় ব্রিটিশ জলসীমায় প্রবেশ করার পর জাহাজটিকে আটক করা হয়। জাহাজের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন ভারতের উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা অজয় পন্থ। অভিযানের সময় তাঁকে হেফাজতে নেয় ব্রিটিশ প্রশাসন। জানা গিয়েছে, গত ১৪ জুন থেকে তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, গ্রেপ্তারের খবর প্রথমদিকে পরিবারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পৌঁছায়নি। অজয়ের স্ত্রী ঋতু পন্থ জানিয়েছেন, তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারেন। পরিবারের দাবি, এত বড় একটি ঘটনায় সরকারি বা কূটনৈতিক সূত্র থেকে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা চরম উকন্ঠার মধ্যে রয়েছেন। ঘটনাটি সামনে আসার পর উত্তরাখণ্ড সরকারও

সক্রিয় হয়েছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব শৈলেশ বাগুলি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রককে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে দ্রুত কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে অজয়ের মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। একইসঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁর আইনি ও মানবিক অধিকার সুরক্ষার বিষয়েও নজর দেওয়া হচ্ছে। জানা গিয়েছে, আটক হওয়া জাহাজটিতে মোট ২৫ জন নাবিক ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ভারতীয় নাগরিক। তবে ব্রিটিশ প্রশাসন শুধুমাত্র ক্যাপ্টেন অজয় পন্থকেই হেফাজতে নিয়েছে। বাকি নাবিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই বিষয়টি নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পরিবারের দাবি, অজয় একজন পেশাদার নাবিক হিসেবে শুধুমাত্র তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করছিলেন। জাহাজের মালিকানা, কার্গোর উৎস বা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রায় এক লক্ষ টন উরাল ক্রুড তেল নিয়ে জুন মাসের শুরুতে রাশিয়া থেকে যাত্রা শুরু করেছিল জাহাজটি। গন্তব্য ছিল ভারতের গুজরাটের সিক্কা বন্দর। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দাবি, জাহাজটি বৈধ জাতীয় পতাকা ছাড়াই সমুদ্রপথে চলাচল করছিল। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইনে প্রতিটি জাহাজের একটি নিবন্ধিত পতাকা থাকা বাধ্যতামূলক, যা তার আইনি পরিচয় বহন করে। অভিযোগ, এই জাহাজটি অতীতে ক্যামেরুনের পতাকা ব্যবহার করলেও বর্তমানে কোনও বৈধ পতাকার অধীনে ছিল না। এছাড়া রুশ তেল পরিবহনের বিষয়টিও তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে রাশিয়ার জ্বালানি রপ্তানি নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলির বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর রয়েছে। যদিও ভারত সরাসরি সেই নিষেধাজ্ঞার অংশ নয়, তবুও ব্রিটিশ জলসীমায় প্রবেশকারী সন্দেহভাজন জাহাজগুলির উপর কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। সেই কারণেই জাহাজটিকে আটক করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত অভিযোগপত্র প্রকাশ করা হয়নি। তবে যদি গুরুতর সামুদ্রিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে অজয় পন্থের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-অজয় পন্থ কবে মুক্তি পাবেন? তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রকৃতি কী? একজন কর্মরত ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি কি শুধুই দায়িত্ব পালন করছিলেন, নাকি তদন্তে অন্য কোনও তথ্য উঠে আসবে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। এদিকে পরিবার, সহকর্মী এবং প্রশাসনের নজর এখন একটাই বিষয়ে-দ্রুত কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে অজয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার পথ সুগম করা। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সামুদ্রিক আইন এবং রুশ তেল বাণিজ্যকে ঘিরে জটিল এই ঘটনায় আপাতত অনিশ্চয়তার মেঘ কাটার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে নদিয়া জুড়ে উৎসবের আবহ, যোগচর্চায় সামিল হাজারো মানুষ

ছোটন বিশ্বাস, নদিয়া, ২১ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রবিবার নদিয়া জেলাজুড়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হল যোগের এই বিশ্বজনীন উৎসব। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং ইস্কন মায়াপুরের উদ্যোগে দিনভর অনুষ্ঠিত হয় যোগাভ্যাস ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সকাল থেকেই যোগচর্চায় অংশ নেন প্রশাসনিক কর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ। কৃষ্ণনগরের দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলার জেলাশাসক, প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা একযোগে যোগাভ্যাসের মাধ্যমে সুস্থ ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের বার্তা তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাত্রায় মানসিক চাপ ও শারীরিক নানা সমস্যার মোকাবিলায় যোগব্যায়াম একটি কার্যকর উপায়। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যোগচর্চার প্রসার ঘটানো অত্যন্ত জরুরি।এদিন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি নদিয়াতেও ছিল বিশেষ উৎসাহ। কল্যাণী স্টেডিয়ামে রানাঘাট পুলিশ জেলা ও কল্যাণী মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় বৃহৎ যোগাভ্যাস কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক অনুপম বিশ্বাস, রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশীষ কুমার মৌর্য, কল্যাণী মহকুমা শাসক প্রীতম সাহা-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। পুলিশ কর্মী, সরকারি কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ একসঙ্গে যোগাভ্যাসে অংশ নিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেন। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ইস্কন মায়াপুরেও। দেশ-বিদেশ থেকে আগত অসংখ্য ভক্ত যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক চর্চা ও শারীরিক সুস্থতার সমন্বয়ে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে। বিদেশি ভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ক্লাব এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-সহ একাধিক সামাজিক সংগঠন নিজেদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করে। ছাত্রছাত্রী থেকে প্রবীণ নাগরিক-সকলের অংশগ্রহণে দিনটি হয়ে ওঠে এক গণআন্দোলনের রূপ। স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা ও মানসিক সুস্থতার বার্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের কর্মসূচি এদিন নদিয়ার সর্বত্রই মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের যৌথ অংশগ্রহণে যোগচর্চার গুরুত্ব আরও একবার নতুন করে তুলে ধরল এই বিশেষ দিন।

প্রবীণ বয়সে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২১ জুনঃ ২১ জুন ২০২৬ তারিখে সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (আইডিওয়াই)-২০২৬ পালন করা হয়। এই সময়ে, স্বাস্থ্য, ফিটনেস এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যোগব্যায়াম একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আবারও বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। যোগব্যায়ামের সুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার অংশ হিসেবে একে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়, সমস্ত ডিভিশন, ওয়ার্কশপ এবং রেলওয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যোগব্যায়াম অনুশীলনের আযোজন করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬-এর বিষয়বস্তু 'প্রবীণ বয়সে সুস্বাস্থ্যর জন্য যোগব্যায়াম' (যোগ ফর হেলদি এজিং), জীবনজুড়ে শারীরিক সুস্থতা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং ভাবনাত্মক সহনশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যোগব্যায়ামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে। এটি নমনীয়তা, শক্তি ও ভারসাম্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যোগব্যায়ামের সক্ষমতার ওপর জোর দেয় এবং পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্যকর ও সক্রিয় জীবনধারাকেও উৎসাহিত করে। এই থিমটি সুস্থ জীবনযাপনের এক বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিকেও তুলে ধরে, যা শরীর, মন ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে এবং সার্বিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে উসাহিত করে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬-এর উদযাপন বিশেষ তাপর্য বহন করে, কারণ এটি এই বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের দ্বাদশ বার্ষিকী, যা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে একটি সুস্বাস্থ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারার জন্য যোগব্যায়াম গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে, যোগব্যায়াম প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার প্রসার, জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন এবং সুস্থ বার্ধক্যকে সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়ে, মালিগাঁওয়ের রেলওয়ে ইনডোর স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের

আযোজন করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব রেলওয়ের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সাথে এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। রেলওয়ে আধিকারিক, কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে বিভিন্ন যোগাসন অনুশীলন করেন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণে তাঁদের অঙ্গীকার প্রদর্শন করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার স্ত্রী আশিস বনসালের নেতৃত্বে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ) কার্যালয়েও আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনেই অনুরূপ কার্যসূচির আযোজন করা হয়, যেখানে হাজার হাজার রেলকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। এই সমন্বিত উদযাপনটি কর্মচারীদের কল্যাণ, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং সুস্থ জীবনযাপনের ওপর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক গুরুত্বকেই প্রতিফলিত করেছে। উত্তর গোলার্ধে বছরের দীর্ঘতম দিন, অর্থাৎ ২১ জুন তারিখে পালন করা 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' ভারসাম্য, সুস্থতা এবং মননশীল জীবনযাপনের প্রতীক। এই তারিখে যোগ দিবস উদযাপন শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক সুস্থতা ও প্রকৃতির মধ্যকার সংযোগকে তুলে ধরে এবং জনসাধারণকে আরও স্বাস্থ্যকর ও দীর্ঘমেয়াদী জীবনধারা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।'প্রবীণ বয়সে সুস্বাস্থ্য 'জন্য যোগব্যায়াম'-এর বার্তাটি আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জনসাধারণের মধ্যে যোগব্যায়ামের সুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছে। ডিজিটাল প্রচারের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জনসাধারণকে উন্নত স্বাস্থ্য, সক্রিয় বার্ধক্য এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হিসেবে যোগব্যায়ামকে গ্রহণ করতে উসাহিত করেছে।

সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করলেই কড়া

১-র পাতার পর -অ্যান্টিসোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি বিল'। দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, বিস্ফোরক ব্যবহার বা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো নির্দিষ্ট অপরাধ মোকাবিলায় তৈরি 'মেনটেন্যান্স' অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট'-এর সংশোধনীতে এর পরিসর আরও বাড়ানো হচ্ছে। প্রশাসন ও পুলিশকেও বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। তবে নতুন বিল 'পাবলিক সেফটি কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যান্টিসোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি'র লক্ষ্য- শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা নয়, জন-নিরাপত্তা। বহু ঘটনায় পুলিশ-প্রশাসন আক্রান্ত হচ্ছে। থানায় ঢুকে সমাজবিরোধীরা আক্রমণ করেছে, প্রাণ ভয়ে লুকোতে বাধ্য হয়েছেন পুলিশকর্মী ও আধিকারিকরা- এমন ঘটনাও ঘটেছে। আক্রান্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। সম্প্রতি ফলতায় এই ঘটনার পরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ধরনের প্রবণতা বন্ধ করতে রাজ্য সরকার এমন কড়া আইন আনছে, যাতে আগামী দিনে এই কাণ্ড করার আগে যে কেউ পাঁচ বার ভাববে। তাঁর নির্দেশেই কড়া আইন আনছে রাজ্য সরকার। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র বা গুজরাটেও সমাজবিরোধী মোকাবিলায় এই ধরনের আইন রয়েছে। তবে ওই তিন রাজ্যে সমাজবিরোধীর সংজ্ঞা কিছুটা ভিন্ন। উত্তরপ্রদেশে এই আইন মূলত গ্যাং-মাফিয়া, তোলাবাজি, জমি দখল, সংগঠিত অপরাধ চক্রের মোকাবিলায় তৈরি করা হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিরোধী বা উগ্রপন্থী সংগঠনের কার্যকলাপের উপরে গুরুত্ব দিতে এই ধরনের আইন রয়েছে। গুজরাটের সংগঠিত অপরাধ ও সন্ত্রাস-সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ককে মাথায় রেখে আইন তৈরি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাট সরকারের এই সংক্রান্ত বিশেষ আইনে তদন্তকারী সংস্থাকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে। কেউ সরকারি সম্পত্তি বা বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করে, তা হলে অভিযুক্ত অপরাধীর সম্পত্তি বিক্রি করে সেখান থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় নিয়ে সুস্পষ্ট প্রস্তাব রাখা হচ্ছে এই নতুন বিলে। ইতিমধ্যেই এই বিল তৈরির প্রস্তুতি চলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে। সূত্রের দাবি, এতে অপরাধের সংজ্ঞা বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের সমাজবিরোধী কার্যকলাপও আইনের আওতায় আসতে পারে।

রেড রোড থেকে যোগাভ্যাসের সংকল্প বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

১-র পাতার পর -অনুভব করা একমাত্র যোগের দ্বারাই সম্ভব।'' যোগাসনের সময় মাঝে মধ্যেই প্রশিক্ষকও হয়ে উঠছিলেন প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত অনেককেই সঠিকভাবে কীভাবে সংশ্লিষ্ট আসন করতে হবে, দেখিয়েও দিচ্ছিলেন। মোদির আগে ভাষণ রাখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। এদিন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এতদিন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যোগ দিবস উদযাপনের কোনও উল্লেখযোগ্য আয়োজন দেখা যায়নি।'' কেন এমন পরিস্থিতি ছিল, তা নিয়ে প্রশ্নও তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, যোগচর্চা পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হলেও সময়ের সঙ্গে তা অনেকটাই আড়ালে চলে গিয়েছিল। সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে নতুন করে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, যোগ শুধু ভারতের প্রাচিন ঐতিহ্যের প্রতীকই নয়, বরং আজ বিশ্বের দরবারে দেশের পরিচিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

বসছে মেশিন, এবার বাজার

১-র পাতার পর -ব্যাগগুলি এমনভাবে তৈরি করার কথা বলা হয়েছে যাতে ক্রেতারা একই ব্যাগের ভেতরে মাছ বা মাংস নেওয়ার পর, তা ধুয়ে আবার টাটকা সবজিও নিয়ে যেতে পারেন। তবে ব্যাগের ভেতরের স্তর বা 'ইনার লেয়ার'-এ ঠিক কী ধরনের উৎপাদান ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া ব্যাক রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, ''মাল্টি পারপাস ব্যাগ ডিডাউন করতে বলেছি। ইনার লেয়ারটা কী হবে, সেটা এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'' তাঁর কথায়, এমনভাবে বাজারের ব্যাগ তৈরি করতে বলা হয়েছে, যে ফেলতে মন চাইবে না।

অল্প সময়ের বৃষ্টিতে কলকাতায় ধরা পড়ল ভয়ঙ্কর ছবি

১-র পাতার পর -ইতিমধ্যেই কলকাতার হাসপাতলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মহেশতলা জিনজিরা তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ওই ডাম্পারটিকে আটক করে এবং গাড়ির চালক কেউ আটক করে নিয়ে যায় থানায়। অন্যদিকে, কৈখালিতেও ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মুখে অ্যাপ অ্যাব। চিনার পার্ক অভিমুখে জমা জলের মধ্যে গর্তে পড়ে যায় অ্যাপ ক্যাবটি। গাড়িতে সে সময়ে দুজন যাত্রীও ছিলেন। গাড়ির জলের মধ্যে আটকে যাওয়ায়, দরজাও খোলা যাচ্ছিল না। কোনও মতে আশপাশের দোকানিরা গাড়ি দরজা বাইরে থেকে খুলে ২ যাত্রীকে উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কৈখালি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। গাড়িটির এক পাশ জলে ডুবে যায়। সেটিকে তুলতে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চলেছে। দেড় ঘণ্টার বৃষ্টিতে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ সহ- উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন। কিন্তু গঙ্গার লক গেট অধিকাংশ বন্ধ থাকায় জল বেরোতে সময় লাগবে। আপাতত জল নামবে না বলেও পৌরসভা সূত্রের খবর।

আরও বিপদে অভিষেকের পিএ

১-র পাতার পর -বিধায়ক সুজয় হাজরাকে গ্রেফতার করার পর জিজ্ঞাসাবাদে অভিষেকের আপ্ত সহায়কের নাম সামনে আসে। তারপরই সুমিতের খোঁজে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল শালবনী থানার পুলিশ। কিন্তু খোঁজ মেলেনি তাঁর। জারি হয় লুকআউট নোটিসও। তৃণমূলের বেলেঘাটার বিধায়ক তথা মুখপত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''সুমিত রায় সম্পর্কে যা যা বলার আগে বলেছি। আমি তৃণমূলের মুখপাত্র, সুমিত রায়ের নই। তাই ওঁকে নিয়ে কিছু বলব না। আইন আইনের মতো চলবে। আর আমি ওঁকে নিয়ে বেশি কিছু বলব না, অনেকে রেগে যান।''

তামিলনাড়ুতে চিংড়ি

১-র পাতার পর -জোসেফ বিজয় মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে এই গাফিলতির জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ ও জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। গ্যাস লিকের আসল কারণ কী, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যেই ওই কোম্পানির দুই মালিককে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। ঘটনার ভয়াবহতা খতিয়ে দেখতে এবং প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় একটি উচ্চপর্যায়ের তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটিতে রাখা হয়েছে রাজ্যের তিন শীর্ষ আধিকারিককে- 'ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি অ্যান্ড হেলথ', তামিলনাড়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য সচিব এবং 'অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অফ পাবলিক হেলথ'।

পূর্ব রেল অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-২০২৬ উদযাপন করল

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২১শে জুনঃ আজ, ভারত যখন দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন

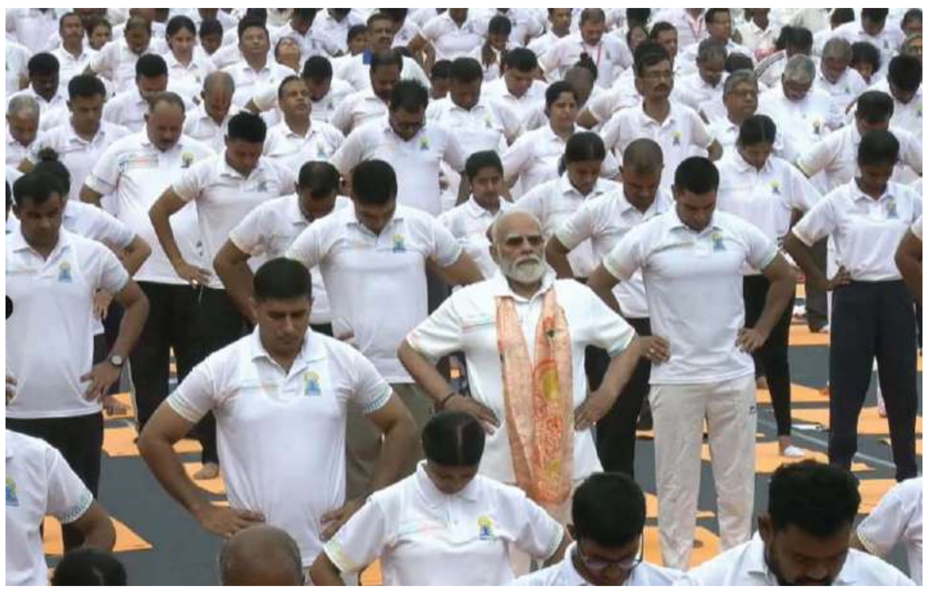

করছে, তখন সমগ্র দেশজুড়ে এক প্রাণবন্ত শক্তি ও উৎসাহের জোয়ার বয়ে গেছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ২১শে জুন, ২০২৬ তারিখে ঐতিহাসিক কলকাতা শহরের রেড রোড থেকে জাতীয় স্তরের এই উদযাপনের উদ্বোধন করেন এবং সকালের যোগাভ্যাসে নাগরিকদের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব রেলের মহাপ্রবন্ধক শ্রী মিলিন্দ দেওস্করও প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। দেশকে দেওয়া এক শক্তিশালী ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী যোগের প্রকৃত সারমর্ম তুলে ধরেন এবং মানুষের মধ্যে একটি সংযোগের সুতো বুনে দেওয়ার অনন্য ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন, যা আজকের দিনটি পেরিয়ে সারা বছর ধরে স্থায়ী হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যোগ হলো সামগ্রিক সুস্থতার একটি আশ্রয়স্থল-একটি দৈনন্দিন অভ্যাস যা শরীরকে পুষ্ট করার পাশাপাশি মনকে গভীরভাবে শক্তিশালী করে। নাগরিকদের এই প্রাচীন শৃঙ্খলাকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ করে তুলতে অনুপ্রাণিত করে, তাঁর কথাগুলো এই বছরের জাতীয় থিমঃ সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ -এর চেতনাকেই নিখুঁতভাবে প্রতিধ্বনিত করেছে। ূর্ব রেলের মহাপ্রবন্ধক শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের নির্দেশনায়, পূর্ব রেলের সদর দফতর বেলভেডিয়ার রেলওয়ে ক্লাবে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করে। পূর্ব রেলের অতিরিক্ত মহাপ্রবন্ধক শ্রী শৈলেন্দ্র প্রতাপ সিং, পূর্ব রেলের প্রধান মুখ্য কর্মী আধিকারিক ড. মহুয়া বর্মা সহ অন্যান্য প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই যোগ অধিবেশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 'অফ লিভিং' মেডিটেশন সেন্টারের একজন অনুষদ সদস্য সাধারণ যোগ প্রোটোকল মেনে অংশগ্রহণকারীদের নির্দেশিকা প্রদান করেন। পূর্ব রেলের ৪টি বিভাগ এবং ৩টি ওয়ার্কশপ জুড়েই অত্যন্ত উৎসাহের সাথে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়েছে, যেখানে পূর্ব রেলের ২০,০০০-এরও বেশি অংশগ্রহণকারী এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজাররা তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এই উদযাপনের নেতৃত্ব দেন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রচার করা, যোগের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সামগ্রিক কাজের দক্ষতা উন্নত করা। একটি সুস্থ শরীর বজায় রাখতে এবং মানসিক চাপ উপশম করতে যোগাভ্যাস অপরিহার্য, যা রেলকর্মীদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ তাঁদের কাজের প্রকৃতির জন্য সারা বছর ধরে সর্বোচ্চ একাগ্রতা এবং ২৪x৭ সতর্কতার প্রয়োজন হয়। পূর্ব রেলের ৪টি বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোতেও যোগাভ্যাস সেশন পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, পূর্ব রেলের হাই স্কুলগুলোতে যোগ সেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে। বি. আর. সিং হাসপাতাল, হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতাল এবং বিভিন্ন ডিভিশনাল হাসপাতালেও অনুরূপ সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী কর্মী এবং বিভিন্ন পোস্ট ও বিভাগের কর্মচারীরাও তাঁদের নিজ নিজ এখতিয়ারের মধ্যে যোগ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এই অনুষ্ঠানটিকে একটি দুর্দান্ত সফলতায় রূপ দেন।

জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত ব্লক ও মহকুমা পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস

জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত ব্লক ও মহকুমায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস ২০২৬। জেলার মূল অনুষ্ঠানটি অয়োজিত হয় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানের সূচনায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ ও সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর পশ্চিমবঙ্গের গৌরবময় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে একটি বিশেষ তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।সাংস্কৃতিক পর্বে পরিবেশিত হয় সঙ্গীত, আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক নৃত্য এবং জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত আদিবাসী লোকসংস্কৃতির বর্ণময় উপস্থাপনা, যা উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার জেলাশাসক শ্রী সন্দীপ ঘোষ, আইএএস, জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ শ্রীমতি সুজাতা কুমারী বীণাপাণি, আইপিএস, জেলার সকল অতিরিক্ত জেলাশাসক, উপশাসক ও উপসমাহর্তাগণ, মহকুমা শাসক,(সদর), জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক ও প্রাথমিক), বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের ধারাকে স্মরণ ও উদযাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর সসাধারণ মানুষ অংশ নেন।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কর্মী বিভাগের তত্ত্বাবধানে রেলওয়ে স্টেডিয়ামে যোগ কর্মসূচীর অয়োজন

গোরখপুর, ২১ জুনঃ দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে, ২১ জুন, ২০২৬ তারিখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কর্মী বিভাগের তত্ত্বাবধানে সদর দপ্তর গোরখপুর, তিনটি বিভাগ, প্রধান স্টেশন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিজেল লবি এবং রেলওয়ে স্টেডিয়ামে যোগ কর্মসূচীর অয়োন করা হয়েছিল। সদর দপ্তর গোরখপুরের রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকারের নেতৃত্বে অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার শ্রী মনোজ কুমার, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ এবং ঊর্ধ্বতন রেল কর্মকর্তারা যোগাভ্যাস করেন। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকার প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। যোগ প্রশিক্ষক ডঃ জয়ন্ত নাথ এবং তাঁর সহযোগী জয়ন্তী কুমারী অংশগ্রহণকারীদের যোগাভ্যাস প্রদর্শন ও পরিচালনা করেন। যোগাভ্যাসের পর, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বরওয়ানকার যোগ প্রশিক্ষক এবং তাঁর সহকর্মীদের সম্মানিত করেন। এই উপলক্ষে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর বলেন যে, আজ আমরা এখানে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করতে সমবেত হয়েছি। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ভারতের একটি উপহার। আজ সবাই এটি গ্রহণ করে সুস্থ থাকছেন। একইভাবে, সকল রেল কর্মচারীর সর্বদা যোগাভ্যাস করা উচিত। জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে, যোগ আমাদের নিজেদের সাথে, আমাদের চিন্তাভাবনার সাথে, প্রকৃতির সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত করে। যখন শরীর সুস্থ এবং

চিন্তামুক্ত থাকে, তখন প্রতিটি কাজ সাবলীলভাবে সম্পন্ন হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সকল রেল কর্মচারী যোগ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থেকে উপকৃত হবেন এবং তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে যোগকে অন্তর্ভুক্ত করে নিজেদেরকে চাপমুক্ত ও সুস্থ রাখবেন এবং রেল সেবায় একটি চমকার অবদান রাখবেন।একই ধারাবাহিকতায়, দক্ষ যোগ প্রশিক্ষক শ্রীমতি আরাধনা এবং তাঁর সহকর্মী শিখা সিং গোরখপুরের মাল্টিডিসিপ্লিনারি মেথড ট্রেনিং সেন্টারে রেলের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গকে যোগব্যায়াম প্রদর্শন করেন এবং তাঁদের তা অনুসরণ করান। ২০১৪ সালে ভারত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাবটি পেশ করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ২০১৫ সালের ২১শে জুন বিশ্বজুড়ে প্রথমবারের মতো অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপিত হয়েছিল। তারপর থেকে প্রতি বছর ২১শে জুন বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়ে আসছে। ভারতে যোগের ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের মন ও শরীরের স্বাস্থ্য বজায় রাখা। এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, যোগ কেবল শরীরকে রোগমুক্ত রাখতেই সাহায্য করে না, বরং এর নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে মনে অপার শান্তিও নিয়ে আসে। যোগ জীবনের প্রতি একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতেও সাহায্য করে। বর্তমানে শুধু ভারত নয়, সমগ্র বিশ্ব যোগ থেকে উপকৃত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে যোগ অনুশীলনকারীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। যোগ প্রশিক্ষক ডঃ জয়ন্ত নাথ বলেছেন যে যোগের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। এটি শরীরকে সুস্থ রাখে এবং মানসিক চাপ কমায়। তিনি যোগের মাধ্যমে বহু রোগ প্রতিরোধের কথাও বলেন। তিনি বলেন যে যোগের উদ্দেশ্য হলো আমাদের শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে সচেতন থাকা। যোগাভ্যাসের সময় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সঠিকভাবে সচল রাখতে প্রাণায়ম এবং অন্যান্য যোগাসন অনুশীলন করেন।

ভোটের আগে হামলার অভিযোগ, গা ঢাকা দেওয়ার পর ধরা পড়লেন দুই তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম,২১ জুন ঃ ভোটের আগে মারধর, লুঠ, শ্লীলতাহানি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ। প্রায় দু'মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর অবশেষে পুলিশের জালে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের রগড়া অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি তথা রগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পঞ্চানন দাস। একই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূলের বুথ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রীকেও। দুই তৃণমূল নেতার গ্রেফতারিকে ঘিরে শনিবার থেকেই সাঁকরাইলের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে সাঁকরাইল ব্লকের কাঠুয়াপাল এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে পঞ্চানন দাসকে গ্রেফতার করে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। একই সময়ে শিমুলিয়া গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রীকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, চুরি, ভয় দেখানো-সহ একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।পুলিশ ও অভিযোগকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা সুব্রত বারিক সাঁকরাইল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, গত ১৭ এপ্রিল, বিধানসভা ভোটের আগে তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। সুব্রতর দাবি, পঞ্চানন দাসের নেতৃত্বে একদল লোকজন তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়। তাঁকে মারধর করা হয়।

উপস্থিত - মিঃ রাজেন্দ্র জাখার, IFS, CCF FD, মিঃ মাল্লিয়ে মিঃ প্রণব, IAS, SDO, ক্যানিং, মিঃ চিত্রক ভট্টাচার্য, IFS, DFD, মিঃ দেবদর্শন রায়, WBFS, AFD, মিঃ পার্থ দেবনাথ, WBFS, AFD ও রেঞ্জ অফিসার, বিট অফিসার, ফরেস্ট গার্ড এবং অন্যান্য কর্মীরা।স্থান-নেতি ধোপানি।

শিল্পীর বালির সংমিশ্রণে ৩৭,৫০০ বর্গফুটের একটি সুবিশাল বালির রঙ্গলী

তাপস পাল নামখানা, ২১ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের সমুদ্রসৈকতে এক অভূতপূর্ব, ঐতিহাসিক ও বিশ্বরেকর্ড গড়ার মতো শিল্পকর্মের সৃষ্টি হয়। প্রখ্যাত বালুশিল্পী তথা জাতীয় স্তরের জনপ্রিয় রেকর্ডধারী ব্যক্তিত্ব পলাশ দাস-এর সুদক্ষ নির্দেশনায় এবং তাঁর সহযোগী রাষ্ট্রবাদী বন্ধু ও 'সৃজনী আর্ট অ্যান্ড কালচারাল একাডেমি'-র ছাত্রছাত্রীদের যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে প্রায় ৩৭,৫০০ বর্গফুটের একটি সুবিশাল Sand Rangoli Art। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান ও বালির সংমিশ্রণে তৈরি এই বিশাল চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে শিল্পীদের সময় লেগেছে মাত্র ৩ ঘণ্টা।আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত মল্লিক, বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএমডিসি সৌরভ মাঝি এবং ভেন্যু ইনচার্জ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মলয় কুমার দাস। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে সমগ্র যোগা অনুষ্ঠানটির সফল ও চমৎকার সঞ্চালনা শিক্ষক ও বিশিষ্ট কবি রমেশ পাত্র।

কর্মীদের সুস্থতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিয়ালদহ ডিভিশনে ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন

কলকাতা - ২১ জুন স্বাস্থ্য ও মননশীলতার চেতনাকে ধারণ করে, শিয়ালদহ ডিভিশন আজ অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬ উদযাপন করল। রেলকর্মী ও তাঁদের পরিবারের ব্যাপক অংশগ্রহণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রতি সকলের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করেছে। শিয়ালদহ ডিভিশনের পার্সোনেল বিভাগ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই যোগ দিবসের আয়োজন করেছিল, যার ফলে পুরো ডিভিশন জু।ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ছিল নিখুঁত। উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানটি শিয়ালদহের 'মন্থন' ও 'পি.এল. রায়' অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হলেও, এর উদ্দীপনা ছা।য়ে প।ছিল সমগ্র ডিভিশন জু।ে। ডিভিশনের ৪৮টি ভিন্ন স্থানে একই সময়ে যোগব্যায়াম পর্ব শুরু হয়। কর্মী ও তাঁদের পরিবার-সহ প্রায় ১০,০০০ মানুষের অংশগ্রহণে এই আয়োজন অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে।অনুষ্ঠানটিকে ফলপ্রসূ করে তুলতে যোগব্যায়াম বিশেষজ্ঞ শ্রী বরুণ পাত্র এবং 'ব্রহ্ম

কুমারী' সংস্থার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁরা বিভিন্ন আসন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের ব্যবহারিক প্রদর্শন করেন এবং একেবারে নতুন শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে নিয়মিত অনুশীলনকারী-সকলকেই যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেন।এই উপলক্ষে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম শ্রী রাজীব সাক্সেনা সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, যোগব্যায়াম কেবল একটি শরীরচর্চা নয়, এটি একটি জীবনশৈলী। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রে এটি এক শক্তিশালী মাধ্যম, যা আজকের দ্রুত-পরিবর্তনশীল ও কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে অত্যন্ত জরুরি। আমি আমাদের রেল পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে আহ্বান জানাই, তাঁরা যেন একটি স্বাস্থ্যকর, সুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের লক্ষ্যে যোগব্যায়ামকে তাঁদের দৈনন্দিন রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলেন।শিয়ালদহ ডিভিশন তার কর্মীদের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক ও স্বাস্থ্য-সচেতন পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং পারস্পরিক সংহতি ও একাত্মবোধ সুদৃ। করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

মল্লিকপুর হালদার যোগা একাডেমি ও চিতলা মিত্র সংঘের পরিচালনায় ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২১ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে মল্লিকপুর হালদার যোগা একাডেমির উদ্যোগে চেতলা মিত্র সংঘ এর নিজস্ব কার্যালয় একটি যোগাব্যাস ও সচেতন মূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে যোগ ব্যায়ামের উপকারিতা প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়মিত অনুশীলনের গুরুত্ব সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন ইয়োগাথেরাপিস্ট ও যোগা প্রশিক্ষক এবং স্টেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ ডাঃ তাপস হালদার এবং সঙ্গে চেতলা মৃত্যু সংঘের গেম সেক্রেটারি জয় কাণজি মহাশয় তারা সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য

দৈনন্দিন জীবনে যোগচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই সচেতন মূলক কর্মসূচিতে প্রায় ৭০ জন অংশগ্রহণকারী যোগব্যায়াম অনুশীলনে অংশগ্রহণ করেন এবং যোগাসন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা লাভ করেন। মল্লিকপুর হালদার যোগা একাডেমীর পক্ষ থেকে সকলকে নিয়মিত যোগচর্চার মাধ্যমে সুস্থ ও সচেতন এবং সুশৃংখল জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

সান্ধ্য সত্যযুগ পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রীতি গুহ মজুমদারের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২১ জুন ঃ সান্ধ্য সত্যযুগ পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক, সমবায় ও শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী প্রীতি গুহ মজুমদারের জীবনাবসান। সল্টলেকের মণিপাল হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯। সাম্প্রতিক কালে তিনি নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯৫৭ সালে দমদমে। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি তৎকালীন প্রভাতী সত্যযুগ সংবাদপত্রের সঙ্গে সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত হন। আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে তিনি সত্যযুগ-সহ কলকাতার অন্যান্য সংবাদপত্রের শ্রমিক আন্দোলনে প্রথমসারির যোদ্ধা ছিলেন। পরে তাঁর সহ-নেতৃত্বে ১৯৮৭ সালের ২ জুলাই সত্যযুগ এমপ্লায়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড গঠিত হয়। সেই সঙ্গে তিনি সংবাদপত্র কর্মচারী সমিতি ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন। ২০০১ সালে সান্ধ্য সত্যযুগ পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য সহ-নেতৃত্বে সত্যযুগ প্রেস দেশের অন্যতম বৃহত্তর সমবায় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একটি নির্ভীক সংবাদপত্র প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তিনি যোগ্য সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডিরেক্টর, প্রীতি গুহ মজুমদার সমস্ত ধরনের বামপন্থী শ্রমিক-কর্মচারী, মহিলা, ছাত্র-যুব আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলতেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শুধু সত্যযুগ নয়, অপূরণীয় ক্ষতি হল সমবায় ও বামপন্থী আন্দোলনের। তাঁর জীবনাবসানে সত্যযুগ প্রেসের কর্মী ও সান্ধ্য সত্যযুগ পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ গভীর ভাবে শোকাহত। তিনি রেখে গেলেন স্বামী তথা সহযোদ্ধা, সান্ধ্য সত্যযুগ পত্রিকার সম্পাদক ও সত্যযুগ শিল্প সমবায়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী চিত্ত দেবনাথ, কন্যা ও জামাতাকে।

বেতাইয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন, ডঙ্কা-কাঁসরের সুরে মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়াকে মতুয়া সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেতাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশনায় নদীয়ার বেতাইয়ে মহাসমারোহে উদযাপিত হলো পশ্চিমবঙ্গ দিবস। একই সঙ্গে নদিয়া উত্তর সমগ্র মতুয়া ভক্তগণের পক্ষ থেকে এবং দার্শনিক ও পন্ডিত সজল ঘরামি গোসাই ও সৌমেন গোঁসাইয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যের খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী তথা মতুয়া সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য মুখ অশোক কীর্তনিয়াকে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা, মতুয়া দার্শনিক সজল গোঁসাই তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষমতার ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে না থাকলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা পেত না। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বাবুর অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের সম্প্রদায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার হাত ধরে মতুয়া সমাজ আজ নিজস্ব অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পাচ্ছে। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ

ঠাকুরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা এই রাজ্য তথা দেশের উন্নয়নে শামিল হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এদিনের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেহট্টের বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ, বিজেপির উত্তর নদীয়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস, ডক্টর অনিল কৃষ্ণ মাহাতো এবং নেতা তাপস বিশ্বাস, সহ মতুয়া আন্দোলনের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। নদীয়া সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রায় ১৪০টি মতুয়া দলের ডঙ্কা, কাঁসর ও হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা চত্বর। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার মতুয়া ভক্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক মহাসমাবেশে পরিণত হয়।

গোয়াল ঘরের গরুকে পিষে মারল হাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম,২১ জুন ঃ মানুষের পর এ বার গরু। গভীর রাতে গোয়ালঘরে হানা দিয়ে গরুকে টেনে বের করে পিষে মারল হাতি। সেই ঘটনার জেরেই শনিবার সকালে ঝাড়গ্রাম- চন্দ্রী সড়কে ক্ষোভের বিস্ফোরণ গ্রামবাসীদের। স্থায়ী ভাবে হাতির উপদ্রব রোখা এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে পুকুরিয়া এলাকায় পথ অবরোধে বসেন স্থানীয়রা।স্থানীয় বাসিঃদাদের অভিযোগ, হাতির হানায় পুকুরিয়া ও সংলগ্ন এলাকার জীবনযাত্রা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাঁদের দাবি, হাতির একটি দল দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় ঘোরাফেরা করছে এবং কার্যত স্থায়ী ডেরা গেড়ে ফেলেছে। ফলে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও গ্রামে ঢুকে পড়ছে তারা। বাড়িঘর ভাঙচুর, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, মানুষ আক্রান্ত হওয়া- সবই এখন নিত্যদিনের ঘটনা। হাতির হামলায় মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনাও বারবার ঘটছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। শুক্রবার রাতের ঘটনাটি সেই ক্ষোভকে আরও উসকে দেয়। অভিযোগ, পুকুরিয়া গ্রামের শঙ্কর মাহাতোর গোয়ালঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে একটি গরুকে শুঁড়ে জড়িয়ে বাইরে টেনে আনে একটি হাতি। পরে সেটিকে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলে। সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, গত কয়েক বছরে শুধু মানুষের প্রাণহানিই নয়, হাতির আক্রমণে একাধিক গবাদি পশুরও মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ হয়নি।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে পুকুরিয়া বিটের কুন্ডলডিহি, পুকুরিয়া, শিমুলডাঙ্গা, বনকাটি, আঁধারিশোল-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় সাত থেকে আটটি হাতির একটি দল তাণ্ডব চালাচ্ছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দিনের পর দিন একই এলাকায় হাতির দল অবস্থান করায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। সন্ধ্যা নামলেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামগুলিতে। অনেক পরিবার রাত জেগে পাহারা দিতে বাধ্য হচ্ছে।বাসিন্দাদের একাংশের মতে, এলাকায় প্রচুর আম, কাঁঠাল-সহ বিভিন্ন ফলের গাছ থাকায় ফলের গন্ধে হাতির দল বারবার লোকালয়ে চলে আসছে। তবে শুধু প্রাকৃতিক কারণ দেখিয়ে দায় এড়ানো যাবে না বলেই মনে করছেন তাঁরা।

প্রাচীরবিহীন ছাদে পড়ুয়াদের তুলে জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার, ক্ষোভ অভিভাবকদের

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রামঃ খুদে পড়ুয়াদের দিয়ে স্কুলের বাথরুমের ছাদের জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করানোর অভিযোগকে ঘিরে শনিবার উত্তেজনা ছড়াল ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের ধড়সা এলাকার মুনিয়াদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিদারা। স্থানীয় সূত্রের দাবি, শনিবার সকালে কয়েক জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাথরুমের প্রাচীরবিহীন ছাদে উঠে জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে দেখা যায়। অভিযোগ, এক জন ছাত্রকে ট্যাঙ্কের ভিতরেও নামানো হয়েছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকাবাসী বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। তাঁদের অভিযোগ, ছোট ছোট পড়ুয়দের দিয়ে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হয়েছে, অথচ নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সামান্য অসাবধানতায় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। অভিভাবক হিমাংশু মাহাতো

বলেন, ' ছাদে ওঠানোর সময়য কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। ছাদের চারপাশে কোনও প্রাচীরও নেই। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।'' কয়েক জন পড়ুয়ারও দাবি, শিক্ষকের নির্দেশেই তারা ওই কাজ করছিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল ও পরিচ্ছন্নতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিভাবকেরা। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের শৌচালয়ের আশপাশে ঝোপঝাড় জমে রয়েছে এবং শৌচালয়ও অপরিস্কার অবস্থায় রয়েছে। এতে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে বলে দাবি তাঁদের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ধ্রুব বাগচী বলেন, ' ক্লাসরুমে ছিলাম। কখন ছাত্ররা উপরে উঠে গিয়েছিল তা বুঝতে পারিনি। চোখে পড়তেই তাদের নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়।''তবে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন গ্রামবাসীরা। তাঁদের প্রশ্ন, শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে ছাত্ররা ছাদে উঠল এবং কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্ব কাপের নায়ক হতেই শিথিল হলো মার্কিন আইন

রানা সেনগুপ্ত ঃমা আসছেন। গ্যালারিতে বসে দেখবেন তাঁর ৪০ বছরে রাতারাতি নায়ক বনে যাওয়া ছেলের খেলা। আইন শিথিল করে মাকে আনছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কোনদিন পৃথিবীর নাম করা ফুটবল ক্লাবে খেলবার সুযোগ পাননি। অল্প বয়সে তো বুট কেনবারই সামর্থ ছিল না। খেলেছেন পর্তুগাল অ্যাঙ্গোলা সাইপ্রাস রোমানিয়ার অখ্যাত অনেক ক্লাবে। রোমানিয়ার দিনেমো বুখারেস্ট ক্লাবের হয়ে খেলেছেন রক্ত জমানো রাতে ম্যাচ। তাই হয়তো, ভয়, কষ্ট, হার এই ধরনের শব্দেরা তাঁর অভিধানে নেই। তরুণ ডিফেন্ডার যখন নামী দলের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আগুয়ান স্ট্রাইকারকে বল পায়ে এগিয়ে আসতে দেখে কাঁপে, তখনই পিছন থেকে ভেসে আসে গোলকিপারের গলা, ভয় পেয়ো না। ম্যায় হুঁ না! ৪০বছর বয়সে বিশ্বকাপে অভিষেক। আর তাতেই স্পেনের বিরুদ্ধে সাত-সাতটি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে. নায়ক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারেননি মা। ম্যাচের শেষে চোখের জলে ভেসে গিয়ে সেই আক্ষেপের কথা জানিয়েছিলেন কেপ ভার্দের গোলকিপার ভোজিনহা। বলেছিলেন, ভিসা টেন্ডার বিপুল অর্থের অভাবে তাঁর মা বিশ্বকাপ দেখতে আসতে পারেননি। তবে এবার সেই আক্ষেপ ঘুচতে চলেছে। ২২ জুন , রবিবার,গ্যালারিতে বসে ছেলের খেলা দেখবেন ভোজিনহার মা। সেদিনও কেপ ভার্দের কঠিন ম্যাচ উরুগুয়ের বিরুদ্ধে। সেদিনও কি অতিমানবীয় গোলরক্ষা করতে পারবেন ভোজিনহা? ভোজিনহার মা আনা কানিন্দদা ইভোরার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে চলেছে আমেরিকান বিদেশ দপ্তর। আসলে কেপ ভার্দের নাগরিকদের আমেরিকা প্রবেশের দরজা কার্যত বন্ধ করে রেখেছে ট্রাম্প প্রশাসন। কারণ মার্কিন প্রশাসন এতদিন মনে করছে, কেপ ভার্দের আমজনতা আমেরিকায় এলে ভিসার মেয়াদ ফুরনোর পরেও দেশে ফিরতে চান না। সেটা রোখার জন্য কেপ ভার্দের নাগরিকদের থেকে মোটা অঙ্ক টাকা জমা রাখে মার্কিন প্রশাসন। ভারতীয় মুদ্রায় তার প্রায় ১৪ লক্ষেরও বেশি। ভোজিনহা জানিয়েছিলেন, এই বিরাট অঙ্কের টাকা জমা দেওয়ার সামর্থ্য নেই তাঁদের। সেকারণেই তাঁর মা ভিসা পাননি। টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ভোজিনহার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছে ট্রাম্প প্রশাসন। কেপ ভার্দে গোলকিপারের মা যেন মার্কিন মুলুকে বসে ছেলের খেলা দেখতে পারেন তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করেছে মার্কিন বিদেশ দপ্তর। উল্লেখ্য, স্পেনের বিরুদ্ধে কেপ ভার্দের ম্যাচে একা হাতে স্প্যানিশ আর্মাডাকে রুখে দিয়েছিলেন ভোজিনহা। কখনও স্পেনের ডিফেন্ডার লাপোর্তের হেড, কখনও বা ওয়ারজাবালের শট, সব আটকে গিয়েছিল তাঁর হাতে। একটা সময় ম্যাচটা পরিণত হয়েছিল স্পেন বনাম ভোজিনহা-য়। গোটা ম্যাচ জুড়ে আফ্রিকার দেশের গোল লক্ষ্য করে ২৮টি শট মেরেছে স্পেন। সবক'টাই আটকে গিয়েছে ' ভোজিনহার হাতে। তারপরই বিশ্বকাপের অন্যতম নায়ক বনে গিয়েছেন তিনি। এমন কত নায়ক দেখা দিয়েছে, এবারও দেবে ভবিষ্যতে বিশ্বকাপে। যাদের নায়কোচিত ঔজ্জ্বল্যে একটু হলেও ম্লান হয়ে যাবেন মেসি এমবাপে হ্যারি কেইনরা।
আর নায়ক প্রমাণ করেছেন, মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা বদলে দিতে পারে সমস্ত আইন। কঠোর কঠিন প্রশাসনকে নাড়িয়ে দিতে পারে অনায়াসেই।

ইংল্যান্ড সিরিজ থেকেও ছিটকে গেল হার্দিক

মুম্বই, ২১ জুন ঃ অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া এখনও পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের সিরিজ থেকেও ছিটকে গেলেন। অন্যদিকে তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলির ফিটনেস নিয়েও এখনও অনিশ্চয়তা কাটেনি। ইংল্যান্ড সিরিজে দলে জায়গা পেতে হলে তাঁকে বিশেষ ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে বলে জানিয়েছে ভারতী ক্রিকেট বোর্ড। বিশ্বকাপের আগে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের মধ্যে অন্যতম হার্দিক পাণ্ডিয়া। ব্যাট ও বল-দুই বিভাগেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে একের পর এক চোট তাঁর মাঠে ফেরার পথ কঠিন করে তুলেছে।আইপিএলের মাঝপথেই পিঠের সমস্যার কারণে একাধিক ম্যাচে খেলতে পারেননি হার্দিক।

মেসির বিতর্কিত ট্যাকল ঘিরে তুঙ্গে উত্তেজনা, রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ আলজেরিয়া

২১ জুন ঃ ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও আলজেরিয়ার গ্রুপ ' ম্যাচ শেষ হয়েছে ৩-০ ব্যবধানে আর্জেন্টিনার জয়ে। কিন্তু মাঠের ফলের চেয়ে বেশি তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে উঠে আসেন। তবে বিতর্কের সূত্রপাত হয় ম্যাচের ৩০ মিনিটে একটি ঘটনাকে ঘিরে। ওই সময়ে মেসি একটি ট্যাকল করতে গিয়ে আলজেরিয়ার

ডিফেন্ডার আইসা মাঃদর পায়ের ওপর বুটের নিচের অংশ দিয়ে আঘাত করেন। আলজেরিয়ার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এটি ছিল সরাসরি লাল কার্ড পাওয়ার মতো গুরুতর ফাউল। কিন্তু রেফারি ঘটনাটিকে ফাউল হিসেবে গণ্য করলেও কোনো কার্ড দেখাননি এবং খেলাকে চালিয়ে যেতে দেন। আলজেরিয়া ফুটবল ফেডারেশনের এক সূত্র আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা কক্ষগু-কে জানায়, আমাদের মতে এবং অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, মেসির ওই ফাউলটি সরাসরি লাল কার্ডের উপযুক্ত ছিল। কিন্তু রেফারি বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। শুধু ওই একটি ঘটনা নয়, আলজেরিয়ার দাবি অনুযায়ী ম্যাচে আরও অন্তত দুইটি ঘটনায় আর্জেঃটিনার খেলোয়া।দের কনুইয়ের আঘাত ছিল, যেগুলোও লাল কার্ডের আওতায় প।তে পারত। ফেডারেশনের বক্তব্য অনুযায়ী, এই ঘটনাগুলোতে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা নেয়নি, যা তাদের কাছে অত্যন্ত হতাশাজনক। তাদের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, আমরা কখনোই আর্জেন্টিনার শক্তি অস্বীকার করছি না। তারা ভালো খেলেছে। কিন্তু মাঠে যখন স্পষ্ট অন্যায় ঘটে, তখন চুপ থাকা সম্ভব নয়। এই ঘটনায় ফুটবল বিশ্লেষকরাও বিভক্ত মত দিয়েছেন। প্রাক্তন ফুটবলার গঞ্চএক্সমডড গঢ-ত্মণঞ্জ্ব মন্তব্য করে বলেন, মেসির ট্যাকলটি লাল কার্ডের যোগ্য ছিল। রেফারি হয়তো সঠিকভাবে দেখতে পাননি, কিন্তু ঞ্চক্ত থাকা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত না আসা অবাক করার মতো। তিনি আরও যোগ করেন, এ ধরনের ঘটনায় অন্তত রিভিউ হওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে আর্জেন্টিনা শিবির এই অভিযোগ নিয়ে সরাসরি কোনো কঠোর প্রতিক্রিয়া না দিলেও ম্যাচ শেষে তারা জয়ের উচ্ছ্বাসে ব্যস্ত ছিলেন। মেসির হ্যাটট্রিক এবং দলের শক্তিশালী পারফরম্যান্স তাদের জন্য গ্রুপ পর্বে বড় সুবিধা এনে দিয়েছে। এই ম্যাচের পর আর্জেন্টিনা এখন পরবর্তী খেলায় অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হবে, আর আলজেরিয়া জর্ডনের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলবে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচগুলো দুই দলের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নকআউট পর্বে জায়গা নিশ্চিত করতে প্রতিটি পয়েন্ট এখন নির্ধারক হয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে, এই ম্যাচটি শুধু একটি ফুটবল জয় বা পরাজয়ের গল্প নয়, বরং বিশ্বকাপের মঞ্চে রেফারিং সিদ্ধান্ত, ভার-এর ভূমিকা এবং ফুটবল ন্যায্যতার প্রশ্নকে আবারও সামনে এনে দিয়েছে। আলজেরিয়ার অভিযোগের পর এখন নজর থাকবে ফিফা কীভাবে এই বিতর্ক মোকাবিলা করে এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে কী পদক্ষেপ নেয়।

আলোচনায় এখন রেফারিং সিদ্ধান্ত এবং একাধিক বিতর্কিত ঘটনার ব্যাখ্যা। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর থেকেই আলজেরিয়া ফুটবল ফেডারেশন তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দিয়েছে। আলজেরিয়ার অভিযোগ, ম্যাচের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রেফারির সিদ্ধান্ত তাদের ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং ম্যাচের গতি ও ফলাফলে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। তাদের দাবি, অন্তত তিনটি ঘটনায় আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখানো উচিত ছিল, কিন্তু রেফারি শুধু ফ্রি-কিক বা সাধারণ ফাউল হিসেবে বিষয়গুলোকে দেখেছেন। ম্যাচের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার মেসি, যিনি দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করে দলকে জয় এনে দেন। তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে ম্যাচটি একদিকে যেমন স্মরণীয় হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি রেফারিং বিতর্ক অনেকটাই চাপা পড়ে যায়। এই পারফরম্যান্সের মাধ্যমে মেসি বিশ্বকাপ ইতিহাসে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করেন এবং সর্বোচ্চ গোলদাতাদের

পল অক্টোপাসের উত্তরসূরি কারা? বিশ্বকাপের ভাগ্য গণনায় এবার গরিলা, শিম্পাঞ্জি, হাতি থেকে গোল্ডফিশ!

২১ জুন ঃ বিশ্বকাপ মানেই উত্তেজনা, আবেগ আর অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী। কে জিতবে, কে ছিটকে যাবে, কোন দল চমক দেখাবে-এসব নিয়ে.আলোচনা চলে মাঠের বাইরে সমান তালে। কিন্তু ফুটবলবিশ্বে এমন কিছু ' আছে, যাদের বিশ্লেষণ নয়, প্রবৃত্তিই হয়ে ওঠে আলোচনার বিষয়। আর সেই তালিকার শীর্ষে চিরকাল থাকবে এক নাম-পল দ্য অক্টোপাস। ২০১০ সালের বিশ্বকাপে জার্মানির একটি অ্যাকোয়ারিয়ামে থাকা সেই অক্টোপাস বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ম্যাচের আগে দুই দেশের পতাকাযুক্ত বাক্সের মধ্যে একটি বেছে নিয়ে সে যে ভবিষ্যৎবাণী করত, তার অধিকাংশই আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যেত। এরপর থেকেই বড় টুর্নামেন্ট এলেই বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানা, সাফারি পার্ক ও অ্যাকোযারিয়ামগুলোতে শুরু হয় ' জ্যোতিষীদের' ব্যস্ততা। এবারের বিশ্বকাপেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হাতি, গরিলা, জিরাফ, শিম্পাঞ্জি, মাছ, এমনকি বিড়ালও নিজেদের মতো করে ভবিষ্যৎবাণী করছে। আর সেই তালিকায় সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে মেক্সিকোর গুয়াদালাজারা চিড়িয়াখানার বাসিন্দারা। মেক্সিকোর এই বিখ্যাত চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন দলের পতাকা, জার্সি বা প্রতীক প্রাণীদের সামনে রাখা হয়। তারপর তারা যেটি বেছে নেয়, সেটাকেই ধরা হয় তাদের ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে। প্রথমেই আলোচনায়. এসেছে দুটি খুদে ক্যাপিবারা। তাদের মতে, এবারের বিশ্বকাপের মুকুট উঠতে পারে আয়োজক দেশ মেক্সিকোর মাথায়। অবশ্য তারা সত্যিই ফুটবল বুঝে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নাকি মেক্সিকোর পতাকার সঙ্গে থাকা খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে-সেটা নিয়ে.রসিকতার শেষ নেই। তবে সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী ভবিষ্যৎবাণী এসেছে গরিলা ফউস্তিনার কাছ থেকে। চিড়িয়াখানার অন্যতম জনপ্রিয় এই গরিলা মনে করে, এবারের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার স্পেন। স্প্যানিশ দলের প্রতীক ' রোখা'-র প্রতি তার স্পষ্ট সমর্থন দেখা গেছে। কিন্তু মজার বিষয় হল, তার এই মতের সঙ্গে একেবারেই একমত নয়

আরেক প্রবীণ গরিলা চেঞ্চা। ৩৯ বছর বয়সী চেঞ্চার বিশ্বাস, স্পেনের পথ এত সহজ হবে না। বিশেষ করে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে স্প্যানিশদের হারার সম্ভাবনাই বেশি। দুই গরিলার সামনে দুই দলের জার্সির প্রতিরূপ রাখা হলে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন দলকে বেছে নেয়। ফলে চিড়িয়াখানাতেই যেন তৈরি হয়েছে এক ক্ষুদে ফুটবল বিতর্ক। এদিকে দুই জিরাফের ভবিষ্যৎবাণীও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তাদের মতে, ডিআর কঙ্গো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কলম্বিযাকে হারিয়ে বড় চমক দেখাতে পারে। ফুটবলবিশ্বে এই ফলাফলকে অনেকেই অপ্রত্যাশিত বললেও জিরাফদের আত্মবিশ্বাসে কোনও ঘাটতি নেই। কঙ্গো ইতিমধ্যেই শক্তিশালী দলগুলোর বিরুদ্ধে লড়াকু পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, ফলে এই ভবিষ্যৎবাণী পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগও নেই। গুয়াদালাজারার হাতিরাও পিছিয়ে নেই। তারা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে মেক্সিকো দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জয় পাবে। মাঠে বল গড়িয়ে নির্দিষ্ট পতাকার সামনে নিয়ে. যাওয়ার মাধ্যমে তারা নিজেদের পছন্দ প্রকাশ করে। দর্শনার্থীদের কাছে এই দৃশ্যও কম উপভোগ্য নয়। তবে সব ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হয়, এমন নয়। যেমন ১৪ বছরের পুমা মুলুকের কথাই ধরা যাক। চেক প্রজাতন্ত্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার ম্যাচের আগে দুই দেশের প্রতীকী কার্ডবোর্ডে মাংস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুলুক বেছে নিয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্রকে। কিন্তু বাস্তবে ম্যাচ জেতে দক্ষিণ কোরিয়া। ফলে পল অক্টোপাসের মতো শতভাগ সাফল্য অর্জন এখনও অনেক দূরের পথ। শুধু মেক্সিকো নয়, কানাডাতেও রয়েছে এক জনপ্রিয়. ' একটি গোল্ডফিশ, যার নাম সুইমবাপে। নাম শুনেই বোঝা যায়, এটি ফরাসি তারকা ফুটবলারের নাম থেকে অনুপ্রাণিত। একটি অ্যাকোযারিযামে দুই দেশের পতাকা রাখা হয়, আর সুইমবাপে যেদিকে সাঁতরে যায়, সেটিই তার পছন্দের দল বলে ধরা হয়। এখন পর্যন্ত প্রথম ২০টি ম্যাচের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ফলাফল সঠিকভাবে অনুমান করেছে এই গোল্ডফিশ। বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনার জয়ের পূর্বাভাস মিলিয়ে যাওয়ায় তার জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়েছে। ইংল্যান্ডেও রয়েছে এক ক্ষুদে তারকা। কেন্টের একটি বন্যপ্রাণী পার্কে থাকা চার মাসের শিম্পাঞ্জি জেন ইতিমধ্যেই আলোচনায় উঠে এসেছে। ইংল্যান্ড বনাম ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের আগে তার সামনে দুই দেশের পতাকা রাখা হলে সে ইংল্যান্ডকেই বেছে নেয়। পরে ম্যাচে ইংল্যান্ড জয় পাওয়ায় জেনের খ্যাতি আরও বেড়ে যায়।

৯ মাস পর দুরন্ত প্রত্যাবর্তন! কমনওয়েলথের টিকিট নিশ্চিত, এবার সোনার লক্ষ্যে নীরজ চোপড়া

২১ জুন ঃ দীর্ঘ নয় মাসের অপেক্ষার অবসান। চোট কাটিয়ে অবশেষে জ্যাভলিন হাতে প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চে ফিরলেন ভারতের 'সোনার ছেলে' নীরজ চোপড়া। প্রত্যাবর্তনের মঞ্চেই তিনি নিশ্চিত করলেন কমনওয়েলথ গেমসে নিজের অংশগ্রহণ। যদিও দোহা ডায়মন্ড লিগে পদক জয়ের মঞ্চে উঠতে পারেননি, তবু চোটের অন্ধকার পেরিয়ে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের জন্য নিঃসন্দেহে বড় স্বস্তির খবর। পিঠের চোটের কারণে দীর্ঘদিন ট্র্যাক ও মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী এই তারকাকে। পুনর্বাসন, ফিটনেস ট্রেনিং এবং ধাপে ধাপে প্রস্তুতির পর অবশেষে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায. ফিরলেন তিনি। দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের নজর ছিল তাঁর পারফরম্যান্সের দিকে। কারণ সামনে রয়েছে দুটি বড় লক্ষ্য-কমনওয়েলথ গেমস এবং এশিয়ান গেমস। আগামী ২৩ জুলাই থেকে ক্সডজ্বঞ্জণত্ত্ব-এ শুরু হবে কমনওয়েলথ গেমস। সেখানে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে দোহা ডায়মন্ড লিগে নির্ধারিত যোগ্যতা মান অতিক্রম করতেই হত নীরজকে। সেই লক্ষ্যে তিনি সফল হলেও নিজের সেরা পারফরম্যান্সের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি। প্রতিযোগিতার শুরুটা অবশ্য মোটেই ভালো হয়নি। প্রথম প্রচেষ্টায় ফাউল থ্রো করেন নীরজ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা চাপ তৈরি হয়। কিন্তু বড় মাপের ক্রীড়াবিদরা কঠিন পরিস্থিতিতেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৮২.৭৭ মিটার ছুড়ে তিনি কমনওয়েলথ গেমসের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেন।

'ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে কালো অধ্যায়'-আমেরিকায় ইরান দলের সঙ্গে আচরণ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ ফেডারেশনের

ওয়াশিংটন,২১ জুন ঃ মাঠের লড়াইয়ের আগেই একের পর এক বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে ইরানকে। বিশ্বকাপ খেলতে এসে ভিসা জটিলতা, দীর্ঘ যাতায়াত, পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব এবং প্রশাসনিক বিধিনিষেধের মধ্যে পড়ে কার্যত চরম চাপে রয়েছে ইরান ফুটবল দল। এই পরিস্থিতিকে ' জন্য লজ্জাজনক' আখ্যা দিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইরান ফুটবল ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি হেদায়াত মোম্বেইনি। তাঁর দাবি, বিশ্বকাপের মতো বৈশ্বিক মঞ্চে ইরান দলের সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে, তা ফুটবল ইতিহাসে এক 'কালো দাগ' হয়ে থাকবে। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দীর্ঘ প্রস্তুতি এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে ইরানকে। কিন্তু টুর্নামেঃট শুরু হওয়ার পরও সেই সমস্যার শেষ হয়নি। বরং মাঠের বাইরের পরিস্থিতিই এখন দলের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরানের প্রথম ম্যাচ ছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। লস অ্যাঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে ভালো পারফরম্যান্স করে ড্র আদায় করেছিল মেহদি তারেমির দল। কিন্তু ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই নতুন বিতর্কের সূত্রপাত। অভিযোগ, ইরান দলের সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ সময় অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র ম্যাচের নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘিরেই সীমিত মেয়াদের ভিসা মঞ্জুর করা হয়েছে। ফলে দলের বেসক্যাম্প যুক্তরাষ্ট্রে না রেখে মেক্সিকোয় রাখতে হয়েছে। প্রতিটি ম্যাচের আগে ও পরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে ফুটবলারদের। এতে শুধু সময়ই নষ্ট হচ্ছে না, খেলোয়াড়দের বিশ্রাম ও প্রস্তুতিতেও প্রভাব পড়ছে বলে অভিযোগ। ইরানের প্রধান কোচ আমির ঘালেনোই

ইতিমধ্যেই এই পরিস্থিতিকে ' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে সব দলের জন্য সমান সুযোগ ও সুবিধা নিশ্চিত করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে ইরান সেই সুবিধা পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান ফুটবল ফেডারেশন। যদিও অভিযোগ কবে জমা পড়বে, সে বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট কোনও সময় জানানো হয়নি। তবে সাংবাদিকদের সামনে নিজের ক্ষোভ চেপে রাখেননি হেদায়াত মোম্বেইনি। তিনি বলেন, বিশ্বকাপ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া আসরগুলোর একটি। অথচ আমাদের ক্ষেত্রে নিয়ম বারবার বদলানো হচ্ছে। আগে এক ধরনের আশ্বাস দেওয়া হলেও পরে তা পরিবর্তন করা হচ্ছে। এই ধরনের আচরণ শুধু একটি দলের সঙ্গে অন্যায় নয়, বরং ফুটবলের মৌলিক চেতনার বিরুদ্ধেও যায়। আমার বিশ্বাস, এই ঘটনা বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসেবে স্মরণ করা হবে। এই বিতর্কের পেছনে রয়েছে সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনাও। গত কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্পর্ক নতুন করে অবনতি হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সামরিক ও কূটনৈতিক সংঘাতের প্রভাব পড়েছে সাধারণ নাগরিকদের ভ্রমণ ব্যবস্থার উপরও। সেই কারণেই ইরানের নাগরিকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ফুটবলারদের বিশেষ অনুমতিতে ভিসা দেওয়া হয়েছে, তবে ইরান ফুটবল ফেডারেশনের অনেক কর্মকর্তা সেই অনুমতি পাননি। শুধু তাই নয়, ইরানের বহু সমর্থকও সমস্যার মুখে পড়েছেন। বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখার জন্য টিকিট কেটে রাখলেও অনেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে গ্যালারিতেও পর্যাপ্ত সমর্থন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ইরান দল।
এই প্রতিকূলতার মধ্যেই মাঠে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন মেহদি তারেমি ও তাঁর সতীর্থরা। তবে সামনে অপেক্ষা করছে আরও কঠিন পরীক্ষা। ২২ জুন শক্তিশালী বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে ইরান। নকআউট পর্বে যাওয়ার আশা জিইয়ে রাখতে হলে এই ম্যাচে ইতিবাচক ফল অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি এখন ইরানের সামনে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ-প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বিশ্বকাপে নিজেদের লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আর সেই কারণেই ফুটবলের বাইরে তৈরি হওয়া এই বিতর্ক এখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহলেও আলোচনার কেঃদ্র উঠে এসেছে।

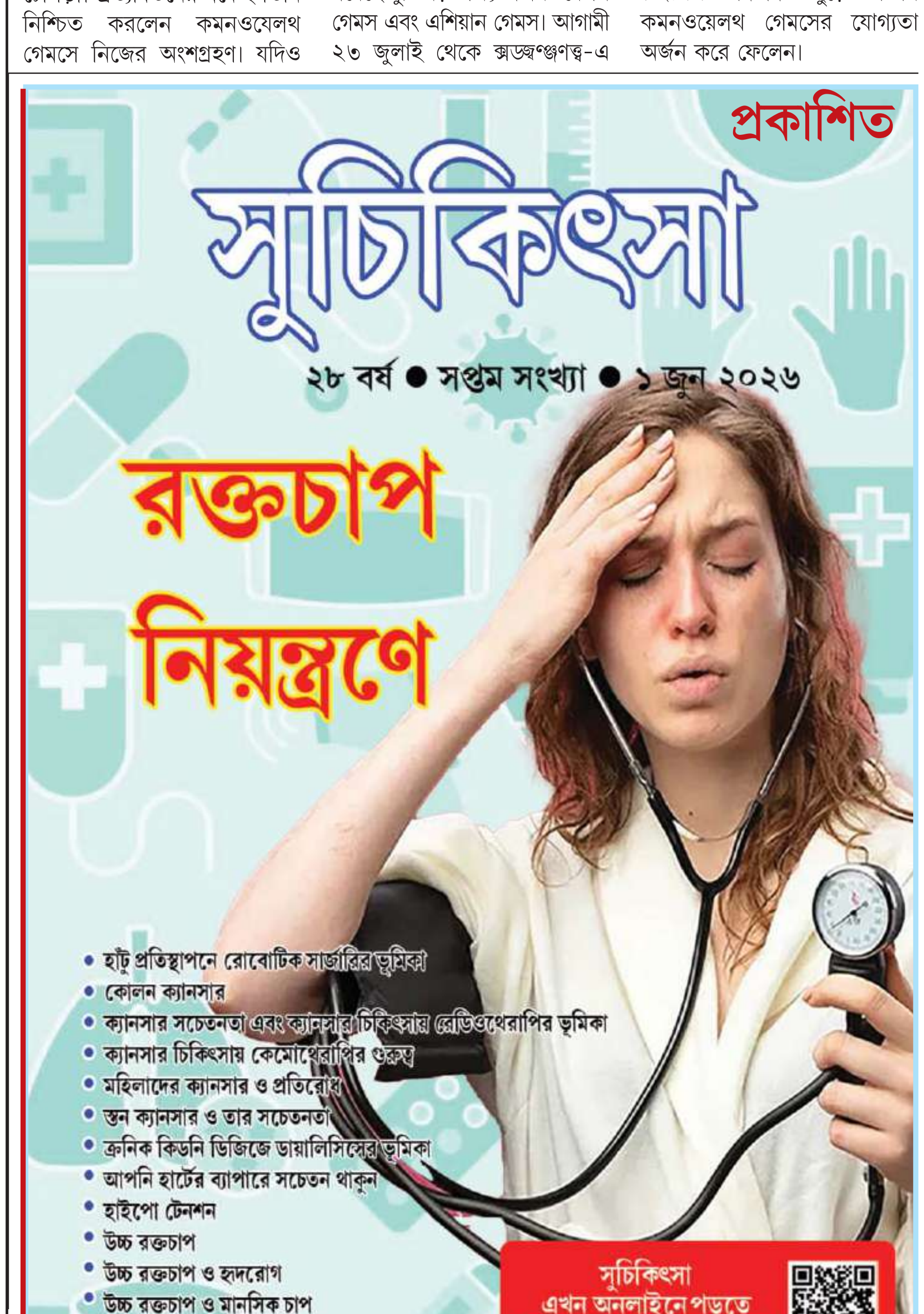

ব্রাজিলের 'গোপন অস্ত্র' মাঠের বাইরেও! যে ট্রেনিং সেন্টার দেখে কোচিংয়ে ফিরতে চেয়েছিলেন ক্লপ

২১ জুন ঃ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জয় নিয়ে যেমন আলোচনা চলছে, তেমনই ফুটবলপ্রেমীদের নজর কেড়েছে তাদের বেসক্যাম্পও। কারণ এটি কোনও সাধারণ অনুশীলন কেন্দ্র নয় আধুনিক প্রযুক্তি, বিশ্বমানের পরিকাঠামো এবং ফুটবলারদের সর্বোচ্চ সুবিধার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক অত্যাধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স। নিউ জার্সির মরিস টাউনশিপে অবস্থিত কলম্বিয়া পার্ক ট্রেনিং ফেসিলিটি এখন শুধু ব্রাজিল দলের অস্থায়ী ঠিকানাই নয়, বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম আলোচিত কেন্দ্রও। প্রায় ৮০ একর বিস্তৃত এই বিশাল কমপ্লেক্স তৈরি করেছে মেজর লিগ সকারের ক্লাব নিউ ইয়র্ক রেড বুল। মূলত ক্লাবের অনুশীলন ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য নির্মিত হলেও বর্তমানে এটি আন্তর্জাতিক মানের দলগুলির কাছেও সমান আকর্ষণীয়। বিশ্বকাপে অংশ নিতে এসে ব্রাজিলের কোচ Carlo Ancelotti ও তাঁর টিম ম্যানেজমেন্ট যখন সম্ভাব্য বেসক্যাম্পগুলির মূল্যায়ন করছিলেন, তখন কলম্বিয়া পার্ক তাদের প্রথম পছন্দ হয়ে ওঠে। জানা যায়, একবার পরিদর্শন করেই আন্সেলোত্তি এই কেন্দ্রকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর আর দ্বিতীয়বার ভাবার প্রয়োজন পড়েনি। এই কেন্দ্র থেকেই Vincius J9nior, Raphinha এবং ব্রাজিলের অন্যান্য তারকারা অনুশীলন সেরে মাঠে নামছেন। খেলোয়াড়দের প্রস্তুতি, পুনর্বাসন এবং ম্যাচ-পূর্ব পরিকল্পনার জন্য এখানে রয়েছে প্রায় সব ধরনের আধুনিক সুবিধা। বিশাল ক্যাম্পাসজুড়ে রয়েছে মোট আটটি অনুশীলন মাঠ। এর মধ্যে পাঁচটি প্রাকৃতিক ঘাসের এবং তিনটি কৃত্রিম টার্ফের। নিউ জার্সির কঠোর শীত এবং তুষারপাতের কথা মাথায় রেখে কয়েকটি মাঠে বিশেষ হিটিং সিস্টেমও বসানো হয়েছে। ফলে বরফ জমে গেলেও অল্প সময়ের মধ্যে মাঠ খেলার উপযোগী করে তোলা সম্ভব। তবে শুধু মাঠই নয়, খেলোয়াড়দের সার্বিক পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্যও রয়েছে একাধিক বিশেষ ব্যবস্থা। রয়েছে অত্যাধুনিক জিমনেসিয়াম, পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং বিশেষায়িত রিকভারি জোন। চোট সারানো বা ম্যাচ-পরবর্তী ক্লান্তি দূর করার জন্য ফুটবলারদের ব্যবহারের উপযোগী হাইড্রোথেরাপি পুলও রয়েছে এখানে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশগুলির মধ্যে অন্যতম পাঁচ হাজার বর্গফুটের ওয়েলনেস ল্যাব। এখানে খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা, পুনরুদ্ধারের গতি এবং ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। আধুনিক ডেটা অ্যানালিটিক্সের সাহায্যে একজন ফুটবলারের শারীরিক অবস্থার সূক্ষ্মতম পরিবর্তনও নজরে রাখা সম্ভব। ড্রেসিংরুমের ব্যবস্থাও আন্তর্জাতিক মানের। হোম টিম এবং অতিথি দলের জন্য রয়েছে আলাদা ও প্রশস্ত ড্রেসিংরুম। এছাড়া রয়েছে কনফারেন্স রুম, যেখানে কোচিং স্টাফ কৌশলগত বৈঠক করতে পারেন কিংবা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। এমনকি একটি ছোট অডিও-ভিজ্যুয়াল থিয়েটারও রয়েছে এই কমপ্লেক্সে। সেখানে ম্যাচ বিশ্লেষণ, ভিডিও সেশন এবং ট্যাকটিক্যাল ক্লাস নেওয়া হয়। আধুনিক ফুটবলে যেখানে ডেটা এবং ভিডিও অ্যানালিসিস ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, সেখানে এই সুবিধাগুলি দলগুলোর জন্য বাড়তি সম্পদ হিসেবে কাজ করছে। এই ট্রেনিং সেন্টারের অন্যতম বড় ভক্ত হলেন Jrgen Klopp। বর্তমানে রেড বুল ফুটবল নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা ক্লপ জানিয়েছেন, ব্রাজিলকে এই কেন্দ্র বেছে নিতে রাজি করানোর জন্য তাঁকে বিশেষ কোনও প্রচেষ্টাই করতে হয়নি। ক্লপের কথায়, আন্সেলোত্তি একবার ঘুরে দেখেই বুঝে গিয়েছিলেন এই কেন্দ্রের মান কতটা উচ্চস্তরের। তবে ব্রাজিল যাতে পুরো কমপ্লেক্স একাই ব্যবহার না করে ফেলে, সেটি নিশ্চিত করতে কিছুটা পরিকল্পনা করতে হয়েছিল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com